B.Ed. (SE-DE) BANGLA PROGRAMME

SECP - 04 : INTRODUCTION TO DISABILITIES

BLOCK - 1

Concept, Classification and Characteristics of Disabilities

অক্ষমতার ধারণা, শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

BLOCK - 2

Developments in the Education of Disabled Children

অক্ষম শিশুদের শিক্ষার বিকাশ

BLOCK - 3

Identification and Assessment of Disabilites and Curriculum Planning

অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম, পরিকল্পনা

BLOCK - 4

Curricular Adaptations : Curriculum Practices and Other Behavioural Activities

পাঠক্রমের অনুসৃজন ঃ পাঠক্রম চর্চা এবং অন্যান্য আচরণগত কার্যাবলি

BLOCK - 5

Role of Various Agencies in the Education of Disabled Children

অক্ষম শিশুদের শিক্ষায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

A Collaborative Programme of
Netaji Subhas Open University
and
Rehabilitation Council of India

Prof. (Dr.) Subha Sankar Sarkar *Vice-Chancellor, NSOU*	Prof. (Dr.) Debesh Roy *Registrar, NSOU*	Maj Gen (Retd) Ian Cardozo *Chairperson, RCI*	Dr. J. P. Singh *Member Secretary, RCI*

Bangla Course Review Expert Committee :

Dr. S. B. Pattanayak, R.K.M.B.B.A, Kolkata

Dr. A. K. Sinha, AYJ NIHH - ERC Kolkata

Mr. Ashok Chakraborty, SHELTER, Kolkata

Dr. Madhuchhanda Kundu, IICP, Kolkata

Prof. Deb Narayan Modak, Director (H&SS) NSOU, Kolkata

English Version Prepared by :

Block Writer		Editor
Block - 01		
Units : 1, 2 & 3	Dr. Rubina Lal	Dr. Smriti Swarup
Unit : 4	Dr. Dharmishta M. Mehta	,,
Block - 02		
Units : 1 & 2	Dr. Anmand Prakash	Dr. Smriti Swarup
Units : 3 & 4	Mr. Shyamala Dalvi	,,
Block-03		
Units : 1 & 2	Dr. Preeti Verma	Dr. Smriti Swarup
Block - 04		
Units : 1 & 2	Dr. Dharmishta M. Mehta	Dr. Smriti Swarup
Block-05		
Units : 1, 2 & 3	Mrs. Sujata Basu	Dr. Smriti Swarup

Bengali Version Prepared by :

Block Translator	Editor
Block - 01 : Shibani Dalal	Mr. Somnath Munshi
Block - 02 : Atreyee Mondal	Mr. Sunil Baran Pattanayak
Block - 03 : Atreyee Mondal	Mr. Somnath Munshi
Block - 04 : Ratna Roy Choudhuri	Miss. Swapna Deb
Block - 05 : Ratna Roy Choudhuri	Miss. Swapna Deb

© All rights reserved. No part of this work may be reproduced without written permission of NSOU & RCI.

প্রাক্‌কথন

এই পাঠউপকরণটি ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ (রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার) বি. এড. (স্পেশাল এডুকেশন)-এর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ-উপকরণ অবলম্বনে গ্রন্থিত হয়েছে। প্রকাশনটিতে বিধৃত পাঠ্যবস্তুর বিন্যাস এবং বাংলা ভাষায় তার রূপান্তরের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই ধন্যবাদার্হ।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation) ও শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment) এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা (Visual Impairment) সম্বন্ধীয় যে তিনটি বিষয়ে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, সেই ক্ষেত্রেই এই পাঠ-উপকরণটি ব্যবহার্য।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেকক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

SECP-04-Block 1-5—4

পরিচিতি

বিষয় ঃ বি. এড. (স্পেশাল এডুকেশন)

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ SECP - 04 : Blocks — 01 – 05

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনটি ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদের অনুমতিক্রমে অনুদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এস.ই.সি.পি.—04
প্রতিবন্ধকতার প্রথম পাঠ
(Identification to Disabilities)

পর্ব—১

Block-1

অক্ষমতার ধারণা, শ্রেণিবিভাগ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ

একক—1	❑ বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধীর ধারণা ও সংজ্ঞা	13
একক—2	❑ অক্ষমতার শ্রেণিবিভাগ	20
একক—3	❑ অক্ষমতার প্রকোপ	43
একক—4	❑ বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ	54

পর্ব—2

Block-2

অক্ষম শিশুদের শিক্ষার বিকাশ

একক 1	❑ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা	73
একক 2	❑ অক্ষম শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এবং কার্যকরী কর্মসূচী ১৯৯২-এর সুপারিশ ও পরামর্শ	86
একক 3	❑ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের **Integrated Education**-এর জন্য কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা (আই. ই. ডি.) এবং রাজ্যস্তর এজেন্সি —ডি.পি.ই.পি. প্রোজেক্টের ভূমিকা	98
একক 4	❑ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়	105

পর্ব—3
Block-3
অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা

একক—1	❑ কার্যকরী বা মৌলিক সক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পার্থক্যমূলক লক্ষণাদি চিহ্নিতকরণ	123
একক—2	❑ অসমর্থদের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবহার এবং কর্মসূচী পরিকল্পনা	152

পর্ব—4
Block-4
পাঠক্রমের অনুসৃজন ঃ পাঠক্রম চর্চা এবং অন্যান্য আচরণগত কার্যাবলি

একক—1	❑ পাঠক্রম এবং সহপাঠ্য কর্মসূচি, কার্যাবলি ও সম্পাদিত কর্মের অনুসৃজন	173
একক—2	❑ আচরণগত কার্যকলাপের অনুসৃজন	197

পর্ব—5
Block-5
অক্ষম শিশুদের শিক্ষায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

একক—1	❑ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় বেসরকারি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা	227
একক—2	❑ অক্ষমতায় আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষায় পিতামাতা ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা	242
একক—3	❑ অক্ষমতাজনিত দুর্বলতায় আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষায় বিশেষ বিদ্যালয় এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ভূমিকা	253

BLOCK - 01
CONCEPT, CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF DISABILITIES
অক্ষমতার ধারণা, শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

পর্ব—১ অক্ষমতার ধারণা, শ্রেণীবিভাগ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ (Concept, Classification and Characterbstics of Disabilities)

প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা শিশুকে তার সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে। বিদ্যালয় পাঠক্রম সাধারণ শিশুদের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। বিশেষ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের শিশুদের সাথে কাজ করার জন্য সর্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজন তাদেরকে ভালভাবে বোঝা বা জানা।

'Impaired' 'Disabled' এবং 'Handicapped'-এই শব্দগুলি প্রায়শই একটার পরিবর্তে আর একটি ব্যবহার করা হয় বা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এই শব্দগুলির নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং ধারণাগত পার্থক্য আছে। প্রথম ইউনিট-এ এইগুলিকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা আছে, যেমন দৃষ্টিজনিত, শ্রবণজনিত, মানসিক, অস্থি সংক্রান্ত, শিখন সংক্রান্ত এবং অন্যান্য। এইগুলি যে কোন সমাজে ঘটনাক্রমে বা কালক্রমে কম-বেশী দেখা যায়। অক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন, তার ঘটনা (incidence), প্রকোপ (Prevalence), তার বিভিন্ন কারণ, এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা হার প্রভৃতি ইউনিট-২, এবং ইউনিট-৩ এ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা শিশুদের এবং তাদের আচরণকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা ইউনিট-৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। অক্ষমতা (disability) রয়েছে এমন শিশুদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করা গেলে তা এই ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করা যেমন সহজ হবে, তেমনি অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত (Transfer) করা যায়।

একক—১ ❑ বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধীর ধারণা এবং সংজ্ঞা (Impairment, Disability and Handicap : Concept and Definition)

গঠন (Structure)

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ।

১.৪ বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা, প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা

১.৫ পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

১.৬ সারাংশ (Summary)

১.৭ পুনরাবৃত্তি (Revision)

১.৮ বাড়ীর কাজ

১.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১০ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যা পরিকল্পিত কিংবা অপরিকল্পিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। যা শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষের আত্মিক বিকাশে এবং তার চারপাশের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে জ্ঞান অর্জনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। শৈশব থেকে বার্ধক্য—জীবনের বিভিন্ন সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ থেকে পেয়ে থাকে।

সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে মানুষ যা গ্রহণ করে তার মধ্যেও আছে অভিযোজনের অস্তিত্ব। জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাক্রমের মধ্যে এই গ্রহণীয়তা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র শিখনের মাধ্যমে গড়ে তোলে, সে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলি দূরীকরণের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে বুঝতে শেখে। তাই আমরা যদি প্রকৃত শিখনের উপর যথাযোগ্য মনোযোগ দিই এবং বিদ্যালয়ের পাশাপাশি একটি পাঠক্রম তৈরি করি, বিশেষ করে শিশুদের উপর গুরুত্ব অর্পণ করে, যেটি কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে সমানভাবে গ্রহণীয় হতে পারে।

অনেক শিশু আছে যারা বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে সঠিক শিক্ষা ও সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। এই ধরনের শিশুদের শিক্ষা ও সুবিধা দানের জন্য কিছু বিশেষ বন্দোবস্ত (Special arrangement) করা প্রয়োজন, যা থেকে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে ও নিজের ক্ষমতার উন্নতি করতে পারবে, এই ধরনের শিশু কারা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে প্রথমে আমাদের প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত

করবার জন্য সমাজে প্রচলিত শব্দের বা পদ'র (Term) অর্থ বোঝা। এইগুলি হল ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment) অক্ষমতা (Disability), এবং প্রতিবন্ধী (Handicap)। অনেক বছর ধরে প্রায়ই উক্ত শব্দগুলো অতি অবহেলার সঙ্গে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় একই রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যদিও এটি আমাদের জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের নির্দিষ্ট অর্থ এবং ধারণার তারতম্য রয়েছে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট পাঠের পর জানতে সক্ষম হবেন—

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (impairment), অক্ষমতা (disability) এবং প্রতিবন্ধী (handicap) শব্দগুলির সংজ্ঞা।

এই শব্দগুলির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য বোঝা যাবে।

উপযুক্ত উদাহরণসহ প্রত্যেকটি শব্দের বর্ণনা করতে পারবেন।

১.৩ আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাজন (International Classification)

১৯৮০ সালে (WHO) ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (impairment) অক্ষমতা (disability) এবং প্রতিবন্ধী (handicap)—এই শব্দগুলির সংজ্ঞা দিয়েছেন ICIDH (International Classification of Impairment. Disabilities and Handicaps) গ্রন্থে। এটি একটি Asanual. এই গ্রন্থে রোগ এর বা অসুখ এর ফল হিসাবে Impairment, disability এবং 'handicap' শব্দগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। ICIDH এ Impairments Disability এবং Handicap শব্দগুলির ধারণা (Concept) এবং সংজ্ঞা (definition) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছে। বিশেষ করে এগুলির মধ্যে সম্পর্ক (relation) এবং পার্থক্য (difference) ও উপস্থাপন করেছে বা আলোচনা করেছে। এর ভিত্তি হল একটি linear model (Figure-1) যার থেকে ক্রমান্নয়ে রোগ থেকে ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধী।

রোগ — ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা → অক্ষমতা → প্রতিবন্ধী

Disease ——→ Impairment ——→Disability ——→ Handicap

Figure - 1 : ICIDH Model (WHO 1980)

১.৪ সংজ্ঞা (Definition)

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment) ÷- ICIDH-এর মতে ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা তন্ত্রের গঠনগত বা শারীরিক ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা অথবা অঙ্গ, তন্ত্র বা মনের কার্যকারিতার ত্রুটির কারণে ব্যক্তির মধ্যে বাধাগ্রস্ত অবস্থা আসে।

কোন রোগ বা আঘাতের কারণে কলাকোষ সমূহের ক্ষতির জন্য অবক্ষয় হয়। কোন ব্যক্তির চোখের রোটিনা বা দৃষ্টি স্নায়ুতে ক্ষতির কারণে ব্যক্তির দৃষ্টিক্ষমতা কমে গেলে বা দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টির বাধাগ্রস্ত অবস্থা বা অবক্ষয় (impairment) হয়েছে বলা যাবে।

অক্ষমতা (Disability) ÷- কোন একজন ব্যক্তি তার সমবয়সী অন্য ব্যক্তিরা যে কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে তা করতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতার অভাব ঘটলে বা বাধা পেলে ব্যক্তিকে অক্ষম বলা যাবে।

প্রতিবন্ধী (Handicap) : ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা এবং অক্ষমতার কারণে ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য কোন কাজ করতে সীমাবদ্ধতা এলে বা ব্যক্তি অপারগ হলে/ ICIDH-এর মতে ঐ ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হবে (নির্ভর করে তার বয়স, লিঙ্গ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর।)

১.৫ পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যাখ্যা (Explanation of Terminology)

একজন ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র চাহিদার উপর। কোন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন একটি অক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও সে উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী নাও হতে পারে। একারণে ব্যক্তির চোখের রেটিনা বা দৃষ্টি স্নায়ুর ক্ষতির (damage to optic nerve or retina) কারণে দৃষ্টিগত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেই ব্যক্তি ছাপানো বা লিখিত কোন বিষয় পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী। কিন্তু কোন সামাজিক কথোপকথনে অথবা গান গাইতে তিনি সক্ষম অর্থাৎ ব্যক্তিটি এক্ষেত্রে অক্ষমতা নেই এইরূপ ব্যক্তি সমকক্ষ।

আরো উদাহরণ দিলে ধারণাটি স্পষ্ট হতে পারে। ধরা যাক একজন ব্যক্তি রান্নাঘরে কাজ করার সময় তার হাত পুড়ে/যদি তার ক্ষতটি গভীর হয় এবং ক্ষতটি তার ত্বকের অন্তঃস্তরের নার্ভকে নষ্ট করে এবং এর ফলে তার হাত দিয়ে কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয় পুড়ে যাওয়ার জন্য যে অক্ষমতা তা তার বাধাগ্রস্ত অবস্থার (Impairment) কারণে হয়। এর ফলে সে হাত দিয়ে কোন কাজ করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে যদিও সেই ব্যক্তিটি একটি হাত দিয়ে যে কাজকর্মগুলি করা যায় তা করতে সক্ষম যেমন—চুল আঁচরানো, খাওয়া, দাঁতমাজা, লেখা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিটি প্রতিবন্ধী তখনই যখন কোন কাজ করতে তার দুটি হাতের প্রয়োজন হবে, যেমন—সবজি কাটা, জামার বোতাম আটকানো, গাড়ি চালানো ইত্যাদি।

অন্য একটি উদাহরণ ভারতবর্ষে গ্রামে বসবাসকারী একজন মহিলার গৃহস্থলীর কাজকর্ম করার সময় কোন দুর্ঘটনার ফলে তার হাঁটুতে আঘাত পেল এবং তার ফলে হাঁটুতে ক্ষত হল। ঘরের অন্যান্য কাজকর্মগুলি করার জন্য সে সেই ক্ষতটিকে অবহেলা করলো। এর ফলে যখন ক্ষতস্থানটি সংক্রামিত হলো এবং গ্যাংগ্রিনে

(gangrene) হয়, তার ফলে পা'টি বাদ দিতে হয়। এটি আপনার কাছে সহজেই বোধগম্য যে সংক্রামিত ক্ষত বাধাগ্রস্ত অবস্থার (Impairment) সৃষ্টি করে, এবং তার ফলে পা'টি বাদ হয়ে যাওয়া অক্ষমতা (Disability)। মহিলাটি কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে দাঁড়াতে এবং চলাফেরা করতে পারে। যেহেতু সে গ্রামে বাস করে সেহেতু তাকে অনেক রকম কাজকর্ম করতে হয় (যেমন—রান্না করা, ধান ঝারাই করা) সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে উবু হয়ে বসতে হবে। এক্ষেত্রে সে তার কৃত্রিম পায়ে সহজে উবু হয়ে মেঝেতে বসতে পারবে না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একজন মহিলাকে তারসমগ্র পরিবার প্রতিপালনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সেই মহিলাকে অবশ্যই উপরে বর্ণিত কাজগুলি কোন রকম বাহ্যিক বা পারিপার্শ্বিক সাহায্য ছাড়াই করতে হবে। যদি সেই মহিলাটি অন্য সমাজে থাকতেন (যেখানে একজন পুরুষ ব্যক্তি সমান দায়িত্ব নেয় গৃহস্থলীর কাজকর্মের) অথবা শহরে (যেখানে রান্নার কাজ একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে করা যায়।) সেক্ষেত্রে সেখানে তার প্রাত্যহিক কাজগুলি করতে কোন রকম অসুবিধা হতো না। সেইজন্য যে অঞ্চল বা Community-তে তিনি রয়েছে বা জন্মগ্রহণ করেছেন তা মহিলাটির অক্ষমতা তাকে প্রতিবন্ধী করে তুলেছে।

প্রতিবন্ধী মানে, কোন অক্ষমতার কারণে কিছু কিছু কাজ করতে না পারা। প্রায়ই কাজের অক্ষমতা শিশুকে অতটা প্রভাবিত না করলেও সমাজ এবং পরিবেশের প্রভাব শিশুটির উপর পরে। শিশুটি প্রতিবন্ধী হতে পারে যেমন—একটি লোক যে হুইল চেয়ার ব্যবহার করে তার অক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সে প্রতিবন্ধী হবে তখনই যখন সে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে যেখানে সিড়ি রয়েছে, কোন র‍্যাম্প্ (ramp) নেই।

কোন শিশু যখন তার ক্লাশের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না সেটাও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। একটি শিশু দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থার (visual Impairment) জন্য ক্রিকেট খেলতে গিয়ে অসুবিধায় পড়বে এবং তখনি সে প্রতিবন্ধী (handicapped) হবে যখন দলের বাকী সবার ঠিকমতো দৃষ্টি আছে। কিন্তু একই ধরনের শিশুরা সামাজিক সংযোগ স্থাপনে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

একজন ব্যক্তি ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment) এবং অক্ষমতা (disability) থেকে যে অসুবিধা সম্মুখীন হয় তাকে প্রতিবন্ধী বলে (handicap)।

টেবিল নং ১.১ বাধাগ্রস্ত/অবস্থা, অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধীর ধারণাগত পার্থক্যগুলি দেওয়া হয়েছে।

অবস্থা **Condition**	**সংশ্লিষ্ট বিষয়** **Concerned with**	**প্রকাশ** **Represents**
বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment)-এ	অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন অঙ্গপ্রতঙ্গ এবং কোষতন্ত্রের কাজের ব্যাঘাত	অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কোষতন্ত্রে ব্যাঘাত
অক্ষমতা (Disabilities)	সীমাবদ্ধতা বা ফলপ্রদ কাজ করার সামর্থের ঘাটতি	ব্যক্তিগত স্তরের ব্যাঘাত
প্রতিবন্ধকতা (Handicaps)	বাধাগ্রস্ত অবস্থা এবং অক্ষমতার জন্য অসুবিধা	নির্দিষ্ট অবস্থার সীমাবদ্ধতা

১.৬ এককের সারাংশ (Unit Summary)

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করবার জন্য সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শব্দগুলির অর্থ বোঝা। ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা, অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধী প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়শঃই একটির পরিবর্তে অন্যটি এদেরকে চিহিত করতে ব্যবহার করা হয়। যদিও বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত International Classification of Impairment Disability এবং Handicaps এ উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা বা অবক্ষয় বলতে ব্যক্তির কলা কোষের ক্ষতি সাধন এবং শারীরিক বা মানসিক অবস্থাকে বোঝায়।

অক্ষমতা (Disability) বলতে ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কোন কাজ করতে না পারা বা কোন নির্দিষ্ট আচরণের ঘাটতি বা অভাবকে বোঝায় যা অবশ্যই শারীরিক বা মানসিক অবক্ষয়ের ফলে ঘটে।

অবক্ষয় বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা বা অক্ষমতার কারণে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত হয় তার ফলে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হয়।

১.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your Progress)

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) ব্যক্তি যে কাজ করতে পারা উচিত তা সম্পন্ন করতে না পারার অবস্থাকে —— বলা হয়।

(২) শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ, কলাকোষ বা কাজ করার পক্ষে শারীরিক পদ্ধতির অসুবিধাকে —— বল হয়।

(৩) ব্যক্তির পক্ষে বয়সোপযোগী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালনের সীমাবদ্ধতাকে ——— বলা হয়।

(৪) যেখানে ——— পরিস্থিতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখনই জীবনে —— আরম্ভ হয়।

(খ) কোন ধরনের অক্ষমতার জন্য কি ধরনের প্রতিবন্ধী হয় তা মেলান—

অক্ষমতা (Disability)		**প্রতিবন্ধী** (Handicap)	
(ক)	দৃষ্টি নষ্ট হওয়া	(১)	হাঁটা চলা
(খ)	শ্রবণ শক্তি নষ্ট হওয়া	(২)	কর্মে নিযুক্তি
(গ)	হাত না থাকা	(৩)	বিদ্যালয়ে শিক্ষা
(ঘ)	পা না থাকা	(৪)	ভাববিনিময়
(ঙ)	মানসিক ক্ষমতার ঘাটতি	(৫)	নিজের য- নিজে নেওয়ার দক্ষতা

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। অক্ষমতা

২। অবক্ষয়/বাধাগ্রস্ত অবস্থা

৩। প্রতিবন্ধী

৪। প্রতিবন্ধী, অক্ষমতা।

(খ) মেলানো (Match)

(ক) —— (১)

(খ) —— (৪)

(গ) —— (৫)

(ঘ) —— (২)

(ঙ) —— (৩)

১.৮ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১. অবক্ষয়/বাধাগ্রস্ত অবস্থা এবং প্রতিবন্ধী শব্দ দুটির সংজ্ঞা দিন। প্রতিটি সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় উদাহরণ হিসাবে আপনার এলাকার ঐরূপ দুটি শিশুকে উপস্থাপিত করুন।

১.৯ আলোচনা বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

১.৯.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

_____

_____

_____

_____

১.৯.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

_____

_____

_____

_____

১.১০ উৎস (Reference)

1. Ashman, A. & Elkins, J. (Eds) (1994) Educating children with special, Prentice Hall, New York.

2. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991). Exceptional children : Introduction to special education, Allyn & Bacon, Boston.

একক—২ ❑ অক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন (Classification of Disabilities)

গঠন (Structure)

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্যসমূহ

২.৩ শ্রেণী বিভাজন (Classification) এবং চিহ্নিতকরণের বা (Labelling) এর ধারণা

২.৪ শ্রেণী বিভাজনের উপায় বা পদ্ধতি

২.৫ শ্রেণী বিভাজনের সুবিধা ও অসুবিধা

২.৫.১ শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব

২.৫.২ চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেণী বিভাজনের অসুবিধা

২.৬ অক্ষমতার সংজ্ঞাসহ শ্রেণীবিভাজন এবং প্রত্যেক অক্ষমতার উপবিভাজন

২.৬.১ দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা

২.৬.২ শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা

২.৬.৩ মানসিক প্রতিবন্ধকতা

২.৬.৪ অস্থিজনিত অক্ষমতা

২.৬.৫ শিখনের অক্ষমতা

২.৬.৬ মনোযোগের ঘাটতিগত বিশৃঙ্খলতা (Attention Deficit Disorders)

২.৬.৭ মনোযোগের ঘাটতি এবং অতি সক্রিয়তামূলক বিশৃঙ্খলতা (Attention Deficit and Hyperactivity Disorders)

২.৭ সারাংশ

২.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.৯ বাড়ীর কাজ

২.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১১ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

যদি বলা হয় কোন বড় শহরের লোকজনকে অনুধাবন করতে তবে অবাক হতে হয় এই মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে তাদের শারীরিক ও মানসিক বহু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। এই অনুধাবন প্রণালী হতে দেখা যাবে যে সাদৃশ্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে। লোকের পোশাকের তারতম্য এবং চুলের ফ্যাশন তার প্রকৃত পরিচয়কে বহন করে। কেবলমাত্র প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যই নয় তাদের ধরন ধারণেরও

শ্রেণীবিভাগ করার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। ধুতি কুর্তা পরা কোন লোককে আমরা নয় ট্রাডিশানাল কনজারভেটিভ ভারতীয় অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি এবং জিনস্ ও টি শার্ট পরা কোন ব্যক্তিকে কলেজে যাওয়া শহুরে ছেলে মনে করি। এর থেকে এরূপ মনে করা যায় যে আমাদের পরিবেশের মধ্যে classify এবং categorise করা মানুষের স্বভাব। এই বিশাল পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিস থেকে এক জাতীয় জিনিসকে আলাদা করতে classification বা শ্রেণী বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন, যা জটিলতা কমাতে সাহায্য করে। যেমন—পশু, যানবাহন, প্রধান এবং অপ্রধান শহরতলী, পছন্দ অথবা অপছন্দের জিনিস।

২.২ উদ্দেশ্য (Objecives)

এই ইউনিটটি পাঠের পর আপনি নিম্নলিখিত সামর্থ্যগুলি অর্জন করবেন ঃ—

শ্রেণীবিভাজন (Classification) এবং চিহ্নিতকরণ বা তক্মাকরণ (Labelling) এর সংজ্ঞা

শ্রেণীবিভাজন (Classification) এবং চিহ্নিতকরণ/তক্মাকরণ (Labelling) -এর সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা।

বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার (Disabilities) তালিকা তৈরি।

প্রত্যেক অক্ষমতার উপবিভাজন (sub-groups) ব্যাখ্যা।

২.৩ শ্রেণীবিভাজন (Classification) এবং চিহ্নিতকরণ বা তক্মাকরণ (Labelling)-এর ধারণা (Concept of Classification and Labelling)

কোন ব্যক্তির অক্ষমতা অনুসারে শ্রেণীবিভাজন (classification) করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যদিও তা বর্তমানে একটি বিতর্কিত বিষয়।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে এটি একটি অবয়ব পদ্ধতি (Strutured system) প্রকাশ করে যা চিহ্নিতকরণ এবং সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অনেক বিষয় যেমন জীববিদ্যা (Biology) রসায়ন (Chemistry) এবং প্রাণীবিদ্যা (Zoology) তে শ্রেণীবিভাজন (Classification) বিশেষ সাহায্য করে। এটির অবশ্যই চারটি ক্রাইটেরিয়া (Criteria) পুরণ করতে হবে।

এটি অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে।

এটিতে অবশ্যই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা থাকবে।

এটিতে অবশ্যই যুক্তিগত স্বচ্ছতা (Logically Consistent) থাকবে।

এটির অবশ্যই চিকিৎসাগত সুবিধা থাকবে।

প্রথম ইউনিট-এ আপনাদের বলা হয়েছে যে বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairment) অক্ষমতা (Disability) এবং প্রতিবন্ধী (Handicap) শব্দগুলি একটি আর একটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। সেরূপ শ্রেণীবিভাজন

(Classification) এবং চিহ্নিতকরণ বা তক্‌মাকরণ (Labelling) গভীর সম্পর্কযুক্ত। যদিও শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। Classificiation (শ্রেণীবিভাজন) করা হয় বৈশিষ্ট্যগত ও গুণগতভাবে এক একটি দলে। আর চিহ্নিতকরণ (Labelling)-এ উক্ত দলের নামকরণ করা হয়ে থাকে। চিহ্নিতকরণ বা তক্‌মাকরণ (Labelling) কোন ব্যক্তি অথবা দল (group) কোন ক্যাটিগরি (Category) তে থাকবে তা চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ একটি শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার শ্রবণ ক্ষমতা ক্ষীণ অথবা একদম নেই। তখন তাকে শ্রবণ অক্ষমতা (Hearing Impaired) এর তক্‌মা (Labelling) দেওয়া হয়। চিহ্নিতকরণ যথোপোযুক্ত হওয়া উচিত। এটি সাধারণত বিভিন্ন মনোবিদ্‌রা (Psychologist) বা diagnostician বা করে থাকেন।

২.৪ শ্রেণী বিভাজনের পদ্ধতি (Approaches to Classification)

শ্রেণী বিভাজনের পদ্ধতি (Approaches to classification) : বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁরা অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের দুই ভাবে শ্রেণীবিভাজন (Classification) করেছেন।

(১) শ্রেণীগত পদ্ধতি (Categorical approach) : এই পদ্ধতিতে দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Visual Impairment) শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment) মানসিক জড়তা (Mental retardation) অস্থিসংক্রান্ত অক্ষমতা (Orthopeadic disability) মনোযোগের ঘাটতিগত সমস্যা (Attention deficit disorder) ইত্যাদি শ্রেণীবিভাজনের বিশেষ সাহায্য করে। প্রত্যেক শ্রেণী (Categories) এর আবার অন্তর্বিভাজন (Internal Classification) এবং উপবিভাজন (Sub-category) রয়েছে।

(২) শ্রেণীবিহীন পদ্ধতি (Non-categorical approach) : এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন যারা তারা মনে করেন আগের পদ্ধতি অর্থাৎ শ্রেণীকরণ পদ্ধতিতে (Categorical approach) এ সকল শিশুর মধ্যে যে, যাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে তাদের লক্ষ্য রাখা হয় না। এই পদ্ধতি বড় বেশি দলগত লক্ষণের উপর নির্ভরশীল, একক কোন শিশুর বিশেষ চাহিদার উপর নয়, তার ফলে তাকে আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেবার উপর কোন আলোকপাত করে না।

যদিও শ্রেণীবিহীন পদ্ধতি (Non-categorical approach) যখন ব্যবহার হয় তখন কখনও শিশুর অক্ষমতার স্তরকে (Level of disability) শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

২.৫ শ্রেণীবিভাজনের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Classification)

২.৫.১ শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Classification)

বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার জন্য অক্ষমতানুযায়ী শ্রেণীবিভাজন এবং চিহ্নিতকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীবিভাজনের সুবিধাগুলো নিচে আলোচিত হল—

শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার (disabilities) নাম, একটার সঙ্গে আর

একটার পার্থক্য এবং সেই অনুযায়ী একটি যথার্থ এবং নির্ভরশীল পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট অক্ষমতাটিকে প্রকাশ করতে পারি।

গবেষণার জন্য শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে শারীরিক অক্ষমতাগুলো নিয়ে গবেষণা করা বেশ দুরূহ কাজ। উদাহরণস্বরূপ—মানিসক প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অক্ষমতা অনুযায়ী তাদের চহিদাগুলোকে যদি (Categorising) বা শ্রেণীকরণ না করা হয়।

শ্রেণীবিভাজন (Classification) পদ্ধতি সাহায্য করে একটি দল (group) অথবা লবি (lobby) সৃষ্টি করতে যারা আগ্রহ সহকারে সকলের চেতনা জাগ্রত (awareness) করার জন্য প্রচার করে, এদের সম্বন্ধে সকলের মনোভাবের (attitude) পরিবর্তন এবং আরো কাজের অগ্রগতি ঘটাতে সাহায্য করে।

শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি চিকিৎসা এবং বিভিন্ন থেরাপির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছে। এতে অক্ষম ব্যক্তি (disable) উপযুক্ত চিকিৎসা সহজেই লাভ করে।

যদিও শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতিতে আমরা অনেক উপকৃত হই কিন্তু বর্তমানে অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণ কালে এর অনেকগুলো অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করর যে শ্রেণীকরণ পদ্ধতি এখন একটি বিতর্কিত ষিয়। এর অসুবিধাগুলো দেখিয়ে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রত্যেক মুদ্রার দুই দিক থাকে। তার মূল্য জানা থাকলেও উহার দুই দিক সম্বন্ধে অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৫.২ চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেণীবিভাজনের অসুবিধা (Problems with Labelling and Classification)

শ্রেণীবিভাজনের অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হল—

১. শ্রেণীবিভাজন এবং চিহ্নিতকরণ বা তক্‌মাকরণ অক্ষমতাগুলোর ঋণাত্মক (Negative) দিকগুলো বেশী আলোকপাত করে। এর ফলে ব্যক্তির মনে বড় বেশী এদের অসুবিধা ও অক্ষমতাগুলো নিয়ে চিন্তা হয়। অক্ষম ব্যক্তি ইতিবাচক (Positive) বৈশিষ্ট্য বা তার ভাল ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায় না।

২. শ্রেণীবিভাজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ (exclusive categories)-এ বিভক্ত করে, যার ফলে যে কোন দলের সহিত যুক্ত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্ট হয়। যেমন neurological অক্ষমতা category-র মধ্যে অনেক প্রকার রয়েছে, যেমন—স্পাইনাবিফিডা, সেরিব্রাল পল্‌সি এবং সিজার ডিসঅর্ডার। সেগুলির মধ্যেও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে।

৩. চিহ্নিতকরণ বা তক্‌মাকরণ বহন করে একটি কলঙ্ক (stigma) চিহ্ন এবং যা সামাজিক চেতনার অপরিপন্থী। তক্‌মাকরণ চেতনার অপরিপন্থী। তক্‌মা থেকে ঘটতে পারে বিদ্রূপ, উপহাস প্রত্যাখ্যান, লজ্জাবোধ অপরাধবোধ, দয়া এবং নিজেকে হীন বলে।

৪. তক্‌মাকরণ অবাস্তব এবং অর্ধসত্যের অনুসরণ করে কোন ব্যক্তির ব্যবহারিক দিকগুলো ব্যাখ্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়। এরা আক্রমণাত্মক এবং অপরাধপ্রবণ এবং তাই এদের সমাজ হতে দূরে রাখা উচিত। এ কথা সত্যের অবতারণা করে না যদিও কিছু

ঘটনা দেখা যায় মানসিক অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তি আক্রমণাত্মক এবং অসামাজিক ব্যবহার করে কিন্তু ইহা সংখ্যায় খুব কম এবং আবশ্যই সাধারণ ব্যক্তিদের জনসংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য।

৫. তক্মাকরণ কোন নির্দিষ্ট কার্যের ফলাফল গ্রহণ করে করা হয়, ফলে একবার যদি ব্যক্তিটিকে নির্দিষ্ট তক্মা দিয়ে দেওয়া হয় তবে সারা জীবন ধরে তার অক্ষমতাটি তাকে বহন করে বেড়ায়। ফলে নিজের থেকেই ভবিষ্যত বাণীর মতে কাজ করে চাহিদা অংশগুলো কমাতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ—একজন মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেকে য- নেবার ক্ষেত্রে অসহায় এবং অসামর্থ্য বলে মনে করে। এই ধারণাই ধীরে ধীরে বিশ্বাসে পরিণত হয় যে সে সত্যই অসহায় এবং নিজের দেখা শোনার জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল।

যদিও এই সকল অসুবিধা রয়েছে তাহলেও শ্রেণীবিভাজন (Classification) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হবস্-এর কথায় Hobbs (1975) ''Classification and labelling are essential to human communication and problem solving, without categories and concept designations all complex communicating and thinking stop, we shall address abuses in classification and labelling, but we do not wish to encourage the belief that abuses can be remedied by not classifying''.

২.৬ অক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Disabilities)

অক্ষমতাকে নিম্নলিখিত ভাগে (Categories) শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

১। দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Visual Impairment)

২। শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment)

৩। মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation)

৪। অস্থিজনিত অক্ষমতা (Orthopeadic Disability)

৫। শিখন অক্ষমতা (Learning Disability)

৬। মনোযোগের ঘাটতিগত সমস্যা (Attention Deficit Disorders)

৭। মনোযোগের ঘাটতি এবং অতিসক্রিয়তা মূলক সমস্যা (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

২.৬.১ দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Visual Impairment)

দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থার সংজ্ঞা এবং বর্ণনা নির্ভর করে কি উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে (group) বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার উপর।

দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (ভিসুয়াল ইম্পেয়্যারমেন্ট) শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকপ্রয়োজন এই ধরনের ছেলে মেয়েদের অন্তর্নিহিত সব সামর্থ্যের বিকাশের জন্য বিশেষ ধরনের বা অভিযোজিত (adapted) পাঠক্রম, সাজসরঞ্জাম বিশেষ ধরনের শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন। দৃষ্টিজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থাকে (ভিসুয়াল ইম্পেয়্যারমেন্টকে) দুটি ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হয়েছে। (১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন (blind) (২) আংশিক দৃষ্টিমান (Partially sighted)।

দুটি সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনও আংশিক দৃষ্টি (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন Low vision) দের ক্ষেত্রে।

একটি সংজ্ঞায় দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা বা ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটির উপর নির্ভর করে, অপরটি কিরূপ শিখন মাধ্যম ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে। ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি বলতে কোন ব্যক্তির সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি দূরবর্তী কোন বস্তুকে ভালভাবে দেখতে পায়।

Definitions

The American Foundation for the Blind (1961) defines blind individuals as

i. those whose visual acuity is 20/200* or less in the better eye with the best possible correction, or

ii. those whose field of an arc of 20 degrees or less. Partially sighted are defined as (i) those whose visual acuity is between 20/200 and 20/70 in the better eye with the best possible corretion, or (ii) those need either temporary or permanent special education facilities.

শিক্ষাগতভাবে দৃষ্টিহীন শিশু বলতে বোঝায় সেসব দৃষ্টিহীন শিশুদের যারা দৃষ্টিশক্তিহীন এবং ব্রেইল (braille) পদ্ধতিতে পড়াশুনা করে এবং স্পর্শ দ্বারা (tactile) এবং শ্রবণযোগ্য উপকরণ (Auditory materials) দ্বারা শিক্ষা লাভ করে। আংশিক দৃষ্টিশক্তি শিশুদের দৃষ্টিশক্তি অল্প মাত্রায় থাকে, তারা বিশেষভাবে ছাপানো বিষয়বস্তু (Print) এবং অন্যান্য দৃষ্টিশক্তি সহায়ককারী জিনিসপত্র দ্বারা (যেগুলি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়) শিক্ষালাভ করে।

The person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995. Government of India. Visual impairment-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে একজন ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত অবস্থায় ভোগে তাদের দৃষ্টিহীন ধরা হবে।

(১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন অথবা

(২) ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি ৬/৬০ বা ২০/২০০ থেকে বেশী হবে না। (Snellen)* অথবা

(৩) দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র বা পরিধি ২০ ডিগ্রি অথবা তার কম।

PWDS-Act এ বলা হয়েছে আংশিক বা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন (Partially sighted) ব্যক্তি তাকে বলা হবে যে দৃষ্টি দ্বারা যথাযথভাবে কাজ করতে বাঁধা পায়। এমনকি চিকিৎসা অথবা Standard refractive correction পরও কিন্তু বিভিন্ন সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ এবং পরিকল্পনা করতে সক্ষম।

* If a person being tested can read at 20 feet what person with normal vision can read at 200 feet, his or her visual acuity is 20/200.

* Snellen chart is used to measure visual acuity. It contains Ietters of alphabet in varying sizes, and is used by eye speciaists.

২.৬.২ শ্রবণজতি বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment)

শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থার (Hearing Impairment) অনেক সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি রয়েছে।

প্রচলিত দুটি শব্দ দ্বারা হিয়ারিং ইমপ্যায়ারমেন্ট বোঝা হয়, যেমন—বধির (deaf) এবং কানে কম শোনা (hard of hearing) ।

Hallahan এবং Kauffman (1991)-এর মতানুসারে যে সকল শিশু কোনরূপ ধ্বনি শুনতে পায় না অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রাবল্য বা তীক্ষ্ণতা (intensity) শব্দ অবধি (Loudness) শুনতে পায় না তাদের বধির বা deaf বলে। অন্য শ্রবণ হীনতাকে কানে কম শোনা শিশু বা ব্যক্তি (hard hearing) বলে।

শ্রবণ ক্ষমতা sensitivity মাপা হয় ডেসিবল (decibels) দ্বারা (শব্দের তীক্ষ্ণতার একক) শূন্য ডেসিবল (o db) নির্দেশ করে সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতা যুক্ত লোকের কাছে সবচেয়ে ক্ষীণতম শব্দকে। প্রত্যেক ডেসিবল (db) নির্দেশ করে, ব্যক্তির শ্রবণ অক্ষমতা কত ডিগ্রী।

Brill, McNeil এবং Newman (1986) শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (হিয়ারীং ইমপ্যায়ারমেন্ট), বধিরতা এবং কানে কম শোনা (hard of hearing) পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন।

তাদের সংজ্ঞানুসারে hearing impairment একটি generic term যা অল্পমাত্রা থেকে বেশী (mild) মাত্রায় (profound) শ্রবণজনিত বাঁধাগ্রস্ত অবস্থা (hearing impariment) হতে পারে। এর দ্বারা কানে কম শোনা অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বধিরতা পর্যন্ত বোঝায়।

বধিরতা (Deafness) :– কোন একজন বধির ব্যক্তি যার শ্রবণ অক্ষমতার জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (Hearing aid) অথবা শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ছাড়া ভাষাগত নির্দেশ অনুধাবন বা বুঝতে অসুবিধা হয়।

একজন কানে কম শোনা ব্যক্তি (hard of hearing) সাধারণত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে ভাষাগত বা মৌখিক নির্দেশ গ্রহণ করতে অনেকটা সক্ষম।

শ্রবণ জনিত অক্ষমতা অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষকদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। শিশুর ভাষার বিকাশ দেরিতে হওয়ার (Language delay) সঙ্গে শ্রবণ অক্ষমতা (hearing loss) বিশেষ সম্পর্কযুক্ত খুব কম বয়সে শিশুর শ্রবণ অক্ষমতা (hearing loss) শিশুর ভাষার বিকাশের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

এইজন্য এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বারংবার যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি হল—congenitally deaf (যার বধিরতা জন্ম থেকে) এবং Advertiously deaf (যার বধিরতা জন্মের পর যে কোন সময় থেকে)। অন্য দুইটি শব্দের ব্যবহার হয় সূক্ষ্ম পরিভাষায় (Prelingual deafness জন্মের সময় শ্রবণ অক্ষমতা ছিল অথবা জীবনে প্রথম ধাপে ভাষা ও কথোপকথন উন্নতির সময় শ্রবণ অক্ষমতাটি ঘটেছে। এবং Postlingual deafness (কথা ও ভাষা বিকাশের কোন স্তরে বধিরতা ঘটেছে)।

The persons with Disability (PWD) Act 1996 defines hearing impairment as loss of 60 decibels or more in better ear in the conversational range of frequencies.

২.৬.৩ মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation)

মানসিক প্রতিবন্ধকতা কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ কঠিন কাজ। প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির দল মানসিক জড়তা সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছে। Mac Millan (1982) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে মানসিক জড়তার তিনটি শর্ত (criteria) অবশ্যই থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রথম শর্ত হল যে মানসিক প্রতিবন্ধকতা শ্রেণীবিভাজন করবার আগে প্রতিবন্ধকতাটিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক

মানসিক জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তির অপরিহার্য স্বভাবগুলি কতটা বিদ্যমান তা অবশ্যই সংজ্ঞায় বর্ণিত হবে। তৃতীয় শুধু একটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে মানসিক জড়তার শ্রেণীবিভাজন করা যাবে না।

অনেক বছর ধরে মানসিক জড়তার বহু সংজ্ঞা আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে দুটি সংজ্ঞা প্রায়ই বর্ণিত হয়। এগুলি হল আচরণমূলক সংজ্ঞা (behavioural definition) এবং এই সংজ্ঞা American Association on Mental Retardation (AAMR) দিয়েছে।

Bijou (1966) who proposed that a retarded individual is one who has a limited repertory of behaviour shaped by events that constitute his history.

মানসিক জড়তার দিয়ে behavioural সংজ্ঞা প্রদান করা বিশেষ শিক্ষকগণের (Special educators) বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। এর প্রধান কারণ এদের ব্যবহারিক জ্ঞান ভান্ডার খুব সীমিত। অন্যদিকে এই সংজ্ঞায় কোন ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করে না, তাদের ব্যবহারিক দক্ষতার ভিত্তিতে নির্দেশিত হয় যে সে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী।

AAMR মানসিক জড়তার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে ; এমনকি পূর্বের অনেক সংজ্ঞা এর থেকে পুণর্লিখিত হয়েছে। সবচেয়ে আগে হার্বার (Herber) ১৯৬১ সালে একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারপর থেকে সেটি গ্রস্ম্যান (Grossman) ১৯৭৩, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৩ পূর্ণমুদ্রণ করেছেন। ১৯৯২ সালে যে মুদ্রণ হয় সেটি বর্তমানে সর্বাধুনিক। এটি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

Mental retardation refers to substantial limitations in present functioning. It is characterised by significantly subaverage general intellectual functioning, existing concurrently with related. limitations in two or more of the following applicable adaptive skill areas : communication, self care, home living, social skills, community use, self-direction, health and safety, functional academics, leisure and work mental retardation manifest before age 18.

এই সংজ্ঞায় যে সব গুরুত্বপূর্ণ মূল পদগুলি (term) ব্যবহার করা হয়েছে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হল—

Individually administered intelligence test এক বা একাধিক বিষয়ে মূল্যায়ন করিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফলে উপনীত হওয়া। (Intellectual functioning means the result obtained by assessment with one or more of the individually administred standardised intelligence test developed for that purpose)

Significantly sub-average মানে বুদ্ধ্যাঙ্ক ৭০ অথবা তার নীচে Standardised intelligence test অনুযায়ী। (Significantly sub-average is defined as an intelligence quotient (IQ) of 70 or below on standardised test of intelligence. Limitations in adaptive skills মানে শিশুর অক্ষমতার জন্য তার বয়স অনুপাতে এবং যে সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে শিশুটি রয়েছে, চাহিদা অনুযায়ী ভূমিকা সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। Limitation in adaptive skills are defined as impairments in individual's effectiveness in fulfilling his/her expected role in the areas mentioned according to age level and the norms of socio cultural group to which the individual belongs).

According to the PWD Act (1996) mental retardation means a condition of arrested means, a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterised by sub-normality of intelligence.

মানসিক জড়তার শ্রেণীবিভাজন (Classification of Mental Retardation)

যেসব শিশুদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের সমস্যার পরিমাপের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। দুটি সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে একটি AAMR অপরটি বিশেষ শিক্ষকরা ব্যবহার করে থাকে। AAMR যে শ্রেণী বিভাজন করেছে তা ২.১ নং ছকে (টেবিল ২.১) উপস্থাপন করা হল। এই গ্রহণ যোগ্যতার মূলে তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত মানসিক জড়তার শ্রেণীবিভাজনে অল্পমাত্রায়, মাঝারি মাত্রায়, বেশীমাত্রায় এবং খুব বেশী মাত্রায় শব্দগুলি নেতিবাচক অর্থ বহন করে না। পূর্বে মানসিক জড়তার যে শ্রেণীবিভাজন হয়েছিল তাও মানসিক জড়তার মাত্রার ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং যেসব (term) ব্যবহার করা হত যথা— বোকা অপরিণত এবং ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নেতিবাচক অর্থ বহন করত। এখন হানিকর শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয়ত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, IQ এর ব্যবহার যেমন ৫০ থেকে ৫৫ অল্পমাত্রায় এবং মাঝারিমাত্রায় মানসিক জড়তার মধ্যে পড়বে এইরূপে বোঝানোর জন্য চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মানসিক জড়তার স্তর নিম্নরূপ করা হয়ে থাকে। কারণ IQ এর ভিত্তিতে মানসিক জড়তার স্তর বিভাজন সঠিক হয় না। AAMR -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে শিশু বা ব্যক্তির IQ ৫৩ সে অল্পমাত্রায় বা মাঝারিমাত্রার মানসিক জড়তাসম্পন্ন হতে পারে। আর এটা স্থির হবে—ঐ শিশুর বা ব্যক্তির অন্যান্য উপাদানের উপর যেমন তার সামর্থ্যের আপেক্ষিক পার্থক্য এবং verbal IQবা অন্যান্য অভীক্ষা (Test) প্রয়োগ করে পাওয়া ফলাফলের উপর।

টেবিল—২.১

পদ / Term	**I.Q.-এর মাত্রা (I.Q. Range for level)**
অল্পমাত্রায় মানসিক জড়তা (Mild mental Retatardation)	৫০-৫৫ থেকে ৭০
মাঝারি মানসিক জড়তা (Moderate Mental Retardation)	৩৫-৪০ থেকে ৫০-৫৫
বেশীমাত্রায় মানসিক জড়তা (Severe Mental Retardation)	২০-২৫ থেকে ৩৫-৪০
খুব বেশীমাত্রায় মানসিক জড়তা (Profound Menal Retardation)	২০ নীচে অথবা ২৫

মানসিক জড়তার শিক্ষাগত শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী—যাদের IQ ৭০ থেকে ৫০-এর মধ্যে তাদের শিক্ষাদানযোগ্য (Educable Mentally Retarted) বলা হয় এবং যাদের IQ ৫০ থেকে ২৫-এর মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণযোগ্য (Trainable Mentaly Retarded বলা হয় এবং যাদের IQ ২৫-এর নীচে তাদের বেশী মাত্রায় (Severe) এবং খুববেশী মাত্রায় (Profound) মানসিক অক্ষম বলে। এই ধরনের term গুলো ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ (Educable এবং Trainable) শিক্ষকরা যাতে সহজেই বর্ণনা করতে পারে এইসব শিশুদের কার কতখানি শিক্ষা (Eduation) প্রয়োজন। সাধারণত Educable মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকা ব্যক্তিরা কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। অপরদিকে প্রশিক্ষণযোগ্য দল এর অন্তর্ভুক্ত শিশু বা ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে জোড় দিতে হবে Self care skills এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতার উপর।

টেবিল ২.২

মানসিক জড়তার শ্রেণীবিভাগ

Term	বুদ্ধ্যাঙ্ক বা আই. কিউ-এর মাত্রা
শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক জড়তাসম্পন্ন (Educable mentally retarded)	৭০-৫০
প্রশিক্ষণযোগ্য মানসিক জড়তা সম্পন্ন (Trainable mentally retarded)	৫০-২৫
বেশী এবং খুব বেশী মানসিক জড়তা সম্পন্ন (Severely and profoundly mentally retarded)	২৫-এর কম

২.৬.৪ অস্থিজনিত অক্ষমতা (Orthopeadic disabilities)

অস্থিজনিত অক্ষমতার সংজ্ঞা

অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমতা হল চলন বা গমন অক্ষমতা অথবা শারীরিক অক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যগত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থার হিসাবে গণ্য হয় (health impairment)। অস্থি (Orthopeadic) শব্দটি শরীরের কঙ্কাল অন্ত (skeletal) এবং মোটর (motor) পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (Deutsch Smith & Luckarron 1992)

একটি শিশু যার শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে তার শারীরিক গঠনতন্ত্রে বৈকল্য লক্ষ্য করা যায়। একটি শিশুর স্বাস্থ্যের ত্রুটি তার দেহের কক্ষ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা করে থাকে, ফলে তাকে চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যেতে হয়।

Berdine এবং Black hurst ১৯৮৫ সালে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল একজন অক্ষম শিশু যার শরীর অথবা স্বাস্থ্যের অসুবিধা থাকার জন্য সাধারণভাবে সমাজের সঙ্গে যথাযথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction) করতে পারেন, তাই তাদের জন্য বিশেষ পরিষেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। Berdine & Black hurst (1985) define an orthopeadically disabled child as one whose physical or health problem result in a impairment of normal interaction with society to the extent that specialized service and programmes are required.

The Individuals with Disabilities Act (IDEA-1977) USA, provides a definition of orthopeadic disabilities as an impartment which adversely affects a child's educational performance. The term includes impairments caused by congenital anomaly (e.g. club foot), absence of a limb etc. other causes (e.g. cerebral palsy, amutation, and fracture or burns which cause contracture).

The PWD Act ১৯৯৫-এ বলা হয়েছে যে অস্থিজনিত অক্ষমতা হল চলন বা গমন সংক্রান্ত অক্ষমতা এবং এটি হাড়, অস্থি সন্ধি অথবা পেশিতে হয় ফলে হাত ও পায়ের সঠিক চালনা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অথবা যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত থেকে হতে পারে। The PWD Act 1996 refers to orthopeadic disability as locomotor disability and defines it as disability of the bones, joins or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.

অস্থিজনিত অক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন ঃ

অস্থিজনিত অক্ষমতাকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগে আছে বিভিন্ন রকমের ত্রুটি বা বাধ্যগ্রস্ত অবস্থা। ফিগার ২.১ ছকের সাহায্যে দেখান হল।

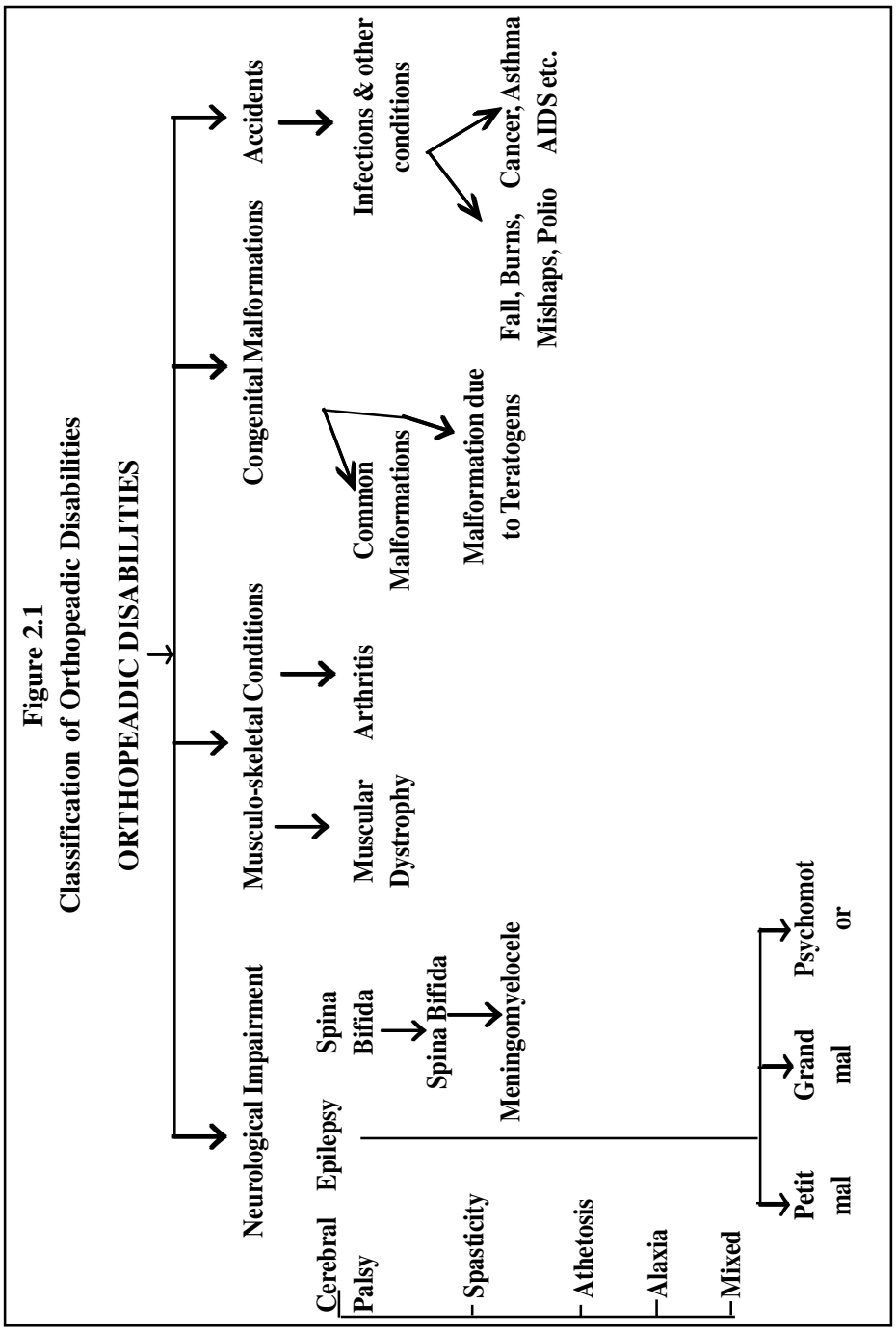

এখন আমরা প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে উল্লেখিত কতগুলি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। যেমন—

(ক) নিউরোলজিক্যাল ইম্‌পেয়রমেন্ট (Neurological Impairment)

(খ) মাস্কুলোস্কেলিটাল কনডিশন (Musculo-skeletal Conditions)

(গ) জন্ম থেকে শরীরের গঠনগত ত্রুটি বা কনজেনিট্যাল ম্যালফরমেশন (Congenital Malformation) এবং

(ঘ) দুর্ঘটনা অ্যাক্‌সিডেন্ট (Accidents / Trauma) এবং অন্যান্য অবস্থা।

(ক) নিউরোলজিক্যল ইম্‌পেয়্যারমেন্ট-এটি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের (Central Nervous System) গঠনগত কার্যগত অসুবিধা থেকে হয় যার মধ্যে থাকে মস্কিষ্ক (brain) শিরদাঁড়া (Spinal Cord) নিউরোলজিক্যল বাধাগ্রস্ত শিশুর সমস্যা নানাভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার মধ্যে আছে মানসিক জড়তা শিখন সমস্যা প্রত্যক্ষণের অসুবিধা (Perceptual problem) শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগের অভাব, ধ্বংসাত্মক মনোভাব আবেগ সংক্রান্ত সমস্যার এবং কথা বলা ভাষাগত সমস্যা। (Speech & language disorders)।

সেরিব্রাল পলসি (Cerebral Palsy)

অপরিণত মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে সেরিব্রাল পল্‌সি হয়। এটি সারে না এবং এর প্রভাবে গ্রস্‌ (gross motor) ও ফাইন (fine motor) মোটরে ব্যাঘাত ঘটে। এর সঙ্গে প্রায় খিঁচুনী (fits orseizurs), কথা বলার অসুবিধা (Speech problem) শোনার অসুবিধা, দেখার অসুবিধা, বুদ্ধিগত কাজে অসুবিধা অথবা এইগুলি মিলিত সব অসুবিধা থাকে C.P. হল এমন একটি অবস্থা যার ফলে শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ নড়াচড়া করার সমস্যা সংযোগস্থাপন এবং অন্যান্য মোটর দুর্বলতা হয়ে থাকে। কারণ এটি শিশুর মস্তিষ্কের পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। (C.P. has been defined as a condition characterized by paralysis, weakness, in co-ordination, and/or other motor dysfunction because of damage to the child's brain before it has matured (Batshaw & Parret, 1986).

Physiological পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির C.P. শ্রেণীকরণ করা হয় যা ব্যক্তির শরীরের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে করা হয়।

স্প্যাস্টিসিটি (Spasticity) হল ঐচ্ছিক মোটর নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ক্ষমতা হারানো (Loss of voluntary motor control)। এই নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে এক্সটেনশর পেশী (extensor muscles) যা বাহুকে প্রসারিত করতে, যা বাহুকে শরীরের দিকে টেনে আনতে সাহায্য করে এবং ফ্লেকসর পেশীগুলি (flexor muscles) সঙ্কুচিত করে। এর ফলে নড়াচড়া ও অঙ্গপ্রতঙ্গের সঞ্চালনে টান পড়ে, জার্কি (Jarkey), দুর্বল সামঞ্জস্যহীন মুভমেন্ট হয়। সেরিব্রাল পলসিগ্রস্থ শিশু বা ব্যক্তিদের প্রায় চল্লিশ শতাংশের মধ্যে স্প্যাসটিক্‌ এর লক্ষণ আছে দেখা যায়। (Berdinc & Black hurst 1985)

অ্যাথেটোসিস (Athetosis) : লক্ষণ হল অনৈচ্ছিক উদ্দেশ্যহীনভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ করে হাত ও পায়ের নড়াচড়া। পেশির তরঙ্গায়িত হওয়ার জন্য পেশি বিক্ষিপ্ত হয় ফলস্বরূপ লেখা এবং অঙ্গ চালনে অসুবিধা দেখা যায়। গলা এবং diaphragm muscles ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কথা বলা কষ্টকর হয় এবং

লালা পরে। হাত সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার পর ঠোঁট এবং জিহ্বা এবং সবশেষে পা কখনো কোন কারণে আনন্দিত বা উত্তেজিত হলে এবং মনোযোগ সহকারে কোন কিছু করতে গেলে মাংশ পেশীর tension বেড়ে যায় ফলে Spasticityও বেড়ে যায়। Mixed C.P. ক্ষেত্রে স্প্যাস্টিসিটি ও অ্যাথোটোসিসের সমন্বয় ঘটে।

অ্যাটাক্সিয়া (Ataxia) : এর কারণ মস্তিষ্কের সেরিব্রাম (cerebellam) অংশে পক্ষাঘাত এর ফলে ভারসাম্য রক্ষায় অসুবিধা ঘটে। অ্যাট্যাক্সিয়া থেকে হয় ফাইন এবং গ্রস মোটরের নড়াচড়ার অসুবিধা। প্রত্যক্ষণের অসুবিধা, কথোপকথনের অসুবিধা এবং কষ্টযুক্ত চলনভঙ্গি পা দুটি ছড়িয়ে চলে হাঁটার সময় প্রায়ই পড়ে যাওয়া। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার অসুবিধার।

যে অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার উপর নির্ভর করে C.P. কে শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে C.P. কে হেমিপ্লেজিয়া (Hemiplegia) শরীরের অর্ধেক অংশ (বাঁ দিক / ডান দিক), ডাই-প্লেজিয়া (Diplegia) হাতের তুলনায় পা বেশ পরিমাণে আক্রান্ত হয়, কোয়াড্রিপ্লেজিয়া (Quadriplegia) : দুটি হাত এবং দুটি পা আক্রান্ত হয় এবং প্যারাপ্লেজিয়া (Paraplegia) কেবলমাত্র পা আক্রান্ত হয়। ২.২ চিত্র দেওয়া আছে।

সেরিব্রাল পলসি তে আক্রান্ত শরীর ঃ (Areas of Bady affected by Cerebral Palsy)

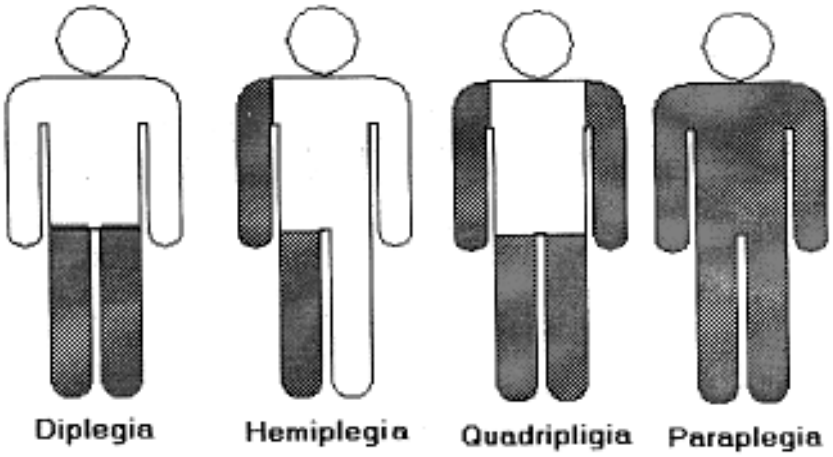

মৃগী (Epilepsy)

মৃগী (Epilepsy) একটি প্রবল আক্ষেপ পীড়িত (Convulsive) অস্বাভাবিকতা। কোন ব্যক্তির খিঁচুনী হলে মস্তিষ্কের কোষ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির মুক্তি ঘটে। এই মুক্তি পাশাপাশি কোষ সমূহে ছড়িয়ে পরে এর ফলে অসাড়তা বা অনুভূতি শূন্যতা, মাংসপেশী অনিয়ন্ত্রিত সঞ্চালন হয় এর ফলে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায়।

পেটিট্ম্যাল (Patitmal) : এই ধরনের খিঁচুনী সাধারণত সহজে বোঝা যায় না, ধরা পড়ে না। এটি কেবলমাত্র ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এর ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কোন কাজ থেমে যায় এবং চোখের মনি স্থির হয়ে যায়। শিশুটিকে দেখে মনে হয় সে দিবাস্বপ্ন দেখছে অথবা ঘুমাচ্ছে। এই ধরনের খিঁচুনী দিনে ১০ থেকে ১৫ বার হতে পারে অথবা অনেকদিন পর পর হতে পারে।

গ্র্যান্ডম্যাল (Grandmal) : এই ধরনের খিঁচুনীর ফলে শিশু বা ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায়, শরীর শক্ত হয়ে যায় শরীরে ঝাঁকুনি শুরু হয় এবং কান্নার মত এক প্রকার শব্দ বের হয়। আন্ত্রিকনালী ও পেশীতে সংকোচনের ফলে শিশুটি অনৈচ্ছিকভাবে মলমূত্র এই সময়ে ত্যাগ করে।

সাইকোমোটর (Psychomotor) এই ধরনের খিঁচুনীর বৈশিষ্ট্য হল, এর ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্দেশ্যহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং Stereotyped movement হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি সিজার কালে সামঞ্জস্যহীন আচরণ দিয়ে শুরু করে পরে বার বার একই কার্য করতে থাকে যা উদ্দেশ্যহীন এবং যথাযথ নয়। অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং কোন কোন সময় রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যখন সিজার বন্ধ হয়ে যায় তখন তার কি হয়েছিল তা বুঝতে পারে না। স্পাইনা বিফিডা (Spina Bifida) : মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় দুই স্তরে embryo একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। যখন কাছের এমব্রোটি অসম্পূর্ণ হয় তখন জন্মগত 'midline defect' সৃষ্টি হয়। স্পাইনাবিপিডা একটি জন্মগত midline ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। Spiral column-এর এই ব্যাঘাত ভ্রূণের সম্পূর্ণ বৃদ্ধিকালের মধ্যে ঘটে। Spine-এর যে কোনো জায়গায় ত্রুটি ঘটতে পারে। যেহেতু Spiral column টি বদ্ধ নয় তাই Spiral Cord সামনে প্রসারিত হয়ে নার্ভের ক্ষতি করে এবং প্যারালিসিস অথবা শরীরের নিম্নাংশে অসারতা সৃষ্টি করে। একে বলে ম্যানিংগো মাইলোসেলি (meningomyclocele)-এর ফলে পায়ে প্যারালিসিস এবং অনিচ্ছাকৃত মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করার অসুবিধা হতে পারে। কারণ স্নায়ুর উদ্দীপক স্থানান্তরে পৌঁছানোর সমস্যা হতে পারে।

(খ) মাসকুলোস্কেলেটাল কনডিশন (Musculoskeletal Condition)

অনেক শিশু পেশী অথবা হাড়ে ত্রুটির ও রোগের জন্য শারীরিকভাবে অক্ষমতা হতে পারে। পেশি অথবা হাড়ের ত্রুটির জন্য পা হাত, সন্ধিস্থল অথবা spine-এ অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেটি থেকে হাঁটা, দাঁড়ান, বসা এবং হাতের ব্যবহারে ত্রুটি ঘটে।

মাসকুলার ডিসট্রফি (Muscular Dystrophy) : এটি একধরনের রোগ এই রোগের ফলে ঐচ্ছিক পেশি (voluntary muscles) ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এবং যতক্ষণ না এটির কার্যক্ষমতা লুপ্ত হয় ততক্ষণ তা চলতে থাকে। এটি একটি জন্মগত এবং বংশগত রোগ এবং এটি কখনো সারে না।

প্রধানত দুই প্রকার মাসকুলার ডিস্ট্রফি থাকে।

The Ducheme musculur dystrophy

এটি কেবলমাত্র ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় যখন শিশু হাঁটতে শেখে। বয়ঃসন্ধি কালে শিশু হুইল চেয়ারে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়।

The Landouzy-Dejezine muscular dystrophy

এটি শিশুর শ্রোণী বেষ্টনী (Pelvicgirde) কাঁধ, পা এবং হাতে সংক্রমিত হয়। শিশুকে দেখে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হয় কিন্তু আসলে তার শরীরের পেশী কোষগুলি ধীরে ধীরে শক্ত হতে থাকে। এই ধরনের Muscular disrtorphy ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই হতে পারে।

অ্যার্থারইটিস (Arthritis) : শরীরের বিভিন্ন সন্ধিস্থলের ভিতর ও বাইরে ব্যাথা অনুভূত হয়। এর বিভিন্ন

কারণ আছে যার মধ্যে বিভিন্ন রোগ যেগুলি শরীর দুর্বল করে এছাড়া অন্যান্য অনেক কারণে, অ্যার্থারাইটিস্ হতে পারে। বেশির ভাগ একটু বেশী ক্ষেত্রে বয়স্কদের মধ্যে অ্যার্থারাইটিস্ দেখা যায়।

রিউমেটিওড অ্যার্থরাইটিস (Rheumatiod Arthritis) : এই অ্যার্থারাইটিস্ অল্প বয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়। ছেলেদের থেকে মেয়েদের আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি। এর লক্ষণ হল শরীরের সন্ধিস্থল (Joints) শক্ত হয়ে যাওয়া এবং বিষয়গুলির দৃঢ়তা ফলে শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ অত্যাধিক দুর্বল তার সঙ্গে সন্ধিস্থলে বিচ্যুতি।

ওসটিও অ্যার্থারাইটিস্ (Osteo arthritis) : এটি সাধারণত প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অস্থির সন্ধিস্থলে মার্টিলেজ আক্রান্ত হয়। এর ফলে হাড়ের মধ্যস্থলে জায়গা ছোট হয়ে আসে, ফলে নড়াচড়া বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয় নাড়াচাড়া করতে পারে না।

(গ) **কনজেনিটল ম্যালফর্মেশন** (Congenital Malformation)

কন্‌জেনিটাল ম্যালফরমেশন (Congenital Malformation) : শিশু শরীরের যে কোন অংশে অথবা অর্গ্যানে ত্রুটি অথবা ম্যালফরমেশন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে। আমরা এখানে কিছু সাারণ ম্যালফরমেশন নিয়ে আলোচনা করব।

Common Malformation

কনজেনিটাল ম্যালফরমেশনের ফলে হার্টের অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়। অনেক শিশুর কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট হয়।

বর্তমানে এর চিকিৎসা পদ্ধতি বের হয়েছে। জন্ম থেকেই অনেক শিশুর নিতম্বের বিচ্যুতি এটি জন্মগত সমস্যা যা পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের অধিক দেখা যায়। কোন কোমর বন্ধনী (Braces) তযদিন না hipsoket যথাযথভাবে বৃদ্ধি পায় ততদিন, বেঁধে রেখে সঠিক করা হয়।

অন্যান্য ম্যালফরমেশনগুলির মধ্যে আছে হাত বা পা (জোড়া আঙুল অথবা পায়ে অধিক আঙ্গুল (webbing of fingure or extra toe) এবং মাথা এবং মণ্ডলের বাহ্যিক আকৃতির বিকৃতি। (Cranio facial abnormalities)

Malformation due to Teratogens

কিছু শিশু আছে যারা বংশগত ভাবে ম্যালফরমেশন ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আবার বেশ কিছু শিশুর ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় ত্রুটি ঘটে থাকে। টেরাটোজেনস্ (Teratogerns) হল ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, তেজস্ক্রিয়তা অথবা কেমিক্যাল, এর প্রভাবে পিতামাতার ক্রোমোজোমে ক্ষতি হয়ে থাকে ফলে সাধারণভাবে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাসে গর্ভবতী মা রুবেলা (rubella) বা জার্মান মিজেলস দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশু শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে। থাইলিডোমাইড (Thalidomide) হল একটি সকলের জানা ট্যারাটোজেনিক ড্রাগ, ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের এর প্রথমদিকে এই ড্রাগ গর্ভবতী মহিলাদের বমি বমি ভাব অথবা বমি হওয়া বন্ধ করতে দেওয়া হত, এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করত, যাদের বেশিরভাগের হাত বা পা থাকত না।

(ঘ) দুর্ঘটনা সংক্রমণ এবং অন্যান্য অবস্থা (Accidents Infections & Other Conditions) : পড়ে যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং মোটরবাইক বা অন্যান্য যানবাহন থেকে দুর্ঘটনা, নিউরোলজিক্যাল অবক্ষয় অথবা বিকলাঙ্গতা ঘটতে পারে। পোলিওমাইলেটিস (Poliomyelities) বা পোলিও একটি ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ যাহা শিশুদের সুষুম্নাকান্ডের (Spinal cord) horncell ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই রোগে সাধারণতঃ শিশুদের নিম্নাঙ্গে অথবা ঊর্ধ্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হতে পারে। বিভিন্ন রোগ যেমন এ্যাজমা (Asthma) সবসময় শ্বাসকষ্ট হয় বা হাঁপানি, ক্যানসার (Cancer) এবং স্বাস্থ্যের বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Impairments) হতে পারে। এবং AIDS ভাইরাস যা নানা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে জটিল শারীরিক অক্ষমতা বা স্বাস্থ্যের ত্রুটি থাকতে পারে।

২.৬.৫ শিখন অক্ষমতা (Learning Disabilities)

যখন কোন শিশুর শিক্ষাগত কোন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অন্য সমবয়সী ছেলে মেয়ের তুলনায় পিছিয়ে থাকে যা তার বয়স, বুদ্ধির স্তর, এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সামর্থ্যের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—যা তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বা শরীরের কোন সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও থেকে থাকে তখন শিখনের বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে শিখন অক্ষমতা বলা হয়। ১৯৬০ সালে এই শিখন অক্ষমতা সম্পর্কে অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সেইসময় ড. স্যামুয়েল কর্ক প্রথম এই শিখন অক্ষমতা কথা ব্যবহার করেন, সেই সমস্ত শিশুদের যাদের সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিদৃপ্তি থাকা সত্ত্বেও শিখনে অসুবিধা থাকে। যদিও শিখন সমস্যা সম্পর্কে দুটি সংজ্ঞা অধিক ব্যবহৃত হয়। (1960 when Dr. Samuel Kerk first coined this term to describe children who experienced learning problems inspite of having normal or abnormal intelligence) প্রথম সংজ্ঞা দিয়েছে IDEA (1977) USA, Specific learning disability''_means a disorder in one or more of the psychological manifest itself in an imperfect ability to listen, think, read or write or do mathematical calculations. The term includes such conditions as perceptual handicaps, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental aphasia. The term does not include children who have learning problems, which are primarily the result of visual, hearing or motor handicaps, of mental retardation or emotional disturbance, or of environmental, cultural or economic disadvantage.

The second definition provided by the National Joint Committee on Learning Disabilities (1988). USA is as follows. Learning disabilities is a general term that refers to a heterogeneous group of disorders manifested by significant difficulties in the acquirition and use of listening, speking, reading, writing, reasoning or mathematical abiities.

These disorders are instrinric to the individual, presumed to be due to central nervous system dysfunction and may occur across the life span. Problems in self regulatory behaviour social perception and social interaction may exist with learning disabilities may occur concomitantly with other handicapping conditions (for example, sensory impairment, mental retardation serious emotional disturbance) or with extrinsic influence (such as cultural difference or insufficient or inappropriate instruction), they are not the result of those conditon or influences.

সাধারণত দুটি সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। IDEA-এর সংজ্ঞায় বলেছে চিকিৎসাগত কার্যপদ্ধতির কথা। সেখানে যে সমস্ত ডাক্তার ব্রেন ইনজুরি নিয়ে কাজ করছেন তাদের দ্বারা চিকিৎসা করাতে বলা হয়েছে। দি জয়েন্ট কমিটির সংজ্ঞায় বলেছেন এক ব্যক্তির শিখন অক্ষমতা হয় ব্যক্তির সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিস্ ফ্যাংশানের জন্য কিন্তু অনেক সময় যাদের এই অসুবিধা থাকে না তাদের মধ্যেও শিখন অক্ষমতা দেখা যায়।

কোন শিশুকে শিখন অক্ষম হিসাবে গণ্য করতে হলে অবশ্যই তার I.Q.-এর মাত্রা সাধারণ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। তবে তাদের শিক্ষামূলক সমস্যাবলী প্রকাশ পায়। কোন স্তরে নির্দিষ্ট শিশুর যে শিখন দক্ষতা থাকার কথা বা তার কাছ থেকে যে শিখন দক্ষতা আশা করা যায় তার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট শিশুর বয়স এবং শিক্ষাস্তর অনুযায়ী তার বিভিন্ন সামর্থ্যের (Performance) ঘাটতি থাকলে তার ভিত্তিতে তার শিখন অক্ষমতা রয়েছে বলা যায়। শিখন অক্ষমতার মূল কারণ হিসাবে থাকবে শিখন এবং বিদ্যালয় সম্পর্কিত অসুবিধা।

একটি শিশু যে চিহ্নিত হয় শিখন অক্ষম হিসাবে তার পঠন অক্ষমতা বা ডিস্লেক্সিয়া (dyslexia) থাকতে পারে, যাতে সে গুরুতর মাত্রায় পড়াশুনায় অক্ষম হয়ে যায় dysgraphia—এদের লেখার অক্ষমতা থাকে। ডিসক্যালকুলিয়া (dyscalculia) যাদের হিসাব করার অধিক অক্ষমতা থাকে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কাজ অধিক অসংগঠিত হলে এই ডিস্লেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়া ও ডিসক্যালকুলিয়া দেখা যায়।

২.৬.৬ মনোযোগের ঘাটতিগত বিশৃঙ্খলতা (Attention Deficit Disorder)

সেন্ট্রাল নার্ভস সিস্টেমের ত্রুটির জন্য কোন বিষয়ে যথাযথ মনোযোগের অসুবিধা হতে পারে। যে শিশু নিজের শিখন কাজে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারে না বা অপ্রয়োজনীয় কাজে মনযোগ দেয় তাকে বলা হয় মনোযোগের অভাব বা অ-মনোযোগী শিশু।

সংজ্ঞা ঃ যেসব শিশুর মনোযোগের ঘাটতিগত অসুবিধা থাকে তাদেরকে অতি সক্রিয়, সঞ্চল, আবেগ প্রবণ, মনোযোগের অভাবগ্রস্ত ধ্বংসাত্মক, সহজেই হতাশাগ্রস্ত, ক্রোধপূর্ণ এবং অ-অনুমান সাপেক্ষ হিসাবে গণ্য করা হয় [বারডাইন এবং ব্ল্যাকহার্স্ট সংজ্ঞা ১৯৮৫] Children with attention deficit disorder are described as overactive, restless, impurtive, inattentive, distractable, easily furstrated aggressive and unpredictable (Berdine and Black hurst, 1985) মনোযোগের ঘাটতিগত অসুবিধা যুক্ত শিশু তার শিখন কাজে মনোযোগ দিতে পারে না অথবা কিভাবে শিখন কাজ ভাল করে সম্পন্ন করে যায় সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ঘাটতি থাকে। (Deutsch Smith & Luckasson 1992), (Children with atention deficit disorder do not pay attention to the task or the correct features of the task to learn how to perform it well (Deutsch Smith & Luckasson 1992).

এ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার এর সঙ্গে শিখন অক্ষমতা (Learning disability) গভীরভাবে সংযুক্ত থাকে তাই অনেক Professional এটিকে শিখন অক্ষমতারই একটি বিভাজন বা রূপ বলে মনে করেন।

২.৬.৭ মনোযোগের ঘাটতি অতিসক্রিয়তা মূলক অসুবিধা (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

হাইপার অ্যাকটিভ এক ধরনের (impaired ability) যা অনেকদিন লক্ষ্য রাখার ফলে ধরা পরে।

Central Nervous System-এর গোলযোগের জন্য কোন কোন শিশুর ব্যবহারিক সমস্যা (behaviour problem) ফলে তার পড়াশুনার অসুবিধা দেখা দিতে পারে, শিক্ষাগত সামর্থ্যের ঘাটতি হতে পারে। তারা অতিসক্রিয় (Hyperactive) অথবা আবেগ প্রবণ (নিজের ব্যবহার সংযত রাখতে পারে না) এবং অত্যধিক চঞ্চল হয়। এই অবস্থাটিকে বলা হয় Attention Deficit/Hyperactive Disorder, According to American Psychiatric Association (1987, children, with Attention Deficit /Hyperactive Disorder have attentional problems and hyperactivity and impulsivity.)

American Pshychiatric Association (1987) অনুযায়ী যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের ADHD থাকে তাদের কোন বিষয়ে যথাযথ মনোযোগের সমস্যা, অতিসক্রিয়তা এবং হঠাৎ করে কিছু সমস্যামূলক আচরণের প্রকাশ ঘটে (Impulsivity)। তাছাড়া American Psychiatric Association ADHD যুক্ত ছেলে মেয়েদের ১৪ ধরনের বিশেষ আচরণের তালিকা তৈরী করেছে। যেগুলি এই ধরনের অসুবিধার লক্ষণ। কোন শিশুর এই ধরনের অসুবিধা নির্ণয় করার উপায় হিসাবে বা সূত্র হিসাবে মনোযোগের ঘাটতি, চঞ্চলতা, এবং হঠাৎ করে কিছু সমস্যাসমূলক আচরণের প্রকাশ (impulsivity) রয়েছে কিনা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। যদি কোন শিশুর মধ্যে ১৪টি সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য করা যায় ৭ বছর বয়সের মধ্যে যা তার প্রকৃত বয়স (C.A) এবং মানসিক বয়স (MA) সংস্কৃতিও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়, তবেই বলা যাবে তার ADHD রয়েছে।

২.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

শ্রেণীবিভাজন বলতে এমন একটি সংগঠিত পদ্ধতি বোঝায় যা কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে এবং সুসংহত রূপে ক্রমবিন্যাস করতে প্রয়োজন হয়।

চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি হল কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দেশিত করে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি কোন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের disability র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য, শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য নানা প্রয়োজন যথা গবেষণার জন্য, জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য, প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানুষের মনোভাগের উন্নতি ঘটানোর জন্য এবং যথোপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং থেরাফীর ব্যবস্থা করার জন্য শ্রেণীবিভাজন অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া শ্রেণীবিভাজন (chassification) এবং তক্‌মা (Labelling) এর negetive দিক রয়েছে—কারণ এর দ্বারা যাদের disability রয়েছে তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়, একই ধরনের শ্রেণীর মধ্যে কোন একজনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়, এদের প্রতি অযথার্থ (Inappropriate) আচরণ এবং কালিমা'র (Stigma) প্রকাশ ঘটে। সর্বোপরি যাদের disability রয়েছে তাদের সম্পর্কে ভূল ধারণা বা আংশিক সত্য ধারণা (Half truth) এবং বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণার (assumptions) প্রকাশ ঘটে, ফলে কোন শিশু বা ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য স্থায়ীভাবে অক্ষম হিসাবে ভাবা হয়।

যাইহোক, শ্রেণীবিন্যাস একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। সেইসঙ্গে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও নানা ধরনের থাকতে পারে যেমন—দৃষ্টি ও শ্রবণজনিত, অস্থিজাত অক্ষমতা, বা পঙ্গুত্ব ইত্যাদি।

দৃষ্টিজনিত অক্ষমতাকে অন্ধত্ব বা ক্ষীণ দৃষ্টি বলা হয়। যখন কোন ব্যক্তি চোখে দেখতে পাননা, চশমা সহ চোখের দৃষ্টিশক্তি ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর বেশি হয় না, তাছাড়া দেখার ক্ষেত্র ২০ ডিগ্রি বা তার চেয়ে কম হয় কোন নির্দিষ্ট angle-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তখনই তাকে অন্ধ বলা হয়। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করানোর পর বা নির্দিষ্ট প্রতিসরাঙ্ক ঠিক করানোর (Standard refractive correction) পরও চোখের দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য ওই ব্যক্তিকে আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল হতে হবে এবং সর্বোপরি সংকল্প অনুযায়ী কাজটি করতে উন্নত ও দক্ষ চিকিৎসক ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হবে।

বধিরতা হলো শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রবণজনিত একটি সমস্যা যেটি খুব বেশি থেকে খুব কম মাত্রায় হতে পারে বধির ব্যক্তি বিশেষ শ্রবণযন্ত্র দিয়ে বা না ব্যবহার করেও বা audition দ্বারাও ভাষাগত তথ্যের পার্থক্য করতে পারে না। তবে কানে যারা একটু হলেও শুনতে পায়, তারা বিশেষ শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে ভাষাগত তথ্যের পার্থক্য করতে পারে।

মানসিক জড়তা হলো—এমন একটা অবস্থা যা শিশুর বিকাশকাল এর মধ্যে দেখা দেয়, এবং বুদ্ধি স্বাভাবিক এর তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম থাকে এর ফলে শিশু বা ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধির কাজ করার ক্ষমতার ঘাটতি থাকে তাছাড়া তার বয়স, লিঙ্গ সমাজ সংস্কৃতি এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানিয়ে চলার ক্ষমতার ঘাটতি থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে মানসিক জড়তার স্তরকে অল্প মাঝারি, বেশী এবং খুব বেশী—এই চারটি স্তরে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। শিক্ষামূলক দিক থেকে মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। শিক্ষাযোগ্য, তালিমযোগ্য এবং বেশি সমস্যাযুক্ত সারাজীবন অন্যের তত্ত্বাবধানে থাকা।

শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের সঙ্গে যথাযথভাবে মিশতে অসুবিধা হয় এবং এদের জন্য বিশেষ সহায়তা ও পরিচর্যার চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। এই ধরনের প্রতিবন্ধতা নানা কারণে হতে পারে। যেন—(ক) সেরিব্রাল পলসি (cerebral palsy) এপিলেপ্সি (epilepsy) স্পাইনা বাইফিডা (spina bifida) থেকে স্নায়ুবিক গোলযোগ দেখা দিলে (খ) আর্থারাইটিস এবং বংশগত ব্যধিজনিত কারণে পেশির দুর্বলতা ও শুকিয়ে যাওয়া (muscular dystrophy) থেকে পেশির সমস্যা তৈরি হলে, (গ) সাধারণ অঙ্গবিকৃতি সহ জন্মগত অঙ্গবিকৃতি এবং ভ্রূণাবস্থায় গঠনজনিত সমস্যার জন্য অঙ্গবিকৃতি এবং ভ্রূণের গঠনজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে অঙ্গবিকৃতি ঘটলে (ঘ) দুর্ঘটনা যেমন পড়ে যাওয়া, আগুনে পোড়া, ইত্যাদি থেকে রোগজীবাণুর সংক্রমণ হলে বা পোলিও, ক্যানসার, অ্যাজমা, AIDS ইত্যাদি রোগ থেকেও কোন শিশু বা ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে।

শিখন অক্ষমতার জন্য শিশুর বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় যতটা কৃতিত্ব দেখায় এবং যতটা দেখানো উচিত তার মধ্যে পার্থক্য থাকেই। এর কারণ সাধারণভাবে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রুটি রয়েছে শারীরিক সমস্যা রয়েছে—এই কারণগুলি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। শিখন অক্ষমতা

ডিসলেক্সিয়া (dysleasia—পঠনজনিত সমস্যা), ডিসগ্রাফিয়া (dysgraphia— লেখার সমস্যা) এবং ডিসক্যালকুলিয়া (dysculculia—হিসাব নিকাশ করার সমস্যা)—ইত্যাদি ধরনের হতে পারে।

যেসব শিশুদের ADHD রয়েছে তাদের অতি সক্রিয়, restless, impulsive, inattentive হতাশ, অতিশয় ক্রোধ এবং unpredictable হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

যেসব শিশুদের বা ব্যক্তিদের ADHD রয়েছে তাদের যথাযথ মনোযোগের সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এরা অতি চঞ্চল প্রকৃতির হয়, এবং এরা হঠাৎ করে সমস্যামূলক আচরণ করে থাকে।

২.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) —— সংগঠিত করে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দলভুক্ত করতে এবং ——— দেয় দলগুলির একটি নাম।

(২) অক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ করার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হল —— এবং ——।

(৩) শ্রেণীবিভাজনের দুটি সুবিধা হল ঃ

---

(৪) আংশিক দৃষ্টিমান ব্যক্তিকেও বলা হয় ——— ব্যক্তি।

(৫) ব্লাইন্ড শিশুদের লেখাপড়া করানো উচিত — এবং অন্য —— সাহায্যের মাধ্যমে।

(৬) আমরা শ্রবণ সক্ষমতা পরিমাপ করতে পারি —— দিয়ে।

(৭) শ্রবণ অক্ষম অবস্থা শ্রেণীবিভাগ করা হয় ——— এবং ———।

(৮) AAMR -এর মান ———।

(৯) শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী মানসিক জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্ক IQ হবে —— অথবা ———।

(১০) অস্থিগত অক্ষমতাকে PWD অ্যাক্টে বলা হয় ———।

(১১) সেরিব্রালপল্‌সি হল ———— অক্ষমতা।

(১২) শিখন অক্ষমতার কারণ হল ——— এর অভাব।

(১৩) ———, —— এবং ——— এই তিনটি হল শিখন অক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ।

(১৪) মনোযোগের ঘাটতিগত সমস্যার (ADD) দুটি বৈশিষ্ট্য হল ——এবং ——।

(১৫) ——, —— এবং ——— হল ADHA-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ।

(খ) নিচের বিষয়গুলি সঠিকভাবে মেলান (Match the following)

(ক) দৃষ্টিগত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা	(১) পেটিটমল (Petitmal)
(খ) শ্রবণগত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা	(২) লেখাপড়ার অসুবিধা
(গ) মানসিক জড়তা	(৩) থ্যালিডোমাইড
(ঘ) সেরিব্রাল পলসি	(৪) অন্তবর্তী কোষ (horn cells)-এ ক্ষতি
(ঙ) মৃগী	(৫) পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে চলার ক্ষমতা ঘাটতি (Deficits in adaptive (behaviour)
(চ) পলিওমাইলিটিস্	(৬) সমস্যা (Problem)
(ছ) টেরাটোজেম্	(৭) ভাষামূলক তথ্য সঠিকভাবে বোঝার অসুবিধা।
(জ) শিখন অক্ষমতা	(৮) স্প্যাসটিসিটি (Spasticity)

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) শ্রেণীবিভাজন, তক্মাকরণ

(২) Categorical, noncategorical

(৩) নীচের যে কোন দুটি বিভিন্ন ধরনের disability-এর নামকরণ এবং এদের মধ্যে পার্থক্যকরণে সাহায্য করে।

- গবেষণার কাজে লাগে
- সাপোর্টগ্রুপ তৈরী করার জন্য সাহায্য করে
- চিকিৎসা এবং থেরাফির উন্নতিতে সাহায্য করে

(৪) ক্ষীণ দৃষ্টিমান

(৫) ব্রেইল স্পর্শ / শ্রবণ

(৬) ডেসিবেল

(৭) বধিরতা, কানে কম শোনা

(৮) American Association on Mental Retardetion

(৯) বুদ্ধ্যাঙ্ক ৭০-এর চেয়ে কম

(১০) চলন বা গমনগত অক্ষতা

(১১) নন্ প্রগ্রেসিভ

(১২) কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র

(১৩) Dyslex, Dysgraphia and Dyscalculia

(১৪) নীচে উল্লেখিত যেকোন দু'টি

কর্ম চঞ্চলতা (over active)

Restless

Impulsivity

Aggressiveness

Unpredictablity

(১৫) Inattention, Hyperactivity, Impulssivity

A ..... VI E I

B ..... VII F IV

C ..... V W III

D ..... VIII H II

২.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

যেকোন এক ধরনের অক্ষমতা (disability) বাছাই করুন এবং এই ধরনের ৫টি ছেলে মেয়ে নিয়ে কাজ করুন (study) এবং যে সব বৈশিষ্ট্য পর্যবক্ষেণ করবেন সেগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করুন।

২.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

এই ইউনিটটি পাঠের পর প্রয়োজনমত ইচ্ছানুযায়ী আলোচনা বা বিশ্লেষণের সূত্রগুলি নিম্নে লিখে রাখুন।

_____

_____

_____

২.১০.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discnssion)

_____

_____

_____

_____

২.১০.২ বিশ্লেষণের সূত্র (Points for Clarification)

_____

_____

_____

_____

২.১১ উৎস (Reference)

1. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991) Education. Allyn & Bacon, Baston.

2. Ashman, A & Elkins, J. (Eds) (1994) Education of Educating Children with Special Needs, Preutic Hall, New York.

3. Hewelt, F. M. & Forners, S. R. (1974) Education of Exceptional Children, Allyn & Bacon, Boston.

4. Smith, D. D. & Luckasson, R. (1992) Introduction to Special Education, Teaching in an age of Challenge. Allyn & Bacon, Baston.

5. Berdine, W. H. & Blackherst, A. E. (1985).

An Introduction to Special Education

Little Brown & Company, Boston.

একক—৩ ❑ অক্ষমতার প্রকোপ (Prevalence of Disabilities)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্যসমূহ

৩.৩ অক্ষমতার প্রকোপের কারণ

৩.৪ অক্ষমতার প্রকোপ

৩.৪.১ দৃষ্টিগত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Visual-Impairment)

৩.৪.২ শ্রবণগত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment)

৩.৪.৩ মানসিক জড়তা (Mental Retardation)

৩.৪.৪ চলন বা গমন সংক্রান্ত অক্ষমতা (Locomotor Disability)

৩.৪.৫ শিখন অক্ষমতা, মনোযোগের ঘাটতিগত সমস্যা (Learnng Disability, Attention Deficit Disorders, Attention Deficit and Hyperactivity Disorders)

৩.৫ এককের সারাংশ

৩.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.৭ বাড়ীর কাজ

৩.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.৯ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

কোন একটি অবস্থার প্রকোপ অথবা অক্ষমতার প্রকোপ নির্ধারণ বা স্থির করা হয় মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যার দ্বারা।

এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন ধরনের অসুখ বা রোগের প্রকোপ, কারণ, বৈকল্যতা (defect), অক্ষমতা, (disability) এবং মৃত্যু ইত্যাদি ঘটার মূলে কি কি উপাদান বা কারণ বর্তমান তা জানা। মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যা একটি জনসংখ্যার মধ্যে অনেকগুলি ঘটনার একটি বর্ণনা অথবা তালিকা প্রস্তুত করে। আরো বলা যায়, এই তালিকাগুলি অন্য শ্রেণীর জনসংখ্যার সঙ্গে বয়সভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক এবং সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক সাদৃশ্য করে দেখা হয়।

একজন মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি প্রশ্নের মাধ্যমে কোন অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার উপর নির্ভর করেন। যদি কোন অবস্থাকে খুব খারাপভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তবে ঘটনাটি ঘটার কারণ অনুধাবন করা একটি মুশকিলের কাজ হবে।

একজন মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি একটি জনসংখ্যায় কোন অবস্থা ঘটার কারণ নির্ধারণের জন্য দুটি পদ্ধতির ব্যবহার করেন।

ঘটনা (Incidence) : কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন জনসংখ্যায় নতুন জনসংখ্যা কত তা বোঝানো হয়।

প্রকোপ (Prevalence) : Incidence refers to the numbar of new cases in population during a specified period of time কোন নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট জনসংখ্যা দলের মধ্যে মোট কতজন। (Prevealence refers to the total unmber of cases in a population group during a specified period of time. একটি দলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি জনসাধারণের দলের মোট cases কে বলা হয়ে থাকে। পোলিওমাইলিটিস এর একটি উদাহরণ থেকে ব্যাপারটি বুঝে নিতে পারি। সরকারী পোলিও টীকাকরণ (Pulse Polio) শুরু হয়েছে পোলিও দূরীকরণের জন্য, পোলিওর ইনসিডেন্ট রেট অনেক কমে যাবে কারণ অধিকাংশ ছোট (Infants) এবং বড় বাচ্চাদের (Young Children) anti-polio Vaceines দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত ভারতবর্ষে খুব অল্প সংখ্যক অথবা নতুন করে কোন পোলিও হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এর মানে নেই যে আমাদের মধ্যে আর পোলিও-এর কোন সম্ভাবনা নেই। শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা যারা ইতিমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদেও শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের গণনার মধ্যে ধরা হবে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট পাঠের পর আপনি নিম্নলিখিত সামর্থ্যগুলি অর্জন করবেন ঃ

ঘটনা বা ইনসিডেন্স (incidence) এবং প্রকোপ প্রিভ্যালেন্স (Prevalance) কথা দুটির সংজ্ঞা এবং এদের মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন অক্ষমতার (disabilities) প্রকোপ (Prevalence) এর মূলে প্রভাববিস্তারকারী কারণগুলির বর্ণনা করা যাবে।

জাতীয় ন্যাশনাল (National) এবং আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল (International) স্তরে বিভিন্ন অক্ষমতার (disabilities) প্রিভ্যালেন্স (Prevalance) বা প্রকোপ নির্ধারণ করা যাবে।

৩.৩ বিভিন্ন অক্ষমতার প্রকোপের কারণ (Factors Affecting Prevalence of Disabilities)

কোন নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন অক্ষমতার প্রকোপের (Prevalance of disability) কারণ এখন আমরা জানব এবং দেখবো কি ভাবে বিবিন্ন কারণে অক্ষমতা (disability) ঘটে।

১. বয়স (Age) : ব্যক্তির বয়সের উপর অক্ষমতার প্রকোপ (Prevalance rate of disability) নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মানসিক জড়তা এবং শিখন অক্ষমতা (Learning disabilities) প্রকোপ (Prevalance) দেখা যায় স্কুল জীবনে, বিশেষত বয়ঃসন্ধি কালে মানসিক জড়তা ও শিখন অক্ষমতা প্রকাশ

ঘটে (Learning disability) খুব ছোট বয়সে বুঝতে পারা যায় না। শিশুরা যখন তাদের স্কুলজীবনে বা বিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করে তখন তাদের শিক্ষাগত অসফলতা বা কোন বিশেষ বিষয়ে শিখন সমস্যা দেখা দেয়। পড়াশুনার দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায় মানসিক প্রতিবন্ধী ও শিখন অক্ষম লে চিহ্নিত হয়।

স্কুলে প্রবেশ করার আগে অল্পমাত্রায় মানসিক জড়তা ও শিখন অক্ষম শিশু তাদের সমবয়সীদের ন্যায় কাজ করে তখন তাদের বন্ধুরাও পরিবারের সদস্যরা কেউই সে রকম ভাবে নির্ধারণ করতে পারে না, কয়েকটি বিষয় বলা ছাড়া, যেমন অল্প ধীরে করা (Little Slow) অথবা আবেগ প্রবণ (Impulsive) এবং অপরিচ্ছন্ন কাজকর্ম (Untidy) কিন্তু এগুলি সাধারণত বর্ণনা করা হয়, অলস শিশু বা খুব উৎসাহী প্রকৃতির শিশু হিসাবে। এই তথ্য অনুসারে মানসিক ও বিভিন্ন ধরনের শিখন অক্ষম শিশুদের তখন তাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় তখন সনাক্তকরণ হয়।

বয়স অবশ্যই একটা বড় কারণ শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে যেমন আর্থারাইটিস (arthritis) ক্ষেত্রে বেশীরভাগ দেখা যায় শিশু বা কিশোরদের থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বয়স্কদের মধ্যে আর্থারাইটিস এর সমস্যা বেশী দেখা যায়।

লিঙ্গ (Sex) : কিছু কিছু অক্ষমতা (disabilities) সংখ্যা ব্যক্তির লিঙ্গ (Sex)-র উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—মহিলাদের থেকে পুরুষদের মধ্যে বেশীর ভাগ বর্ণান্ধতা (Colour blindness) দেখা যায়। একই রকমভাবে ডাচিন্নি মাসকুলার ডিসট্রোফি (Duchenne muscular dystrophy) পুরুষের মধ্যে এবং ফ্র্যাজাইল এক্স সিনড্রোম (Fragile X-syndrome) (an abnormality leading to mental retardation) মেয়েদের থেকে বেশি ছেলেদের মধ্যে। যদিও (Rett's syndrome) (a type of autirtic disorder) বেশী দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে আবার হিমোফিলিয়া (Hemophilia) অন্য একটি অবস্থা যার বাহক মেয়েরা কিন্তু আক্রান্ত হয় ছেলেরা।

৩. সামাজিক শ্রেণী এবং জাতি (Social class race) : সামাজিক শ্রেণী এবং জাতির উপর নির্ভর করে অক্ষমতার প্রকোপ নির্ধারণ। যেমন ইউ. এস. এ (U.S.A)-এর কৃষ্ণাঙ্গরা, ভারতের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী এবং নিম্ন বর্ণের জাতি বা তফশীলি জাতির লোকেদের মধ্যে, মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তি বেশী দেখা যায়।

জাতিগত সংখ্যালঘু শ্রেণীর ব্যক্তিরা অনেকসময় সমাজের নীচু শ্রেণী থেকে আসে। এই নিম্ন আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য অপুষ্টিতে ভোগে ফলে স্বাস্থ্য খারাপ থাকে। এবং গর্ভাবস্থায় সঠিক যে-র অভাবে বহুশিশু বা ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা দেখা যায়। যেমন মানসিক জড়তা শিখন অক্ষমতা, দৃষ্টিজনিত অক্ষমতা এবং শ্রবণ জনিত অক্ষমতা ইত্যাদি।

৩.৪ অক্ষমতার প্রকোপ (Prevalence of disabilities)

পূর্ব পাঠের শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী অক্ষমতার প্রকোপ (Prevalence of disabilities) এখন আমরা আলোচনা করবো।

৩.৪.১ দৃষ্টিজনিত ত্রুটি (Visual Impairment)

আমরা জানি পৃথিবীতে ৪৫ মিলিয়ন লোক অন্ধ এবং ১৩৫ মিলিয়ন লোক ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন (Low vision) এবং প্রায় ৯০ শতাংশই হল উন্নয়নশীল দেশের (Thyllefors 1998) International Council for Education of People with Visual Impairment (1995) অনুসারে পৃথিবীর ৩৫ মিলিয়ান ব্রাইন্ড লোকের মধ্যে শুধুমাত্র এশিয়াতেই ২৩ মিলিয়ন লোক রয়েছে। WHO (1997) এর দেওয়া পাওয়া তথ্য অনুসারে মোামুটি ৩৮ মিলিয়ন ব্লাইন্ড ও ১১০ মিলিয়ন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক রয়েছে। এর মধ্যে ৮.৯ মিলিয়ন লোক ভারতীয় যারা ব্লাইন্ড যদিও Global Survey তে বলা হয়েছে ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন। Status of Disability in Indian 2000-RCI উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে এমন কোন নির্দিষ্ট সার্ভে হয়নি, যার ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ব্লাইন্ড লোকের মোট সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে বলা যায়।

যদিও Project Integrated Educaton for the Disabled (PIED) যা UNICEF এর অর্থানুকূল্যে ভারতবর্ষের ৯টি রাজ্যে একটি করে ব্লকে গ্রহণ করেছে। তার কিছু data দেওয়া হলো (৩১ নং Table দেখুন) এইসব data থেকে পরিসংখ্যান (statistical) গত বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল। PIED অনুযায়ী অক্ষম শিশুর মোট সংখ্যা থেকে ১৪.৬% হল দৃষ্টি জনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Visual Impairsement) সম্পন্ন।

Table : 3.1 Prevalence of Visual Impairment (PIED, 1993)

Serial No.	Block	Visually Impairment
1.	Chhabra (Rajasthan)	113
2.	Mastun (Madya Pradesh)	124
3.	Palghar (Maharashtra)	48
4.	Baliantha (Orissa	51
5.	Kattankulathur	52
6.	Kikruma (Nagaland)	53
7.	Kikruma (Nagaland)	53
8.	Bhiwani (Haryana)	99
9.	Trans Jamuna (Delhi)	63
10.	Baroda (Gujarat)	108

৩.৪.২ শ্রবণগত ত্রুটি (Hearing Impairment)

WHO (1998) তথ্য অনুসারে ১২৩ মিলিয়ান লোকের hearing loss এবং এর বেশীরভাগ দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে বসবাস করে। ১৯৯১ সার্ভে অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৩২,৪২,০০০০ ব্যক্তির শ্রবণগত ত্রুটি (Hearing Impairment) (Status of Disability in India 2000, RCI) আছে।

Table 3.2 Prevalence of Hearing Impairment

Region/State	0-4 yrs.	5-12 yrs
North		
Haryana	170	121
Himachal Pradesh	147	1712
Punjab	138	340
Upper Central		
Bihar	406	941
Uttar Pradesh	128	190
Lower Central		
Madhya Pradesh	190	303
Orissa	270	859
Rajasthan	56	281
East :		
N. E. Region	353	409
West Bengal	1128	3474
West :		
Gujarat		100
Maharashtra	270	742
South :		
Andhra Pradesh	95	821
Kamataka	666	629
Kerala	34	567
Tamil Nadu	64	672

Source : India : Human Development Report, 1999

ভারত ঃ হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট (১৯৯৯) অনুযায়ী ভারতবর্ষে শ্রবণ অক্ষমতা (০ হইতে ১২ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে) শ্রবণগত ত্রুটি রয়েছে, এমন ছেলে মেয়ের সংখ্যা কত তার একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যানুসারে ০ থেকে ৪ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শ্রবণগত

বাধাগ্রস্ত অবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে (১১২৮) এরপরে আছে কর্ণাটক (৬৬৬) এবং বিহার (৪০৬)। ৫ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত শ্রবণ অক্ষম অবস্থার তথ্যানুসারে এখানেও সর্বাধিক সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে (৩৪৭৪)। এরপরে আছে হিমাচল প্রদেশ (১৭১২) এবং বিহার (৯৪১)।

সমস্ত সংখ্যা তথ্যটি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে আনুপাতিক হারে ধরা হয়েছে। (Table - 3.2)

সাধারণভাবে ধরলে ভারতবর্ষে শ্রবণগত প্রতিবন্ধীর প্রকোপ ০ থেকে ৪ বছর—০.৩ মিলিয়ন এবং ৫ থেকে ১২ বছর ১.৫ মিলিয়ন শিশু।

৩.৪.৩ মানসিক জড়তা (Mental Retardation)

বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তি দেখা যায়। পৃথিবীতে প্রতি হাজারের মধ্যে ৩০ জন মানসিক জড়তা সম্পন্ন

৭৫% হলো মাইল্ড বা অল্প মাত্রায় এবং ২৫ শতাংশ মডারেট, সিভিয়ার ও প্রোফাউন্ড মানসিক জড়তা সম্পন্ন।

National Sample of Survey Organisation (NSSO/(1991) অনুসারে প্রতি ১০০০ জন শিশুর মধ্যে গ্রামে ৩১ জনের এবং শহরে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৯ জনের development delayed ০ থেকে ১৪ বছর বয়েসের শিশুদের সার্ভে হয়েছিল (refer Table 3.3) এত দেখা যায় গড়ে ২.৫ শতাংশ মাইল্ড (Mild) ও মডারেট (Moderate) এবং ৩.৫ শতাংশ সিভিয়ার ও প্রোফাউন্ড (Severe Profound) প্রতিবন্ধী। NSSO সার্ভে থেকে জানা যায় গ্রামে (rural area) মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তির প্রকোপ (Prevalence) ৩.১ শতাংশ, সেই তুলনায় শহরে (Urban) অনেক কম ০.৯ শতাংশ।

Table 3.3 : Prevalence of Mental Retardation based on NSSO Studies

Serial No.	Investigation	Year	Target Population	Piace of Study	Prevalence rate/1000	Criteria employed
1.	NSSO	1991	Stratified rural sample	All India	31.0	Development delay
2.	NSSO	1991	Stratified rural sample	All India	9.0	Development delay

Source : Status of Disability in India 2000 R. C. I.

৩.৪.৪ চলন বা গমন সংক্রান্ত অক্ষমতা (Locomotor Disabilities)

শারীরিক অক্ষমতা (Physical disabled) জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল সেরিব্রাল পল্‌সি গ্রস্থ (Cerebral Palsy) অথবা অন্যান্য অঙ্গ বিচ্যুত অবস্থা আর বাকি অর্ধেক হলো শারীরিক অসুবিধা অথবা অসুস্থতার কারণে অক্ষম (Hallahan & Kauffman, 1991)।

ভারতবর্ষে চলন বা গমন সংক্রান্ত অক্ষমতার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ পোলিওমায়েলিটিস (Poliomyelities) তার পরে সেরিব্রাল পল্‌সি গ্রস্থ। (Cerebral Palsy) NSSO থেকে জানা যায় সমগ্র জনসংখ্যার ৩০০ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে ১৪ বছরের নিচে প্রায় ৩ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে চলন বা গমন গত অক্ষমতা আছে।

WHO (1994) অনুসারে ১০ মিলিয়ন পোলিও দ্বারা আক্রান্তের মধ্যে ৬০% হল ভারতীয়। যদিও পালস্ পোলিও কর্মসূচীর (Pulase Polio) দরুণ এই রোগটি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে।

সেরিব্রাল পল্‌সির (Cerebral Palsy) প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বেশী। দেখা যায় যে, ১.৫ থেকে ৩.৫ জন (১০০০ জনের মধ্যে) ভারতে জন্মগ্রহণ করা শিশুর মধ্যে সেরিব্রাল পল্‌সির (Cerebral Palsy), ৭০% সেরিব্রাল পল্‌সি গ্রস্থ শিশু লো স্প্যাস্টিক, ১০% অ্যাথেটোসিস (athetosis) এবং অ্যাটাক্সিয়া (ataxia) ২০% মিক্সড (Mixed) সেরিব্রাল পল্‌সি আমাদের ভারতে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ ক্যানসার (Cancer) রোগে আক্রান্ত, তারমধ্যে ৫ লাভ নতুন কেস্। (Status of Disability in India-2000) RCI ১৯৯৬ সালের সার্ভে থেকে একইভাবে গণনা করা হয়েছে ১৮ লাখ ভারতীয় (HIV ভাইরাসে আক্রান্ত যেটি AIDS এর বাহন।

৩.৪.৫ শিক্ষণ অক্ষমতা, মনোযোগের ঘাটতিগত সমস্যা এবং মনোযোগের ঘাটতি এবং অতিচাঞ্চল্যের ফলে বিশৃঙ্খলতা (Learning Disabilities, Attention Deficit Disorder (ADD) and Attention Deticit & Hyperctivity Disorder (ADHD).

সংজ্ঞা ঃ বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন পার্থক্যের জন্য শিখন অক্ষমতা (Learning Dirability) ADD & ADHD এদের গণনার ক্ষেত্রে প্রকোপ অসুবিধা দেখা যায়। Prevalence range ১% থেকে ৩০% উন্নয়শীল দেশে তথা USA-তে শিখন অক্ষমতা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৭৬-৭৭ সালে। সমগ্র স্কুলের পড়া অক্ষম ছাত্রদের মধ্য থেকে ২২% শিখন অক্ষমতা (Learning disabilities) ১৯৯০ সালে মোট ৪৭% গিয়ে পৌঁছেছে। অস্ট্রেলিয়াতে (Australia) শিখন অক্ষমতা (Learning disabilities) দেখা যায় ০.২ থেকে ৫০% নিউজিল্যান্ডে (New Zealand) দেখা যায় ৭% (Champman et al, 1987)।

ADD এবং ADHD-এর Incidence এবং Prevalence-এর হার ভারতবর্ষে কত তা জানার জন্য সার্ভে জাতীয় স্তরে হয়নি। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু অঞ্চলে ব্যক্তিগত গবেষণার ভিত্তিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে শিখন অক্ষমতার হার কিছুটা জানা যায়। Parvathavardhini (1983) সালে কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলে ৫-১২ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের উপর গবেষণা করে তার ভিত্তিতে বলেছেন এদের 22.23% শিক্ষাগত সমস্যা রয়েছে।

Venugopal এবং Prabhakar 1988 সালে পন্ডিচেরীতে স্টাডির ভিত্তিতে বলেন ২৬.৬১% এর শিখন অক্ষমতা রয়েছে। Gada (1987) মুম্বাই (Mumbai)-তে স্টাডি করে দেখেছেন ৮.১% ছেলেমেয়ের ADHD রয়েছে।

O.Omen et.al (1987) কর্ণাটকে urban area তে স্টার্ডি করে দেখেছেন ৪-১০ বছরের ছেলেমেয়েদের ৪%-এর ADHD রয়েছে।

৩.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

প্রকোপ বা (Prevalence) ব্যাপকতা নির্ধারণ করতে মহামারী সংক্রান্ত বিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়। কী কারণে মহামারী ঘটছে এবং তার প্রভাব, রোগের প্রাদুর্ভাব, অসামার্থ্য এবং একক কোন ব্যক্তির মৃত্যু—সমস্ত কিছুই এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘটনা (Incidence) হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জনসংখযায় নতুন কিছু নজির বা পরিস্থিতি। ব্যাপকতা বা প্রাদুর্ভাব হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় সমস্ত ঘটনা বা পরিস্থিতি।

বয়স, লিঙ্গ এবং সামাজিক স্তর এবং জাতি ইত্যাদি অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপকতায় ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রবণজনিত অক্ষমতা এবং মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তির প্রকোপ (Prevalence) বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে বেশি বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে আর্থারাইটিসের জন্য শারীরিক অক্ষমতা দেখা যায়। কিছু শাররিক অক্ষমতা লিঙ্গভেদে পুরুষ বা মহিলাদের হয়। যেমন—Duchenne মাসকুলার ডিসট্রফি, ফ্রেজাইল এক্স-সিনড্রোম, হিমোফিলিয়া (Duchenne muscular dystrophy, fragile x-x-Syndrome, hemophilia) ইত্যাদি। সামাজিক অসাম্য, বঞ্চনা এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে Disabilities সংখ্যাকে ক্রশে বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ১৯৯৭ হিসেব অনুসারে, পৃথিবীতে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) লোক অন্ধ যাদের মধ্যে ১০ মিলিয়নই ভারতীয়। অপরদিকে ইউনিসেফের (UNICEF) এর প্রোজেক্ট (১৯৯৩) থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ১৪.৩ শতাংশ অন্ধ।

সারা পৃথিবীতে ১২৩ মিলিয়ন ও বেশি লোক বধির এবং এদের সিংহভাগই দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দা। একটি মুল হিসেব অনুসারে ৪ বছর বসয় পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বধিরতার পরিমাণ ০.৩ মিলিয়ন এবং ৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে ১.৫ মিলিয়ন।

দেখা গেছে যে গড়ে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যার ৩ শতাংশ মানসিক অক্ষম। এদের মধ্যে ২.৫ শতাংশের ক্ষেত্রে সমস্যাটি এতটা প্রকট নয়। কিন্তু বাকি ০.৫ শতাংশের এই সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট।

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের (NSSO) ১৯৯১ সালের সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বছরের নিচে ৩০০ মিলিয়ন শিশুদের মধ্যে ৩ মিলিয়ন শিশুদের এক বা একাধিক চলন গমনজনিত সমস্যা রয়েছে। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ভারতের নাগরিক এবং প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ পোলিও। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত এবং ১৮ লক্ষ লোক HIV ভাইরাসজনিত কারণে AIDS-এ আক্রান্ত।

উন্নত দেশগুলিতে শ্রবণজনিত অক্ষমতার প্রাদুর্ভাব, মনোযোগের ঘাটতির কারণে বিশৃঙ্খলতা এবং মনাযোগের ঘাটতি পরিমাণ ১ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ। ভারতে কিছু গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদের মধ্যে ২৬.৬ শতাংশের পড়াশোনার সমস্যা রয়েছে, এবং ৪ থেকে ৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অতিচাঞ্চল্যের ফলে বিশৃঙ্খলতার (ADHD) জনিত সমস্যা আছে।

৩.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your Progress)

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) মহামারী সংক্রান্ত বিজ্ঞান ব্যবহার হয় নির্ধারণ করার জন্য —— অবস্থা।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার নূতন Cases সংখ্যাকে ——— বলে।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার মোট Cases সংখ্যাকে —— বলে।

(৪) যে বিষয়গুলি যার উপর অক্ষমতার প্রকোপ নির্ভর করে তা হল ———।

(৫) প্রায় ১০ মিলিয়ানের কাছাকাছি ভারতীয় ভোগে ———।

(৬) ভারত ঃ হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট (১৯৯৯) পেয়েছে খুব বিপৎজনক সংখ্যার —— Case পশ্চিমবঙ্গে।

(৭) প্রায় ——— জন লোক প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধী।

(৮) ভারতবর্ষে সর্বাধিক শারীরিক অক্ষমতার জন্য কারণ হল ———।

(৯) শিখন অক্ষমতার প্রকোপ বর্তমানে বেড়ে গেছে ——— % U.S.A. তে।

(১০) পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে ৪% হইতে ৮.১% বিদ্যালয় যাওয়া শিশুরা —— এবং —— দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(খ) নিচের বিষয়গুলি একটার সাথে অন্যটি মেলান।

(ক) মানসিক জড়তা	(১) ১৮ লক্ষ।
(খ) রেইট্স্ (Rett's) সিনড্রম	(২) শারীরিক অক্ষমতা।
(গ) এইচ. আই. ভি. ভাইরাস	(৩) বয়স।
(ঘ) ক্যানসার	(৪) লিঙ্গ।
(ঙ) সেরিব্রাল পল্সি	(৪) ১৫ লক্ষ।

আপনার অগ্রগতি মিলিয়ে দেখুন।

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(১) প্রকোপ (Prevalence)

(২) ঘটনা (Incidence)

(৩) প্রকোপ (prevalence)

(৪) বয়স, লিঙ্গ, সামাজিক শ্রেণী এবং জাতি

(৫) দৃষ্টিগত ত্রুটি (Visual impairment)

(৬) শ্রবণগত ত্রুটি (Hearing impairment)

(৭) ৩০

(৮) পলিওমাইলাইটিস (Poliomyelitis)

(৯) 89 (47)

(১০) ADD এবং ADHD

(খ) নীচের বিষয়গুলি মেলান (Match the following)

(i) c

(ii) ..... d

(iii) ..... a

(iv) ..... e

(v) ..... b

৩.৭ বাড়ীর কাজ (Assignment)

আপনি যে গ্রামে বা অঞ্চলে বসবাস করেন সেখানে বর্তমানে বিভিন্ন অক্ষমতার প্রকোপ কতটা তার তালিকা তৈরী করুন।

৩.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এই এককটি পাঠের পর প্রয়োজনমত ইচ্ছানুয়ায়ী আলোচনা বা বিশ্লেষণের, সূত্রগুলি নিম্নে লিখে রাখুন।

৩.৮.১ আলোচনার বিষয়

৩.৮.২ বিশ্লেষণের বিষয়

৩.৯ উৎস (Reference)

1. Kapur, M (1997) Mental Helath in Indian Schools, Sage Publications India Pvt. Ltd.

2. Kundu C. L. (Ed) (2000) Status of DIsability in India 2000. Rehabitation Council of India, New Delhi.

3. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991) Exceptional Children, Introduction to Special Education, Allyn & Bacon. Boston.

4. Ashman, A & Elkins, J. (Eds) (1994) Education of Educatng Children with Special Needs, Preutic Hall, New York.

5. Hewett, F. M. & Forness, S. R. (1974) Education of Exceptional Childre, Allyn & Bacon, Boston.

6. Smith, D. D. & Lucksson, R (1992) Introduction to Special Education. Teaching Iran age of Challenge, Allyn & Bacon Baston.

7. Berdine, W. H. & Blackhurst, A. E. (1985) An Introduction to Special Education. Little Brown & Company, Boston.

একক—৪ ❑ বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ (Characteristics and Behavioural Manifestation of Children with Various Disabilities)

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ উদ্দেশ্যসমূহ
৪.৩ দৃষ্টিজনিত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা
৪.৪ শ্রবণজনিত ত্রুটি বা বাধাগ্রস্ত অবস্থা
৪.৫ মানসিক অক্ষমতা
৪.৬ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশু
৪.৭ শিখন অক্ষমতা
৪.৮ মনোযোগের ঘাটতিগত অসঙ্গতি
৪.৯ মনোযোগের ঘাটতিগত অতি চাঞ্চল্য ও অসংগতি
৪.১০ এককের সারাংশ
৪.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন
৪.১২ বাড়ীর কাজ
৪.১৩ আলোচনার বিষয় এবং তার পরিস্ফুটন
৪.১৪ উৎস

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

বিশেষ চাহিদা আছে এরূপ শিশুদের অন্যান্য সাধারণ শিশুদের কাছে সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের এই ধরনের ছেলে মেয়েদের ব্যবহার এবং অ-স্বাভাবিক ব্যবহারগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের এই সমস্ত শিশুর ব্যবহার ও অ-স্বাভাবিক ব্যবহার সম্পর্কে জানা থাকলে এই শিশুদের সফলভাবে এদের বিশেষ চাহিদাগুলির সঠিক আদান প্রদান ঘটাতে সমর্থ হবে।

যেসব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের disability রয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহার এর বহিঃপ্রকাশ।

অক্ষমতা, মনোযোগের ঘাটতিগত অসঙ্গতি, মনোযোগের ঘাটতিগত এবং অতি সক্রিয়তা মূলক সমস্যা (ADD & ADHD)

দৃষ্টিজনিত ত্রুটি

শ্রবণ জনিত ত্রুটি

মানসিক জড়তা

শিখন অক্ষমতা

মনোযোগের ঘাটতিগত অসংগতি (ADD)

মনোযোগের ঘাটতি এবং অতিসক্রিয়তামূলক সমস্যা (ADHD)

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগটি পাঠ করলে আপনারা জানবেন।

বিভিন্ন অক্ষম অবস্থা এবং শিশুর উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে।

শিশুর ব্যবহারিক দিকগুলো লক্ষ্য করে সঠিকভাবে চিহ্নিত করণ বা লেবেলিং করতে পারা যাবে।

এইরূপ অবস্থা হবার কারণ এবং আনুসঙ্গিক কি কি সমস্যা থাকতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন।

৪.৩ দৃষ্টিজনিত ত্রুটি (Visual Impairment)

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক দিক ঃ দৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা যদি অবহেলিত হয় এবং চিকিৎসা না করা হয় তবে তা থেকে অন্যান্য অসুবিধা যথা বোধগত সমস্যা (Cognitive) ভাববিনিময় সমস্যা (Communication Problem) এবং শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। যদি সময়মতো চিহ্নিতকরণ এবং Intervention শিশুর বিকাশের ধারাগুলি সঠিক পথে ঘটে এবং শিশুর স্বাস্থ্যকর সুন্দর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে পারে। শিক্ষককে আংশিক দৃষ্টি হীন এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিগত ত্রুটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। ফলে এই ধরনের ছেলে মেয়েদের দৃষ্টিগত সমস্যার জন্য শ্রেণীকক্ষে আচরণের কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এগুলি হল ঃ

(১) ক্রমাগত চোখ দিয়ে জল পড়া

(২) প্রায়ই চোখ লাল হওয়া

(৩) চোখের অসম নড়াচড়া বা লাফানো

(৪) প্রয়োজন বোধে পরিবেশের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে চলাফেরা করার অসুবিধা।

(৫) ছোট লেখা পড়তে অসুবিধা অথবা ছোট ছবি, অন্যান্য জিনিস চিনতে অসুবিধা।

(৬) পড়া বা আঁকার পর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে এরূপ বলা।

(৭) ক্রমাগত মাথা দোলান অথবা তির্যকভাবে তাকান।

(৮) দুটি চোখের সমান ভাবে দেখতে পাওয়ার অসুবিধা অর্থাৎ একটি চোখ অপেক্ষা অপরটি কম/বেশি দেখতে পাওয়া।

(৯) খুব ধীরে ধীরে চলাফেরা।

(১০) মোবিলিটি (mobility) এবং ওরিয়েন্টটেশন (orientation) এর অধিক অসুবিধা। Mobility বলতে বুঝায় শিশু বা ব্যক্তি তার নিজের পরিবেশে প্রয়োজনবোধে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া আসা এবং 'Orientation' হল কোন জায়গায় ও কোন স্থানে আছে তার সম্পর্কে জ্ঞান বা সক্ষমতা অর্থাৎ আমি কি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রয়েছি? মাছের বাজার কি আমার বাঁদিকে পড়বে?

(১১) বারবার একই ধরনের নড়াচড়া করা সাধারণত দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন—মাথা দোলানো, হাত ঘোড়ান, মাথা ঘোরান ইত্যাদি। এরূপ মনে হয় যে উক্ত আচরণগুলি উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে করে থাকে প্রাক্‌শৈশব এবং শৈশবে এগুলো বেশি দেখা যায় এবং দৃষ্টিশক্তির পূর্ণবিকাশ না হওয়ায় উক্ত কার্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে করতে বাঁধা পায়। শিশুকালীন অবস্থায় ধীরে ধীরে উদ্দীপনাগুলো কমে আসে অথবা দূর হয়ে যায়।

(১২) অপরিণত সামাজিক দক্ষতা দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা এবং সঠিক প্রত্যক্ষণ না থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাঁধাগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যদিও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে সঠিক কাজ করার ক্ষমতার বা সামর্থ্যের উন্নতি ঘটায়, এই ধরনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বোধগত ক্ষমতা (Cognitive) তুলনামূলক কম থাকে এবং দুর্বল অনুভূতি এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার অভাবে নানান সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায়।

(১৩) দৃষ্টিগত ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ভাষা বিকাশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে এবং তার আশপাশের অন্যান্য লোকের সঙ্গে কম কথা বলে। যখন অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে থাকে তখন তারা অন্যান্য লোকেদের থেকে অনেক বেশি আত্মসচেতন থাকে।

৪.৪ **শ্রবণগত ত্রুটি** (Hearing Impairment)

বৈশিষ্ট্য এবং আচরণমূলক বহিঃপ্রকাশ শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ে বুঝতে গেলে প্রথমে জানতে হবে কোন বয়স থেকে সে শ্রবণ অক্ষম এবং তা কত রয়েছে। উক্ত দুটি বিষয় জানবার পর শিশুর শিক্ষাদান সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যদি তার শ্রবণ অক্ষমতাটি তার ভাষা শেখার আগে হয়ে থাকে তবে বিষয়টি বেশ জটিল, কিন্তু যাদের ভাষা শেখার পরে শ্রবণ অক্ষমতা দেখা যায় তা পূর্বের ন্যায় জটিল নয়। যদি শ্রবণগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যাদের ভাষার উন্নতি সাধারণভাবে হয় তারা অনেক কিছু জানতে পারে, যার উপর ভবিষ্যত শিখন নির্ভর করে। কিন্তু ভাষা শেখার পূর্ব হতে শ্রবণ অক্ষমতা থাকলে উপরের বর্ণিতের ন্যায় সম্ভব হয় না।

শ্রবণগত ত্রুটি যাদের থাকে তাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) বিলম্বিত ভাষার বিকাশ।

(২) খুব অল্প কথা বলা এবং কথার বুদ্ধিহীনতার ছাপ, বোঝা যায় এর সঙ্গে শ্রবণ অক্ষমতার যোগসূত্র

রয়েছে। শিশুর কথা বলতে পারার আগে থেকে যদি শ্রবণ অক্ষমতা থাকে তবে শিশুর কথা বলতে পারা অনেক বেশী কঠিন ও সময় সাপেক্ষ যেসব শব্দে feed back পায় না। যদিও শ্রবণগত ত্রুটি সম্পন্ন শিশু সাধারণ শিশুর ন্যায় মুখে বিভিন্ন শব্দ করে (babbles)। কিন্তু শীঘ্র তা বন্ধ হয়ে যায় কারণ শিশু নিজের যেসব আয়োজন করে সেগুলির কোন (auditory feed back) পায় না। এই ধরনের feed back না পাওয়ার জন্য কথা শেখার ক্ষেত্রে জটিলতার প্রধান কারণ।

(৩) কোন কিছু শোনার জন্য বক্তার ঠোঁটের উপর মনোযোগ দেয়।

(৪) ছাত্রটি শোনার সময় বক্তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘোরার চেষ্টা করে অথবা কানের পাশে হাত রাখে।

(৫) পিছন থেকে ডাক দিলে কোন সাড়া করে না।

(৬) টিভি এবং রেডিও শোনার সময় volume খুব বেশি করে শোনে।

(৭) প্রায় কানে ব্যথা অথবা সংক্রমণ লেগে থাকে।

(৮) কথোপকথনে অসুবিধার জন্য নিজস্ব সম্পর্কগুলো যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৯) ভাষার সাবলীলতা উপলব্ধি এবং বোঝাবার অক্ষমতার জন্য এদের কোন বিষয়ে ধারণা খুব ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। তবে সাদৃশ্যকরণ পৃথক করা, শ্রেণীবদ্ধ করা এবং সাধারণীকরণ করা ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। তাই শিখন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণাযুক্ত স্তর যেমন—Geometry ইত্যাদি বিষয় একজন শ্রবণ ইমপেয়ারমেন্ট যুক্ত শিশুর কাছে কষ্টসাধ্য (Pre-lingual deaf) আরো বেশি।

(১০) শ্রবণ অক্ষম শিশুরা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় অক্ষম।

(ক) পঠন ক্ষমতার বিকাশ এদের কাছে বিশেষ সমস্যা। এর কারণ যেটি পড়ছে সেটির feed back না আসা। শ্রবণগত ত্রুটি সম্পন্ন শিশুদের ভাষা অক্ষমতার থাকার জন্যও পঠনে উন্নতি করা কষ্টকর।

(খ) জটিল অঙ্ক (Arithmetic) এই সব শিশুদের কাছে বেশ কষ্টকর লক্ষ্য করা যায়। এটি এদের কাছে সম্পূর্ণ বিমূর্ত একটি বিষয় এবং সম্পূর্ণ ভাষা উপলব্ধি এটি শিক্ষণে অক্ষমতা সৃষ্টি করে। এইরূপ নয় যে এরা Arithmetic বা গণিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, তবে প্রধান বিষয় হল এদের জন্য intensive instruction programme এর প্রয়োজন।

(১১) শ্রবণগত ত্রুটি সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের মধ্যে পরিবেশের সাথে যথাযথ মানিয়ে চলার সমস্যা অনেকসময় দেখা দেয়। এর কারণ কথোপকথনে অসুবিধা থাকায়, বহু শিশু তার আ-ীয় পরিজন থেকে সম্পূর্ণ একাকী বেড়ে ওঠে যার কারণে মানিয়ে চলবার ক্ষমতার ঘাটতি থাকে এবং অনেক সময় সমস্যায় সৃষ্টি হয়।

৪.৫ মানসিক অক্ষমতা (Mental Retardation)

বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারমূলক বহিঃপ্রকাশ

শিখন ক্ষমতানুসারে মানসিক জড়তা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে বা ব্যক্তিদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) অল্প, (২) মাঝারি, (৩) বেশী, এবং (৪) খুব বেশী।

এই ধরনের ছেলেমেয়েদের বা ব্যক্তিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) বিকাশের প্রত্যেক স্তর বিলম্বিত বিকাশ অর্থাৎ দেরি করে ওলটাতে শেখা, (Late in turning over) দেরি করে হাঁটতে শেখা, ধীরে কথা বলা।

(২) ভাষার বিকাশের ঘাটতি থাকে—

অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কি বলতে চায় এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝান এবং ভাষার মাধ্যমে চিন্তা, আবেগ এবং কল্পনা প্রাথমিক অবস্থাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৩) মনোযোগের বিস্তার খুব সীমাবদ্ধ হয় খুব সহজে মনোযোগ একটা বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয়।

(৪) (একত্রীকরণ) মোটর ইন্‌টিগ্রেশন নিম্নমানের (Poor motor integration)

খুব দৃঢ়গতিতে এবং অসংলগ্ন মোটর দক্ষতা। তাই নূতন নূতন দক্ষতা গ্রহণে অক্ষমতা যেমন—দাঁতমাজা (Brushing), জামাপ্যান্ট পরা (Dressing), খাওয়া (eating) ইত্যাদি।

(৫) সামাজিক দক্ষতার স্বল্পতা (Poor Social Skil)

বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক অনেক অপরিণত

(৬) দূর্বল স্মৃতিশক্তি (Poor short term memory)

কোন কিছু অনেকক্ষণ সময় মনে রাখতে পারে না। এইজন্য বিভিন্ন তথ্য থেকে উপকৃত হতে পারে না।

(৭) চিন্তা, সাধারণীকরণ এবং কল্পনাশক্তির ঘাটতির ফলে কোন ধারণা সৃষ্টি এবং ধারণা বোঝার অক্ষমতা দেখা যায়। যেমন—পুষ্টিকর খাদ্য (কেবল খাদ্যই বোঝে) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন কষ্টকর।

(৮) সাধারণ স্কুলের শিক্ষায় অসুবিধা হয় যেহেতু এদের গতি অনেক কম। শেখানো বিষয় মনে ধরে রাখা এবং প্রয়োজনে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করা এবং কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।

(৯) কিছু কিছু মানসিক জড়তা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে বা ব্যক্তির শারীরিক গঠন বিকৃত হয়ে থাকে। যেমন, খুব ছোট মাথা, অথবা খুব বড় মাথা, ফাটাফাটা জিহ্বা, ছোট এবং ট্যারা চোখ ইত্যাদি।

৪.৬ অস্থি সংক্রান্ত অক্ষম শিশু (Children with Orthopedic Disabilities)

বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ

যে সব ছেলে মেয়ে বা ব্যক্তি অস্থিসংক্রান্ত ডিসএবিলিটিস্ রয়েছে তারা সর্বাপেক্ষা বেশী চিকিৎসা কেন্দ্রিক বিশেষ শিক্ষা। এই সমস্ত শিশুদের মোটর ডিসএবিলিটিস্ থাকে এবং অধিকাংশ শিশু সাধারণের ন্যায়

প্রাত্যহিক পাঠক্রমের মাধ্যমে পড়াশুনা করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পোলিও (Polio)। যদি তাদের চাহিদামতো সুযোগ সুবিধা, যন্ত্রপাতি এবং জিনিসপত্র দেওয়া হয় তবে পড়াশুনায় কোন অসুবিধা হয় না। এরা যত বেশী গুরুত্ব (Severe) হবে শিক্ষককে তা Challange হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন সেরিব্রাল পলসি যুক্ত শিশু। এদের অনেকসময় বোধের দক্ষতার ঘাটতি থাকতে পারে এবং আবেগকেন্দ্রিক ব্যবহারিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে। এদের বিশেষ শিক্ষার (Special education) প্রয়োজন হয় আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সময়ের জন্য।

কতকগুলি সাধারণ চলন বা গমন সংক্রান্ত অক্ষমতার উদাহরণ হল সেরিব্রাল পল্‌সি স্পাইনাবিফিডা (Spina Bifida), ম্যাসকুলার ডিসট্রোফি (Muscular dystrophy), ওস্‌টিওজেনিস ইমপ্যারফেকটা (Osteogenis Imperfecta (Oil) এবং টিউবারকুলেসিস্‌ কুলেসিস অফ্‌ বোন্‌স এণ্ড জয়েন্ট (Tuberculosis of bones & joints (TB).

এই ধরনের ছেলে মেয়েদের কতকগুলি সাধারণ ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেগুলি হলো যথা—

শিশুর বিকাশে স্তরের অসংলগ্নতা বা ধীরগতি।

অত্যধিক অনমনীয় অথবা হেলে দুলে নড়াচড়া।

শরীরের কেবলমাত্র একদিকের অঙ্গের ব্যবহার।

অস্বাভাবিকতা অথবা অসুবিধাগুলি তখন দেখা যায় যখন শিশুটিকে বলা হয়—

(১) হাত তুলতে।

(২) তার সমানে পড়ে থাকা ছোট ছোট বস্তু তুলতে।

(৩) কয়েক পা হাঁটতে।

(৪) অল্প দূরত্বে ছুটতে।

(ক) বসা অবস্থা থেকে দাঁড়াতে অসুবিধা।

(খ) শরীরে অস্থির সন্ধিস্থলের গতিবিধিতে কিছু অস্বাভাবিতা অত্যধিক দ্রুত অথবা অত্যধিক ধীর গতিতে।

(গ) বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দুর্বল অঞ্চলে দুর্বল এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি ব্যবহার করে সঠিকভাবে নড়াচড়া করার সমস্যা থাকে।

(ঘ) Motor Skills-এর ঘাটতি।

(ঙ) মলমূত্র ত্যাগের অসুবিধা (spine deformities, paraplegia, quadriplegia)

(চ) গুরুতর দীর্ঘস্থায়ী বেদনা (অ্যার্থারাইটিস্‌) উপরে কতগুলি সাধারণ ব্যবহারিক মতামত দেওয়া হল উক্ত ত্রুটিগুলির মধ্যে থেকে অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমতা খুঁজে পাওয়া যায়।

সেরিব্রাল পল্‌সি (Cerebral Palsy)

সেরিব্রাল পল্‌সি সাধারণ অপরিণত মস্তিষ্কে কোন কারণে আঘাতের ফলে হয়ে থাকে বা মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশের ক্ষতি হলে যথাযথ বিকাশ হয় না। ফলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তভাব বা নড়াচড়া বা বিভিন্ন অবস্থায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যা হয়।

(১) স্প্যাসটিসিটি (Spasticity) এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স (cerebral Cortex) এর ক্ষতি হয়।

(ক) ধাক্কাযুক্ত (Jarkey) কষ্টাদয়ক নড়াচড়া এবং হাত, পা-এর পেশির দৃঢ়তা।

(খ) যেহেতু শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটে, ফলে পেশি ছোট হতে থাকে এবং তাই পেশির সঙ্কোচন হয়। হাত পায়ে, কত অংশ সংক্রমিত হয়েছে তার ভিত্তিতে অঙ্গবিকৃতি ঘটে।

(২) অ্যাথিটোসিস (Attetosis) : এর কারণে বেসাল গ্যাংগিলায় (basal gangilia) ক্ষতি হয়।

(ক) এই অবস্থায় হাত, পায়ের উদ্দেশ্যহীন অনৈচ্ছিক পেশীগত বিচলন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু spasticy-এর ন্যায় পেশীর দৃঢ়তা থাকে না।

(খ) অ্যাথিটোসিস আছে এরূপ অনেক ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তির শ্রবণ ও বাক্ অক্ষম হয় কারণ Oral musculature-এর অর্গ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য।

(৩) অ্যাটাক্সিয়া (Ataxis) সেরিব্রমে ক্ষতির ফলে হয়।

(ক) শিশুটি হেলে দুলে চলে (Waddling gait) যেন সে কোন নেশায় রয়েছে এবং হাঁটার সময় পা দুটি ফাঁক করে হাঁটে।

(খ) নিজের সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। দিক সম্পর্কে দুর্বল ধারণা সৃষ্টি হয়।

(গ) এদের ভারসাম্যের অভাব দেখা যায় এবং চলাফেরায় অসুবিধা হয়ে থাকে।

মাসকুলার ডিসট্রফি (Muscular Dystrophy) :

(১) শিশুর ভুল দেহভঙ্গি (Porture) পেট সামনে দিকে প্রসারিত করা এবং পিছনে দোলা (lordosis)।

(২) পেশির দুর্বলতার জন্য পায়ের পাতা উপরে তুলতে পারে না।

(৩) প্রায় ৩ বছর বয়সেও বিশৃঙ্খল ও জটিল হাঁটার ধরণ থাকে।

(৪) ৬ বৎসর বয়সেও পড়ে যাওয়া এবং বিশৃঙ্খল মোটর সক্ষমতা।

(৫) বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানোর দেহভঙ্গি অদ্ভুত হয়।

(৬) কিছু শিশু স্থূলকায় হতে দেখা যায় আবার কিছু শিশু বিপরীত অর্থাৎ খুব রোগা হয়।

(৭) Skeletal deformities বা কঙ্কালতন্ত্রের বৈকল্য দেখা যায় গলা সামনের দিকে প্রসারিত হয় ধড় বাঁকা গঠন উপরে অঙ্গ বাঁকা হয়।

স্পাইন ডিফরমিটিস্ (Spine deformities) :

(১) মাইনোমেনিংগোসেল (Myclomeningocele MMC)—স্পাইনাল কর্ডটি ভার্টিব্রাল কলম (column) থেকে বেরিয়ে আসে। MMC স্পাইনাল কর্ড এবং নার্ভ রুটে (Nerve root) থাকে এবং এটি একটি পাতলা পর্দা (membram) দ্বারা ঢাকা যা সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড (CSF)-এটি থেকে বের হয়।

(২) নেলিংগোসেল (Neningocele)—স্পাইনাল কর্ড ঢাকা হতে বেরিয়ে আসে।

(৩) স্পাইনাবিফিডায় হাড়ের অংশ বেঁকে যাওয়া ভাটিব্রা আর যুক্ত হয় না। এটি চামড়ায় ঢাকা থাকে।

স্পাইন ডিফরমিটিস (Spine deformities) **শিশুরা—**

(১) ধড় অথবা নীচের অঙ্গে প্যারালি্সিস হয়।

(২) হাড়ের অনেক অসামঞ্জস্যহীনতা থাকে। যেমন—নিতম্বের বিচ্যুতি, কুশ পা, পায়ের পাতা ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি।

(৩) স্পাইন বাঁকা, পিছনে কুঁজ।

(৪) কিছু শিশুর স্পর্শ, ব্যাথা, চাপ এবং তাপের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। তাই ত্বকের অসুবিধা যেমন চাপের ঘা (pressure ulcer) অথবা পোড়া প্রায় ঘটতে দেখা যায়।

(৫) ব্লাডার প্যারালিসিস্ এদের একটি সাধারণ বিষয়। তাই এই শিশুরা মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক হয় না ফলে সর্বদা জামা-কাপড় ভিজিয়ে দেয়। ফলে শরীরে গন্ধের সৃষ্টি হয় যেটি সমাজে গৃহীত হয় না।

(৬) রেকটাম (rectum) এবং অ্যানাল মাসেল (anal muscle)-এ প্যারলাইসিস-এর ফলে শিশু সর্বদা পাতলা মলত্যাগ করে অথবা দিনের বেলায় প্রায় অসম্ভব ঘামে।

(৭) অনেক শিশু আছে যাদের মস্তিষ্কে জল থাকে—হাইড্রোসিফলাস (Hydrocephalus)

(৮) অনেকের খিঁচুনী বা সিজার হয়।

(৯) MMC শিশুরা বুদ্ধিগত অক্ষমতা হয়।

অস্টিওজেনিসিস ইম্প্যারফেক্ট (Osteogenesis Imperfect) (OI)

হাড়ের বৈক্যলতা, ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) শিশুর ছোট এবং বিকৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

(২) অনেকর ভাঙ্গা হাড় এবং প্রায় হাড়ের ভঙ্গুরতা।

(৩) মাথার খুলি (skull) অত্যধিক নরম।

(৪) বুকটি ব্যারেলের ন্যায় আকৃতি, বুকের হাড় সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

(৫) বাঁকা স্পাইন (Spine)।

(৬) দাঁতের রং ফ্যাকাসে এবং এতে বহু গর্ত ও সহজেই ভঙ্গুর।

(৭) অস্থির সন্ধিস্থলগুলি অনেকটাই ঘুরে যায় (mobile joint)

(৮) কোর্ণিয়ার পেরিফেরিতে অস্পষ্টতা প্রায় লক্ষ্য করা যায়।

(৯) খুব পাতলা এবং প্রায় translucent চামড়া।

(১০) বধিরতা থাকতে পারে।

(১১) কানে এবং ভার্টিগোতে সর্বদা শব্দের সৃষ্টি।

Tuberculosis of Bone & Joints (TB) হাড় ও সন্ধির যক্ষা।

(১) সাধারণত শরীর অসুস্থ থাকে।

(২) সংক্রামিত জায়গায় গুরুতর বেদনা।

(৩) মাংসপেশীর প্রচণ্ড অনৈচ্ছিক আক্ষেপ (spasms)

(৪) নড়াচড়ার সীমাবদ্ধতা।

(৫) যদি সংক্রামিত হয় তবে অঙ্গে প্যারালিসিস্ হতে পারে।

৪.৭ শিখন অক্ষমতা (Learning Disabilities)

শিখন অক্ষমতা হল এমন একটি অবস্থা যা শিশুর গড় অথবা অধিক বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে যেমন পড়া, লেখা, গণনা এবং কোন কিছু বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিখন অক্ষমতা হল অত্যধিক পরিবর্তনশীল এবং জটিল প্রকৃতির তাই এই অসুবিধা সম্পন্ন শিশুদের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা বিশেষ প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ

(১) যেকোন আদর্শায়িত (Standardized) অভীক্ষা (Test) ব্যবহার করে এই ধরনের ছেলে মেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপ করলে দেখা যাবে এদের বুদ্ধ্যাঙ্ক (I.Q) গড় (average) বা তার চেয়ে বেশী থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিখন অক্ষমতা সম্পন্ন ছেলে মেয়েরা ১২০ থেকে ১৩০ পয়েন্ট স্কোর করেছে Standardice intelligence-এর একটি Test এ।

(২) মৌখিক এবং মোটর বিষয়ে স্কোরের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি dyslexic শিশু মৌখিক বিষয়ে ১০০ স্কোর করে এবং মোটরের বিষয়ে ৫০ স্কোর করতে পারে। উপরোক্ত বিষয়টি ঘটার কারণ, শিখন অক্ষমতাটি হয় নিউরোলজিক্যাল জটিলতার জন্য। এই নিউরোলজিক্যাল অসুবিধার জন্য শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুর কোন কিছু গ্রহণ করা, ক্রমাগ্রসরণ এবং বহিঃপ্রকাশ অসুবিধা শিখন হয়। এদের তথ্য ক্রমাগ্রসরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপরীতগামী দেখা যায় ফলে শিখন অগ্রগতি বাধা পায়।

(৩) শিক্ষাগত অসফলতা এর আরো একটি শিক্ষাগত সাধারণ বুদ্ধি, কোনরূপ সেনসারি অসুবিধা এবং কোন আবেগ জনিত অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগত অসফলতা বেশ অবাক করে। এর জন্য অনেক সময়

পিতামাতা ও শিখনের আরও ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্যালয় শিখনে অসফলতাই শিখন অক্ষমতার চিনবার প্রধান লক্ষণ। এই শিশুরা লেখা, পড়া, বানান শেখা এবং গণিতে গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তার সমবয়সী বন্ধুদের অপেক্ষা সাধারণত অনেক পিছিয়ে থাকে। একজন শিখন অক্ষম শিশুর মধ্যে পড়ার উন্নতি, পড়ার অগ্রগতি, সচল ভাবে বলা, বানান করা, সংখ্যা নিয়ে কাজ, গাণিতিক ধারণা, হাতের লেখা এবং বানান করার দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়।

(৪) প্রত্যক্ষণের দক্ষতা—প্রত্যক্ষণ হল এমন দক্ষতা যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহিত উদ্দীপনার গঠন ও সমন্বয় ঘটিয়ে থাকে। শিখন অক্ষম শিশুরা প্রায়ই সেনসারি মোটর সক্ষমতায় দুর্বল থাকে যার ফলে তারা জ্ঞানমূলক এবং বিদ্যালয় শিক্ষাগত দক্ষতা বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে। দৃষ্টিগত এবং শ্রবণ সুলভ প্রত্যক্ষণের সমন্বয়ের উপর ভাষা ও বোধশক্তি উন্নতির ধারাটি নির্ভর করে। মোটর দক্ষতার সমন্বয়ে দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণ লেখার কাজটিকে সম্ভব করে। এই প্রত্যক্ষণের অসুবিধার জন্য গঠনগত, শ্রেণীকরণ, মেলানো এবং কোন কাজ সম্পর্কে কল্পনা করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কাজ অর্থহীনভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে, তাই একটি কাজ হতে অপর কাজে যেতে এদের অসুবিধা ঘটে। সরাসরি কিছু করায় সক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৫) মোটর অসামঞ্জস্যতা শিখন অক্ষমতার আরো একটি বৈশিষ্ট্য যা তাদের জবুথবু (Clumsy) এবং হাতের লেখার ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি দেখা দেয়। খেলায় মধ্যে তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

(৬) শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের আরো একটি সমস্যা হল এরা খুব বেশী অমনোযোগী। এদের মনোযোগের পরিধি খুবই অল্প এবং অল্পেই মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মনোযোগ হল এরূপ একটি ক্ষমতা যার দ্বারা লেখা ও বোঝার ব্যাপারটি নির্ভর করে।

(৭) আবেগ এবং ব্যবহারিক দিক শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের দেখা যায়। হঠাৎ করে আচরণের এবং আবেগের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কখনও প্রতিক্রিয়া একদম করে না কখনও আবার অত্যধিক আবেগপ্রবণ। সামাজিক বিষয়ে কোন সময়ে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এরা বুঝতে পারে না। এরা প্রায়ই অন্যের ব্যবহারের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, বিশেষ করে এদের সামাজিক বোধগত দক্ষতার ঘাটতির জন্য। এইরূপ অনেক ব্যবহারের কারণে এদের হতাশাগ্রস্ত, অবসাদগ্রস্ত হতে দেখা যায়।

(৮) দেরী করে এবং ত্রুটিযুক্ত ভাষার বিকাশ শিখন ক্ষমতার আরো একটি বৈশিষ্ট্য। এই সব শিশুরা অন্য শিশুদের মতো সহজেই ভাষা শিখনে অক্ষম। এদের বিমূর্ত কিছু উপলব্ধি, উচ্চ স্তরের ভাষা বোধগম্য হয় না, এবং ভাষার বিকাশ ঠিকভাবে হয় না। এটা কেবলমাত্র পড়ার ক্ষেত্রে নয় লেখার ব্যাপারেরও অসুবিধা সৃষ্টি করে।

(৯) স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তির ত্রুটি—অর্থপূর্ণ ভাবে তথ্যকে কাজে লাগাতে অক্ষমতার প্রধান কারণ হল স্মৃতি শক্তির ত্রুটি এই সমস্ত শিশুদের দুই ধরনের স্মৃতির ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। (Short Term Memory (STM) এবং Long Term Memory (LTM)। শিখন অক্ষম ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিশুরা বিভিন্ন তথ্য সঠিকভাবে সাজাতে অক্ষম। এরা পূর্বে শেখা তথ্য বা বিষয়ের সঙ্গে বর্তমান তথ্যের সম্পর্ক

সাধনে অক্ষম হয়। এর ফলে ত্রুটিযুক্ত উপলব্ধি চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে এদের চিন্তন সঠিকভাবে হয় না। অনেকে বিভিন্ন তথ্য ধারাবাহিকভাবে মনে ধরে রাখতে পারে না—ফলে কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ বা কখনো ভুল কোন লাভ করে।

(১০) সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—clumsiness, মনোযোগের সমস্যা, এবং motor-in-coordination সমস্যা হয়।

৪.৮ মনোযোগের ঘাটতিগত অসঙ্গতি [Attention Deficit Disorder (ADD)]

সচরাচর যে সমস্ত শিশুরা কাজ করবার সময় যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার ততটা দিতে অসুবিধা বোধ করে তাকে attention deficit disorder বলা হয়।

এদের মধ্যে যে ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

(১) বাইরে উদ্দীপনার দ্বারা সহজেই বিক্ষিপ্ত হওয়া। নিজস্ব সংযম ক্ষমতার ঘাটতি থাকায় স্নায়ুগত ত্রুটি (neurological) জন্য শিশু সহজেই বিক্ষিপ্ত হয়। এর পরিবেশের প্রত্যেকটি সেনসারি উদ্দীপনায় সাড়া দেয় যেমন উড়োজাহাজ শ্রবণ যন্ত্রে বিক্ষেপ ঘটায়। গাছ নড়লে এরা দেখতে চায় কি ঘটছে ইত্যাদি এর ফলে এরা কোন কিছুতেই যথাযথ মনোযোগ দিতে পারে না ফলে কোন কিছু শিখতে অসুবিধা হয়। শ্রেণী কক্ষের মধ্যে এই সমস্ত শিশুরা কোন কিছু যথাযথভাবে শোনে না এবং কোন নির্দেশ মেনে চলতে চায় না। তাই এরা শ্রেণী কক্ষে বেশী সময় ধরে ধৈর্য্য সহকারে থাকতে পারে না। যদি শিক্ষক বলে ইতিহাস বই খুলতে তবে ওরা হয়তো গণিত বই খুলে বসে।

(২) এদের পক্ষে কোন বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া এবং মনোযোগ ধরে রাখা খুব অসুবিধা হয়। এখানে, সেখানে এবং প্রত্যেক স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে মনোযোগ দেয় ফলে কোন একটা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এবং ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এরা কোন কাজ যথাযথভাবে শেষ করতে পারে না। কাজটি সম্পূর্ণ করা এদের কাছে খুব ঝামেলার ব্যাপার। মনোযোগের ঘাটতির জন্য এরা খুব অসংগঠিত প্রকৃতির হয়। তাই Study skill দুর্বল হয়। এদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য।

(৩) বিদ্যালয়ের কাজে এদের ভূমিকা অনির্দিষ্ট হয়। এইসব শিশুদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের 'Moods' সম্বন্ধে ধারণা করা বেশ কষ্টকর কিন্তু যদি ভাল Mood-এ থাকে তবে অনেক ভালভাবে কাজ করতে পারে।

৪.৯ মনোযোগের ঘাটতি এবং অতিসক্রিয়তামূলক সমস্যা [Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)]

প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) ক্ষণস্থায়ী মনোযোগ এবং স্বল্প সময়ের জন্য অভিনিবেশ

(২) চিন্তাভাবনা না করে কাজ করা।

(৩) পরিবেশের মধ্যে সামান্য শব্দ হলে এদিক ওদিক তাকানো।

(৪) উত্তেজনার সময় চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া।

(৫) নাটকীয়ভাবে মনোভাবের পরিবর্তন।

(৬) কোন বিষয়ে সাফল্য পেতে অসুবিধা হয়

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

(১) ভুল স্বীকার না করা অথবা অপরকে দোষারোপ করা।

(২) কাজ সম্পূর্ণ করানোয় অসুবিধা।

(৩) সর্বদা মনোযোগ এবং সঠিকভাবে কোন কাজ করছে কিনা দেখা।

(৪) হতাশা সহ্য করার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা।

(৫) দুর্বল প্রকৃতির গঠন সংক্রান্ত দক্ষতা।

(৬) বিদ্যালয় শিক্ষার পারদর্শিতা যথাযথ নয়।

(৭) আনুষঙ্গিক শিখন সমস্যা থকে।

(৮) সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার অসুবিধা।

স্বরূপ Swarup এবং চোপড়া (Chopra) ১৯৯৭ শিশুদের নিচের উল্লেখিত বিশেষ ধরনের ব্যবহারগুলো চিহ্নিত করেছেন—

(১) কোন কাজের প্রতি প্রবণতায় অসুবিধা।

(২) কোন কাজ শুরু করে সেটি চালিয়ে যাওয়ার অসুবিধা।

(৩) বিক্ষিপ্ততা।

(৪) সংগঠনমূলক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অসুবিধা।

(৫) সম্পূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেবার অক্ষমতা।

(৬) কাজ শেষ করতে অক্ষমতা।

(৭) যত্ন-র অভাবে বিদ্যালয় কার্যে ভুল করা।

(৮) যেসব কাজে mental effort প্রয়োজন সে সব কাজ পছন্দ করে না বা কাজ করতে অসুবিধা হয়।

(৯) সর্বদা অস্থিরতা।

(১০) বসতে বলা হলে শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়া।

(১১) চারিদিকে দৌড়ান।

(১২) সর্বদা ব্যস্ততার ভাব দেখানো।

(১৩) কথোপকথন অথবা খেলায় বন্ধ বা বাধার সৃষ্টি করা।

(১৪) কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার প্রবণতা।

(১৫) লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা অথবা খেলার জন্য অপেক্ষা করায় অসুবিধার ভাব প্রকাশ।

(১৬) সবসময় শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়।

(১৭) সাংগঠনিক দুর্বলতা, ভুলো মনের জন্য শ্রেণীকক্ষে জিনিস হারানো।

৪.১০ এককের সারাংশ (Unit Summary)

বিভিন্ন ধরনের অক্ষম শিশুর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নির্দিষ্ট ব্যবহারিক বিষয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা এবং ব্যবহারগুলি এদের নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করে এবং জ্ঞান আহরণেও সক্ষমতা প্রদান করে।

৪.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) শিখন অক্ষমতার প্রাথমিক নির্দেশিকাগুলি কি M. R., V.I., H.I.

(২) একটি অরথোপ্যাডিক্ (Orthopeadic) সেন্টারে শিশু বিভাগে যান। শিশুদের দেখুন এবং অরথোপেডিক অবস্থা দেখে শ্রেণীবিভাগ করুন।

৪.১২ বাড়ীর কাজ (Assignment)

পর্যবেক্ষণ করুন এবং বর্ণনা করুন শিশুর কোন মুভমেন্ট (০-২ বছর, ৩-৫ বছর, ৬-৮ বছর, ৯-১২ বছর) নিয়ে স্প্যাসটিসিটি, (Spasiticity), অ্যাথোটোসিস্ (athetoses), অরর্থোপেডিক (orthopeadic), অ্যাটাক্সিয়া (ataxia), মাসকুলার ডিসট্রেফি (muscular dystrophy) MMC, এবং পোলিও আক্রান্ত শিশুদের।

৪.১৩ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এই এককটি পাঠের পর প্রয়োজনমত ইচ্ছানুয়ায়ী আলোচনা বা বিশ্লেষণের, সূত্রগুলি নিম্নে লিখে রাখুন।

৪.১৩.১ আলোচনার বিষয় (Points for Discoussion)

_____

_____

_____

৪.১৩.২ বিশ্লেষণ এর বিষয় (Points for Clarification)

_____

_____

৪.১৪ উৎস

1. Engene E Bleck and Donal Donald A Nagel (1975) Block Engene E Nagel Doneld A
   Physically Handicapped Children
   A Media Atas for Teachers
   Greene and Stration Inc.

2. Richard A Culatta James R Tompikins (1999) Culatta, R. A. Tompkins James R.
   Fundamentals of Special Education
   What Every Teacher Needs. To know.
   Merrill Prentice Hall Inc. NJ07458

3. William I Gardner (1977) Gardner, William I
   Leaving and Behaviour Characteristics of Exceptional Children and Youth. Allyn and Bacon-M-02210.

S.E.C.P. : 04 : BLOCK - 02

DEVELOPMENTS IN THE EDUCATION OF DISABLED CHILDREN

অক্ষম শিশুদের শিক্ষার বিকাশ

পর্ব—২ ঃ অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষায় অগ্রগতি (Developments in the Education of Disabled Children)

ভূমিকা : অক্ষম শিশুদের শিক্ষা বিশেষ শিক্ষা নামে অভিহিত। সংজ্ঞা স্বরূপ বলা যেতে পারে সাধারণ স্বাভাবিক ধরনের অপেক্ষা আলাদা ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই পর্যায়ে অক্ষম শিশুদের শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ শিক্ষার বিকাশের ইতিহাস উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE, 1986) অক্ষম শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি ঠিকমত আলোক সম্পাত করে। একে রূপায়িত করার জন্য Programme of Section সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করে। অল্প মাত্রায় অক্ষম শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বয়ী শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resource Development) কর্তৃক এটা রচিত এবং SCERT (State Council of Education Resarch and Training) এবং রাজ্যস্তরে (Non Governmental Organisation) এটি কার্যকরী হয়।

অতিরিক্ত মাত্রার অক্ষম শিশুদের জন্য Ministery at Social Justice and Empowerment দ্বারা স্থাপিত হয় বিশেষ বিদ্যালয়। এটি NGO দের মাধ্যমে রাজ্যসরকার মারফৎ কার্যকরী হয়। এর সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে সমস্ত শারিরীক ও মানসিক অক্ষম শিশুদের মঙ্গল বিধানের জন্য তাদের সর্বপ্রকার সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধানকল্পে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শীর্ষপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Institute/Apex level Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রকারভেদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন প্রকার।

একক ১ ❑ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (Historical Perspectives and Constitutional obligation Regarding Education of the Disabled.)

গঠন বিন্যাস :

১.১ ভূমিকা ÷ বিশেষ শিক্ষা

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ

১.৩.১ পৃথিবীর প্রাচীন পটভূমি

১.৩.২ মধ্যযুগের ভারতে উন্নতি সাধন

১.৩.৩ বর্তমান ভারতের ক্রমোন্নতি

১.৩.৪ ভারতীয় দৃশ্যপট।

১.৪ এককের সারাংশ

১.৫ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৬ বাড়ীর কাজ

১.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.৮ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

জীবনে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যভাবে বলা যায় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োগে নিপুণতা অর্জন। শিক্ষা সাধারণত সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য মূলস্রোতের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষকে যুক্ত করে। কিন্তু আমাদের সমাজে একক কিছু ব্যক্তি আছে যারা তাদের কিছু অসুবিধার জন্য উন্নতির ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পায় না। তাদের বোধ, জ্ঞান এবং শারিরীক ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বিশেষ প্রতিভার সমস্যা। এই ব্যক্তিদের টিকে থাকার জন্য ও মূল স্রোতের অগ্রগতির অবদানের জন্যও তাদের বিশেষ য- নেওয়া ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এদের শিক্ষাকে বিশেষ শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রটি গড় স্বাভাবিক ব্যক্তি অপেক্ষা যারা আলাদা তাদের বিষয়টি য- নিয়ে আলোচনা করে।

এই পর্বে অতীতে এর উদ্ভব, পরবর্তী পার্থিব পরিবর্তনের সঙ্গে, অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের বর্তমান অবস্থায় এর প্রসার নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ (Objections)

বিশেষ শিক্ষার বিকাশের ইতিহাসের আলোচনা আপনাকে সমর্থ করবে।

- বিশেষ শিক্ষার অর্থ উপলব্ধি করতে।
- বিশেষ শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা গঠন ও পোষণ করতে।
- বিশেষ শিক্ষার প্রসঙ্গে কিছু বিধিবদ্ধ উপায় নির্ণয় করে তার সাহায্যে কিছু নূতন ধারণা এবং বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল বা প্রযুক্তি করতে।

১.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (Historical Perspectives and Constitutional Obligation.)

বাস্তবিকপক্ষে উন্নতি বা অগ্রগতি হল ধীরে বিকশিত একটি চারাগাছ। ঠিক সেরকমই বিশেষ শিক্ষার চারাগাছটিও মানুষের আগ্রহ, মনোভাব এবং আচরণের দীর্ঘকাল ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে লালিত হয়েছে যা বিভিন্ন অক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির শিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয়, সুগম এবং সুবিধাজনক করে তুলেছে।

শুরুতে অক্ষম শিশুরা পিতামাতার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা লালিত পালিত হতো এবং পিতামাতাকে তাদের অক্ষমতার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হতো। আর এ সমস্তই হতো প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিন্তু বাইরের অসুবিধার জন্য কিংবা পিতামাতার সহজাত প্রবৃত্তির অভাবে তারা পরিত্যক্ত হতে লাগলো। যারা টিকেছিল তারা অনিশ্চিত পরিবেশের পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুগ 'Instinctive Darwinism' নামে পরিচিত। একালে মানুষের মনোভাবের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে এবং তারা অসমর্থতাকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলে গণ্য করে। এ ধারণা 'Sin Theory' এর উপর প্রতিষ্ঠিত, এর ফলে সমাজ থেকে অক্ষমদের বিতারিত করল। এটা ছিল Social Darwinism' পর্যায়।

বিশেষ শিক্ষার আধুনিক যুগের উদ্ভব Educational Darwinism হতে। যার অর্থ হল অসমর্থদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে Social Darwinism-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। কিন্তু তাদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানুষের মনোভাব ছিল সহজ সরল এবং সহানুভূতিপূর্ণ। অর্থাৎ বিষয়টি ছিল এরূপ—"এস যদি পার (come if the person can), পারলে মোকাবিলা করতে চেষ্টা কর (try to cope if he/she can), যদি পার শিখতে চেষ্টা কর (attempt for learning if they can).

সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে পরিষ্কার আলো থাকে। সেইজন্য এই যুগে মানবতার এবং উদার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক য- ও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। আইন সম্মত ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার আশ্রয়স্থল, প্রশিক্ষণের কেন্দ্র, হাসপাতাল, এবং অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনের উপর বিশেষ বিস্তারিতভাবে চিন্তা করা হয় এবং গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত অক্ষমতা বেশী প্রকট তার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী এবং অ-প্রতিবন্ধী এই দুই মেরুতে বিভাজন করা হয়। প্রতিবন্ধীদের স্বতন্ত্র বিশিষ্ট শ্রেণী বলে ভাবা হয়। এটি সমন্বয়ী বিশেষ শিক্ষার উদ্যোগের ক্ষেত্রে

সহায়ক হয়। অধিকন্তু অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে এবং তাদেরকে জনগণের সঙ্গে মূলস্রোতে আনার জন্য যে গভীর মমত্ববোধ মানুষের মধ্যে এসেছিল তা অক্ষমদের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে প্রেরণা দেয়।

১.৩.১ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপট (The ancient and Medieval world scenario) :

অসমর্থদের প্রতি সদর্থক মনোভাবের উল্লেখ প্রাচীনকালে পাওয়া যায়। ক্ষীরস্‌এ খৃঃ পূঃ ১৯৫২ অব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এটা মানসিক অক্ষমদের ব্যবস্থাপনা না হলেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তোলার সূচনা বলে একে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটাই অক্ষমদের জন্য শিক্ষার পথ প্রস্তুত করে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও অক্ষমদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটেনি। দ্বাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে রাজা দ্বিতীয় হেনরী আইন প্রণয়ন করে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের আলাদা করেন। কিন্তু তাদের উভয়কেই হাসপাতালে রাখা হত। ১৩৩০ সালে রাজা তৃতীয় এডওর্য়াড বেথেলহেমে হাসপাতালকে আশ্রয় ও চিত্তবিনোদনের স্থলে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অক্ষমদের মঙ্গলের জন্য কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপের স্বাক্ষর পাওয়া যায় নি। এই শতাব্দীর শেষভাগে আশার আলো দেখা যায় যখন পোপ প্রথম গ্রেগরী ঈশ্বরের বিধান বা ডিগ্রি জারী করলেন। এই ডিগ্রিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খঞ্জ, পঙ্গু লোকেদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাহায্য করতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চ ক্ষমতায় আসে এবং অক্ষম ব্যক্তিদের আশ্রয়, য- ও প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। তবে এখন পর্যন্ত অক্ষমদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অগ্রগতি অতিশয় মন্থর এবং ভালমন্দ মেশানো।

১.৩.২ আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপট (Mordern World Scenario)

ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রকাশ পায় প্রকৃত এবং সুপরিকল্পিত বিশেষ শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হতে। ফ্রান্সে এটি প্রথম আরম্ভ হয় যেখানে, Jean Marc Gaspard Itard (১৭৭৪—১৮৩৮) প্রথম ব্যক্তি যিনি মানসিক অক্ষম শিশুদের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ দিতে সচেষ্ট হন এবং Paris শহরের কাছে Aveyorn-এর এক উদ্ভট খাপছাড়া বন্য ছেলে কুড়িয়ে আনেন। তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি আংশিকভাবে সফল হন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত করেন পেশী, স্নায়ু ও চিন্তামূলক কিছু শারিরীক ক্রিয়া প্রশিক্ষণের কর্মসূচী। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের, তাদের আচরণের ব্যবস্থাপনা ও তৎকালীন সময়ের কার্যাবলীর উপর শিক্ষার গুরুত্ব দেন। এটাই কার্যত আজকের বিশেষ শিক্ষা। Itard 'Idiocy and its treatment by physiological methods' নামে একটি বই ১৮৬৬ সালে লেখেন এবং এটাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাদানের মৌলিক উৎস। Itard-এর পর তাঁর ছাত্র Seguin Madam Montessori-এর সহযোগে শিক্ষাদানের আলোক বর্ত্তিকা জ্বালিয়ে রাখেন এবং অনেক বিশেষ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। Seguine চরম মাত্রার (অত্যধিক) মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দিতে জোর দেন কিন্তু Montessori প্রধানত মানসিক অক্ষম ছাড়া অন্যান্য অক্ষম শিশুদের শিক্ষাদানেরও চেষ্টা করেন। তিনি লেখা, পড়া, অঙ্ক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের উপর শিক্ষাদানের জন্য কাজ করেন।

বস্তুত বিশেষ শিক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ও নীতির পূর্বশর্ত হল জনসাধারণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা

(Compulsory mass education)। এটা উৎসাহের সঙ্গে উপলব্ধি করে প্রথম ফ্রান্স এবং তারপরই ইউরোপের দেশসমূহ যেমন ব্রিটেন, জার্মানী এমনকি আমেরিকাও। সেই জন্যই ফ্রান্সকে বিশেষ শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়। জয়ের তালিকায় বৃটেনেরও নিদর্শন আছে। ১৮৩৮ সালে অন্ধদের পড়ানো শেখাতে London society প্রথমে London-এ এবং পরে বার্মিংহাম-এ বিদ্যালয় স্থাপন করে। যেহেতু ঊনবিংশ শতকের বেশীর ভাগ সময়ে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক হাসপাতাল বা উম্মাদ আশ্রমে রাখা হত। ১৮৪৭ সালে Part House, High gate এ Asylum for Idiots নামে মানসিক অক্ষমদের জন্য প্রথম পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ হয়। Hogan Guggenbuhl (১৮১৬-৬৩) ইতিমধ্যে মানসিক অক্ষম শিশুদের সর্বাঙ্গীন পরিচর্যার জন্য প্রথম আবাসিক বিদ্যালয় ১৮৪১ সালে সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করেন।

জনগনের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনে বিলম্বিত হয়। ১৮৭০ সালে Forster জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য Education Act আনেন। এই Act, Forster Act নামেও পরিচিত। এই Act-এ সাধারণ মানুষদের শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮০ সালের Education Act-এ এর পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থায় যোগদান বাধ্যতামূলক হয়নি বলেই এটা সফল হয় নি। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদান ব্যাপারে অনেক সময় নিয়েছিল। এর সাফল্যের পশ্চাতে ছিল বিশ্বযুদ্ধের ফলে মন্দা বাজারের জন্য শিশু শ্রমিক বাজারের পতন। কিন্তু অধিক সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আসার ফলে সমস্যার সমাধান অপেক্ষা সমস্যা বাড়তে লাগল।

দরিদ্র, অপুষ্টি সম্পন্ন, অসুস্থ অক্ষমদের শিক্ষা দিতে ভয়ঙ্কর অসুবিধা দেখা দিল। বাস্তবে কখনও শিক্ষকগণ স্বাভাবিক ও অক্ষম শিশুদের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে রূঢ়, গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক হচ্ছিল। যেহেতু সরকারী অনুদানের বেশীর ভাগ অংশ প্রতি শিশুর সম্পাদিত কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল তাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যার দিকে ভালভাবে নজর দিতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮০-এর দশকে Neuro physiologists সহ চিন্তামূলক আন্দোলনের উদ্ভব হয়—কিভাবে শিশু এবং বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তদের (adolescents) অত্যধিক কাজের চাপ মস্তিষ্কের ক্ষতি করে।

যে সমস্ত শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা অর্দ্ধভূক্ত তারা অতি সহজে এই ক্ষতির স্বীকার হয়। এদের জন্য বিশেষ যত্ন-র প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঐ সময়ে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অন্ধ এবং বধিরদের শিক্ষার জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রের সাহায্যের দাবি করে। যদিও ১৮৮০ দশকে অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ শ্রেণীর কাজ আরম্ভ করে তবুও সরকারী অনুদান অস্পষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল সরকার অত্যধিক চাপের ফলে কিছু অনুকূল ব্যবস্থা নেয়। অবশেষে ১৮৮৫-৮৬ তে সরকার Lord Egerton-এর সভাপতিত্বে Royal commission গঠন করে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে ঃ

- U.K.-তে অন্ধদের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট।
- অন্ধদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি।
- এই উদ্দেশ্যে এলিমেন্টারী টেকনিক্যাল, প্রফেশনাল এবং বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
- অন্ধদের জন্য যোগ্য কাজের সুযোগ।
- কাজে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন অন্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে শিক্ষার উপায়।

● মূক ও বধিরদের জন্য একই প্রজেক্ট।

১৮৮৯ সালে Egerton commission রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশন ৫-১৬ বছরের অন্ধ শিশুদের এবং ৭-১৭ বছরের বধির শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে Braille পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করা হয়।

যদিও কেউ কেউ উন্নত (Raised) Roman অক্ষরকেও পছন্দ করে। অনুরূপভাবে sign, moral এবং oral পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে সুপারিশ করা হয়।

এ সত্ত্বেও মানসিক অক্ষমদের নিয়ে সমস্যা থেকে যায়। তাদের জন্য Dorothea Dir, Samuel Howe এবং Horvy Wilbar ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে আমেরিকায় অনেক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টা ১৯৮৭ সালে AAMD গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্রিটেনে অক্ষমতার প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার অসুবিধা থেকে যায়। অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন শারিরীক চিহ্ন যেমন সংজ্ঞাহীনতা, শূন্যভাবে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা এবং অতিমাত্রায় মস্তিষ্কের আকার মানসিক অক্ষমদের নিদর্শন। ফলত কমিশন তিন শ্রেণীতে মানসিক অক্ষম শিশুদের ভাগ করেন ldiots, Imbeciles এবং Feeble minded।

Idiots, Imbeciles এবং Feeble minded। তাঁরা বলেন Imbecile এবং Feeble minded দের শেখানো যেতে পারে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিদ্যালয়ের দ্বারা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

১৮৯১-১৯০০-এর দশকে Egerton Commission বিশেষ শিক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন সম্পর্কে চিন্তা করে। এই সময়টা ছিল পৃথিবীতে সামাজিক পরিবর্তনের। গ্রাম থেকে পর্যন্ত সমাজের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের আচরণ বিধি আলোচনার ক্ষেত্রে Darwin এর survival of the fitttest theory (১৮৫৯) বেশী ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল শ্রমিক শ্রেণী হতে দুর্বল শ্রেণী বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। লোকেদের মনে ধারণা জন্মাল, যারা হীনবুদ্ধি এবং অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তারা উপযুক্তদের অপেক্ষা সমাজ বেশী লোকের জন্ম দিয়ে বুদ্ধির অবনতি ঘটাবে এবং সাধারণ মানুষই সমাজে থাকবে। এর ফলে Eugenics society গড়ে ওঠে এবং মানবজাতির অবনয়ন রোধ করার উপায় খুঁজতে থাকে।

সাধারণ জনসাধারণের চাপ অনুভব করে এবং অক্ষমদের উন্নতির ক্ষেত্রে জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আইনে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অন্ধ ও বধির শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে বলা হয় এবং অতিরিক্ত কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। যাইহোক Eugenies society-এর ঘোষণা পত্রের প্রভাব ১৮৯৯ সালের Elementary Education Act-এর উপর যথেষ্ট ছিল। এই Act-এ কর্তৃপক্ষদের অক্ষম (defective ও Epileptic) শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করার ক্ষমতা দেয়। ১৬ বছর পর্যন্ত সমস্ত অক্ষমরা বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে, যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে তাদের জন্যে। এবং তাদের সম্পূর্ণ তত্ত্বধানের ব্যবস্থাও।

আগে মানসিক অক্ষমদের জন্য ভালভাবে চিন্তা করা হয়নি। ১৮৯৯ সালেই তাদের জন্য প্রথমে আইন প্রণয়ন হয় এবং বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে মানসিক অক্ষমদের জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। Royal commission অনেক তথ্য সংগ্রহের পর ১৯০৮ সালে সুপারিশ করে।

● মানসিক অক্ষমরা সমাজের অশুভ শক্তির হাত থেকে এবং জীবনযুদ্ধে তারা যে ঠিক যোগ্য নয় তার জন্যেও সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করে।

- সামাজিক দোষারোপ থাকবে না। এর জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন।
- সমস্ত মানসিক অক্ষম সঠিকভাবে নিরূপণ করে তাদের সাধারণের পরিষেবার সংস্পর্শে আনয়ন।
- ব্যক্তির জন্য শক্তিশালী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাজ করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে আইনজ্ঞ, চিকিৎসক এবং অন্ততপক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। ইতিমধ্যে বিশেষ শিক্ষার উন্নতির কথা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। Ovide Decroly বেলজিয়ামে মানসিক অক্ষম (Mental retardation) শিশুদের জন্যে একটি কার্যকরী পাঠক্রম উদ্ভাবন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ইউরোপে আদর্শ বিদ্যালয় বলে স্বীকৃত হয়। ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের Alfred Binet এবং Simon-এর Intellignce test বা বুদ্ধি পরিমাপ করে আমূল পরিবর্তন আনেন। ১৯০৭ সালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের খাওয়া ব্যাপারে ব্যয় করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ Royal Commission Mental Deficiency Bill (MBD) পাশ করে অক্ষমদের সারাজীবন বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা স্বীকার করে এবং আইন বা ডিগ্রি জারি করে যে, সহানুভূতিশীল অভিভাবক এবং অনুকূল পরিবেশ স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজন Mental Deficiency committee গঠন করে তাদের উপর অক্ষমদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে এবং তাদের জন্য যোগ্য বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উর্দ্ধতন কর্মচারী নিয়োগ করে সমাজে লোকেদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১৩ তে London country council Education committees Cyri Burt নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক নিয়োগ করে যাঁর কাজ ছিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে এবং তারপরে প্রায় ১০ বছর ধরে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৯২৩ সালে Newman একটা বিশেষত কমিটি গঠন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কাজের মধ্যে ভিন্নতা মাত্রা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এই কমিটি ৬টি অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে ৩৩০০ বিভিন্ন প্রকারের অক্ষমতা লক্ষ্য করে।

এরপরে এই কমিটি বিস্তারিত ভাবে মানসিক ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করে। পরিণামে তাদের বাস্তব সুপারিশ সমূহ পরিবর্তন পূর্ণ। বাস্তবিকপক্ষে, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ ৭০-এর নীচে I-Q বিশিষ্ট শিশুদের পৃথকভাবে বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য কিংবা তাদের স্থানীয় Mental Deficiency কর্তৃপক্ষের এই কমিটি কেবলমাত্র ৫০ বা তার মন I-Q বিশিষ্ট শিশুদের স্থানীয় Mental deficiency কর্তৃপক্ষের নিকট পরামর্শের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। এই কমিটি ৫০ হতে ৭০ I-Q বিশিষ্ট শিশুদের সঙ্গে ৭০ হতে ৮০ I-Q বিশিষ্ট শিশুদের একই গোষ্ঠীতে নিয়ে এসে তাদের পিছিয়ে পড়া ও জড় বুদ্ধি সম্পন্ন (dull) বলে শ্রেণীভুক্ত করে। এই নতুন শ্রেণীর পিছিয়ে পড়া শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ে নয় সাধারণ বিদ্যালয়েই বিশেষ য- নিতে হবে।

এই রূপে পরবর্তীকালে সরকার অন্ধ ও বধির শিশুদের জন্য অনেক অনুসন্ধান করেছে। তারা এই উপসংহারে এসেছে আংশিক বধির ও আংশিক অন্ধ শিশুরা একেবারে বধিরও অন্ধশিশুদের অপেক্ষা অন্যপ্রকার ব্যবহার প্রয়োজন বোধ করে এবং এটি বিশেষ বিদ্যালয় অপেক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়েই ভালভাবে দেওয়া যেতে পারে। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৬) পর সরকার এই সুপারিশগুলো কার্যকরী করার জন্য কিছুই করে নি। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝিতে বার্মিংহাম শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বিশেষ বিদ্যালয়ের

পরিচালনায় child guidence clinic স্থাপন করে। প্রথমদিকে এরজন্য অর্থ ব্যক্তিগত দাম হাতে এলেও পরে কর্তৃপক্ষ Board of Education কে clinics-এর পরিচালনার ব্যয়ের অর্থ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ১৯৩৯ এর পর এই পরিকল্পনা এবং Clinics এর কাজ পারস্পরিক ঐক্যের অভাবে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশেষ সমস্যা জনিত লোকেদের জন্য জাতীয় নীতি এবং National Association for Retarded children (NARC) নামে মানসিক অক্ষম শিশুদের পিতা মাতাদের প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য Programme এর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেনে ১৯৫৯ সালে Mental Health Act পাশ হওয়ার পরে রুগ্ন ও প্রতিবন্ধী লোকেদের অধিকার রক্ষা করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল—মানসিক অক্ষম মহিলার সঙ্গে যৌনমিলন আইন বিরুদ্ধ। ১৯৮৩ সালের আইনে ''Mental Definiency'' কথাটি ''Mental Handicap''-এ পরিবর্তিত হল। এরপরে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষমদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সৃষ্টি হল এবং সেখানে ও সাধারণ বিদ্যালয়ের মত বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বারা পেশাগত ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

১৯৭০-এর দশকে আমেরিকা আবার Vocational Rehabilitation Act (PL-93-112) সংশোধন এবং Education for All handicapped children Act (Pl-94-142) পাশ করে। পরে আবার ১৯৯০ সালে Disabilities Education Act পাশ করে। এই আইনে প্রধান বিষয়যুক্ত হয়।

Language alteration means, child to individual handicap to disability, person first and disability next to be emphasised.

Every individual on student with disability (14-16 years) could demand on integrated education for transition to work.

Additional categories i.e., autism and traumatic brain injuries were included.

১৯৯০ সালের Disability Act অনুসারে আমেরিকাবাসিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য civil rights সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উপর জোর দেয়। পরে কর্মক্ষেত্রের বৃহৎ পরিধি বৈষম্য হীনতা অন্তর্ভূক্ত হয়। United Nations Organisations (UNO) ১৯৮১ সালকে ''International years of Disabled persons'' এবং পরে ১৯৮৩—৯২ কে ''United Decade of Disabled persons'' বলে ঘোষণা করলে এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাত্রা বেড়ে যায়। এর উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতিতে Disabled ব্যক্তিরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করে বসবাস করে। এই প্রকার সাম্যের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত হয় শিক্ষা স্বাধীনতা। Asian and pacific Decade of Disabled person (১৯৯৩—২০০২) ÷ অসমর্থ ব্যক্তিদের সমস্যা এবং তাদের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। তখন হতে নিউদিল্লী, বেজিং, এবং ব্যাককে বাধ্যমুক্ত আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে তিনটি pilot project গ্রহণ করা হয়।

১.৩.৩ ভারতের দৃশ্যপট (Indian Scenario)

অক্ষমদের শিক্ষার ক্রমোন্নতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতে এটি অতি প্রাচীনকাল থেকে ছিল এবং এর প্রকৃতি ছিল Social Darwinism-এর মধ্যে। প্রাচীন ভারতের ''Theory of karma'' এই ইঙ্গিত দেয়। অতীত জীবনের কর্মফলের জন্যে বর্তমান জীবনের অবস্থা। ঐ ভাবেই ব্যক্তির বর্তমান কাজ পরবর্তী

জীবন নির্দ্ধারণ করবে। এর অর্থ ভাল কাজ ভাল জীবন এবং মন্দ কাজ হীন জীবন দেবে। এর অর্থ হচ্ছে যে কর্ম অপেক্ষাকৃত ভাল জীবনের পথ সুগম করতে পারে। এইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আত্ম উপলিব্ধর বাস্তবায়নের জন্য 'আশ্রমে' আশ্রয় নিতেন এবং অক্ষমদের গ্রহণ করতেন যাতে তারা অতীত জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয়। তাদের তাঁরা ভাল কাজে নিযুক্ত করতেন যাতে তারা ভালকাজ করতে পারে।

১.৩.৩.১. প্রাচীন ভারতের দৃশ্যপট (Ancient Indian Scenario)

খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রামায়ণে প্রতিবন্ধীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাণী কৈকেয়ীর পরিচায়িকা মন্থরা নির্বোধ (Dull) ছিল। প্রায় খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে গর্ব উপনিষদ Garba Upnishad) উপদেশ দেয়, দুর্দ্দশাগ্রস্থ মাতাপিতা ত্রুটি যুক্ত সন্তানের জন্ম দেয়। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে ''Childish mind'' মডেল মানসিক ত্রুটির ব্যাখ্যা উপনিষদে আছে। খৃঃ পূঃ ১৮৫ হতে ৭১ অব্দে পতঞ্জলি ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগ থেরাপি (Yoga Therapy)-এর অন্তর্ভূক্ত করেন। মৌর্য্য যুগে কৌটিল্য অনেক অগ্রসর হয়ে পঙ্গু ব্যক্তিদের মৌখিক ও আচরণগত বিদ্রূপ বন্ধ করেন এবং পঙ্গুদের গুপ্তচরের কাজের জন্য নিয়োগ করেন। সম্রাট অশোক পঙ্গুদের জন্য হাসপাতাল ও আশ্রম স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ১ম অব্দে বিষ্ণুশর্মা, রাজা অমরশক্তির সভাসদ, "পঞ্চতন্ত্র" নামে বিশেষ শিক্ষার প্রথম বই লেখেন।

১.৩.৩.২ মধ্যযুগের ভারতে অগ্রগতি (Development in Medieval India)

রাষ্ট্রের য- ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের কৃষ্টি ও প্রথা রাষ্ট্রের য- ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের কৃষ্টি ও প্রথা মধ্যযুগের ভারতেও ছিল। তবে আরও কিছু লক্ষ্য করার মত অগ্রগতি আসে। অন্ধেরা চারণ হয়ে ভগবানের স্তুতি ও অর্চনার স্রোত্র গেয়ে বেড়াত। শূদ্ররা এই গুণের মূর্তরূপ। যিনি কৃষ্ণের ভজনা এবং কৃষ্ণভক্তি সংস্কৃতি প্রচার করেন তিনি এক অন্ধকবি ছিলেন।

অনুরূপে, এক মুসলমান অন্ধ হাফিজ হতে কোরান মুখস্থ বলতে পারতেন। মারাঠা ও পেশোয়ারা বধিরদের গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন এবং গোপন দলিলের অনুলিপি কর নিয়োগ করতেন। এটি কিছু নির্দিষ্ট লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের মনোভাবে এবং আচরণের পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। যার ফলে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দেশীয় পদ্ধতি রূপ লাভ করে।

১.৩.৩.৩ বর্তমানে ভারতে অগ্রগতি (Development in Modern India)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পৃথিবী ব্যাপী সমাজপরির্তনের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। ১৮২৯ সালে রাজা কালিশঙ্কর ঘোষাল উত্তর ভারতের বারাণসীতে এক আশ্রম উদ্বোধন করে, অন্ধদের জন্য বিশেষ শিক্ষা শুরু করেন।

১৮৪১ সালে চেন্নাই-এ মানসিক রোগগ্রস্তদের হতে পৃথক করে বোকাদের (idiots)-এর আশ্রম খোলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ অনেক প্রতিষ্ঠান এবং সমন্বয়ী বিদ্যালয় (Integrated School) প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বোম্বাই বর্তমানে মুম্বাই-এ ১৮৮৪ সালে Instititue for the deaf & mute প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করার মত। ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের আম্বালার অন্ধদের প্রথম Brail System

আসে। এটাই অন্ধদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়। এই ঘটনাবলী ভারতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ভারতে সূচনা। উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলার কার্শিয়াং-এ ১৯১৮ সালে মানসিক ও শারীরিক অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রথম বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সাধারণ বিদ্যালয়ে কোন প্রকার উপকৃত না হয়েই এখানে আসে। ১৯৩৪ সালে রাঁচিতে Pyscho medical retardation centre প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের সরকারী মানসিক হাসপাতালে (Governmental Mental Hospital Madras) মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ১৯৩৯ সালে এক বিদ্যালয় শুরু করে। এইরূপে বিস্ময়কর ভাবে ১৯৪৭ সালে বধির, অন্ধ এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪, ৩২, ও ৩-এর আসে। ১৯৫৪ সালে শ্রীনিবাসন বোম্বাই এর অন্ধেরীতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রথম বিশেষ শ্রেণীর কাজ শুরু করেন।

ভারতের সংবিধানের Article ৪৫ অনুসারে ৬ হতে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে মেয়েদের বাধ্যতামূলক সার্বিক শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েরা এই আওতায় আসে। পরবর্তীকালে Education Commission Report (1965-66) যতটা সম্ভব সাধারণ বিদ্যালয়ে অক্ষম শিশুদের দেবার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ ১৯৬৮- তে পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। কিন্তু এইসব সুপারিশ বিশেষ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সমন্বিত বিদ্যালয়ের কথা যেন পিছনে থেকে যায়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত টাকার অভাবের জন্য এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপর Ministry of social welfare হতে Ministry of Education-এর হাতে এই পরিকল্পনা চলে যায়।

Education Ministry-র কাজ প্রাথমিক ভাবে সীমাবদ্ধ শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের মধ্যে নিহিত থাকে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সাহায্য দান ছাড়া তাদের লক্ষ্য থাকে পাঠক্রম, শিক্ষাদানের উপকরণ ও সহায়ক যন্ত্রপাতির উপর। এটা স্বীকৃত সত্য যে অক্ষম লোকেদের যেকোন নাগরিকের মত একইরূপ অধিকার আছে। কিন্তু টিকে থাকার প্রয়োজনে উন্নতশীল দেশগুলি (তৃতীয় বিশ্বের) টাকার অভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। সেইজন্যেই যতটা সম্ভব অক্ষম শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসার দিকে জোর দেওয়া হল। এই উদ্দেশ্যে সার্বিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে একটা Model করা হয়েছে। মডেলটি নিম্নের বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে। সুতরাং এর উন্নতি শিক্ষার একটা অংশ হওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের সাহায্য করা উচিত।

২। সাধারণ বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সমন্বয় করে সাধারণ বিদ্যালয়ে অক্ষমদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে।

৩। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিসেবা বৃদ্ধি করে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৪। সাধারণ ও অক্ষম শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতার (responsiveness) উন্নতি করে শিক্ষার সমন্বয়ী করণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সুদৃঢ় করা হবে। এই সংবেদনশীলতার অংশ নেবে সাধারণ শিক্ষক এবং বিশেষভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক।

৫। শিক্ষকদের সহায়তা বিশেষ করে বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের।

৬। পরিসেবা এবং সম্পদের উন্নতি ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অঞ্চল পরিকল্পনা করা যেতে

পারে। এই অঞ্চল আবার অক্ষম ছাত্রদের সংখ্যা, পরিসেবা ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল।

এই সমস্ত সুপারিশের পাশাপাশি Federation for the welfare of the mentally Retarded (FW MR, India) ১৯৬৫ সালে জন্ম নেয়। লক্ষ্য উন্নতির প্রধান স্রোতে মানসিক অক্ষমদের আনার জন্যে বিভিন্ন প্রকার পরিসেবা দিতে সম্পদ সরবরাহ করা। এই ফেডারেশন ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জনগণের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করতে এবং সরকারী সুযোগ ও সাহায্য পেতে অসাধারণ কাজ করে। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য National Institute for the Mentally Handicapped স্থাপন করে। একই সময়ে সরকার Institute of visually Handicapped, Hearing Impaired and orthopaedically Handicapped. NCERT. ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ এবং College of Education কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে উন্নত করার অর্থ দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার Rehabilitation Council of India স্থাপন করে। এই Council প্রশিক্ষণ নীতি ও কর্মসূচী, বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার জন্য দায়বদ্ধ।

১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্বকালে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা National Policy on Education-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। এই NPE সুনির্দিষ্ট করে বলে যে প্রতিবন্ধী তালিকা ভুক্ত করতে হবে। লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরণ, নিরূপণ ও মূল্যায়ন (assessment) করার কথা বলা হয় যাতে তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। এই প্রসঙ্গে National Building code of India (১৯৮৩) এবং Bureau of India standard code (1987) on ''Building and Facilities for the Physically Handicapped যথেষ্ট পরামর্শ ও সাহায্য করেছেন। ১৯৮৭ সালে Behrul Islam কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কার্যের জন্য Persons with Disabilities Act, 1995 হয়। উল্লেখযোগ্য এই আইন প্রণয়ন অক্ষমদের চিত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। দেশে অক্ষমদের আইনজাত সুরক্ষা এবং মর্যাদা দেয় এই আইন।

এই আইন অক্ষমদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার বৈষম্য মূলক আচরণ দূর করে এবং সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে। এর মধ্যে ১৪টি অধ্যায় (Chapter) আছে।

এবং ৫ম অধ্যায়ে অক্ষমদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। এ অধ্যায়েই সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিতগুলি বাধ্যতামূলক ÷

- ১৮ বছর পর্যন্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষাদান।
- স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সংহতি উন্নীতকরণ।
- বৃত্তি শিক্ষাসহ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা বৃদ্ধি।
- প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রস্তুত যেমন—

□ যে সমস্ত শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার পর অক্ষম হওয়ার জন্য আরও অগ্রসর হতে পারে নি তাদের জন্য আংশিক সময়ের বিশেষ ক্লাসের পরিচালনা।

□ যথোপযুক্ত Orientation-এর পর গ্রহীতাকে প্রথা বর্হিভূত শিক্ষাদান (Imparting non-formal education after giving the recipients appropriate orientation)

- Open school এবং Open Universitites-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান।
- ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পারস্পরিক কার্যের মধ্যে দিয়ে ক্লাস ও আলোচনা পরিচালনা।
- নতুন সাহায্যকারী কৌশল এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ উন্নত করার জন্য গবেষণা।
- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

বিস্তৃত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিনা ব্যয়ে যাতায়াতের সুবিধা, বিশেষ ধরনের বই, বিদ্যালয় পোষাক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে।

এই উল্লেখযোগ্য আইনের দুবছর পর National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) ১৯৯৭ সালের জানুয়ারীতে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য শিক্ষা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আর্থিক সাহায্য দান। ২০০০ এবং ২০০১ সালে Social Justice and Empowerment মন্ত্রক ৬টি Composite Regional Centre স্থাপন করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জম্মু, লক্ষ্মৌ, ভূপাল এবং গুয়াহাটিতে এই CRC এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। তাদের লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

সেই জন্যেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা মনে হয় প্রমাণ করে ''Rome was not built in a day'' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় উন্নতি বিস্তার করেছে তাও দেখায়।

১.৪ এককের সারাংশ (Unit summary)

- বিস্তারিত বর্ণনার পর নিচের বিষয়গুলি দ্বারা সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে ÷
- উন্নতির জন্য জ্ঞান ব্যবহার করে নিপূণতা অর্জনই শিক্ষা। বিভিন্ন অসুবিধা, সমস্যা, বিশেষ প্রতিভাযুক্ত লোকের শিক্ষাকে বিশেষ শিক্ষা বলে।
- বিশেষ শিক্ষা উন্নতির ইতিহাসকে Institution Darwinism, Social Darwinism and Education Darwinism-এ শ্রেণী বিভক্ত করা যেতে পারে।
- অসমর্থদের প্রাচীনতম উল্লেখ এবং বিশেষ শিক্ষা ভারতে লক্ষ্য করা যায় খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু পাশ্চাত্যে খৃঃ পূঃ ১৯৫২ অব্দে উল্লেখ পাওয়া যায়।
- পতঞ্জলি তার সমর্থদের "যোগ"-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি পৌর পাঠক নামে এক নির্বোধকে শিক্ষা দেন।
- প্রথমে কৌটিল্য (খৃঃ পূঃ ৪র্থঃ অব্দে) অসমর্থ ব্যক্তিদের প্রতি অপমান জনক শব্দগুলি নিষিদ্ধ করেন। তিনি বহু অসমর্থ ব্যক্তিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন।
- ব্রিটেনের রাজা ২য় হেনরী প্রথম ব্যক্তি যিনি আইন প্রণয়ন করে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি হতে মানসিক অক্ষমদের পৃথক করেন।
- বিশেষ শিক্ষার ধারণা এবং বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পিত পরিসেবা ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আকার নিলেও Jean Marc-Gaspard Itard (১৮৭৭৮—১৮৩৮) মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দিতে সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণের প্রথম উদ্যোগী।

- ১৮৪১ সালে সুইজারল্যাণ্ডে মানসিক অক্ষমদের সর্বাঙ্গীণ শুশ্রূষা করার জন্য প্রথম আবাসিক, প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন Hohann Guggenbuhl (১৮১৬—১৮৬৩)। ১৮২৬ সালে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ করেন বর্তমান ভারতের বারাণসীতে কে এস. ঘোষাল।
- ভারতে অসমর্থ লোকেদের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান বোম্বাই-এ ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়। এটি মূক ও বধিরদের জন্যে। অন্ধদের জন্য Braile পদ্ধতি ১৮৮৬ সালে ভারতে আসে।
- Alfred Binet এর Intelligence Test ১৯০৭ সালে বের হয় এবং বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনে।
- ১৯৪৫ সালে শ্রীনিবাসন মুম্বাই-এর আন্ধেরীতে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ক্লাস শুরু করেন।
- ১৯৭০-এর দশকে Vocational Rehabiliation Act এবং Education for All Handicapped Children Act বিশেষ শিক্ষাকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।
- ১৯৯০ সালে Disability Act আমেরিকায় বলবৎ হয়। ভারতে Person with Disabilities (Equal opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act ১৯৯৫, উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়ন করে Social Justice & Empowerement মন্ত্রক সারা ভারতে ৬টি Composite Reginal Centres স্থাপনের পরিকল্পনা করে ২০০০—২০০১ এর মধ্যে। এর মধ্যে ৫টি কাজ করছে।

১.৫ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। ঐতিহাসিক এবং আইন প্রণয়ন বিষয়গুলি পাঠের প্রয়োজন কি?
২। অসমর্থ ও প্রতিবন্ধী শব্দ দুটি বুঝিয়ে বলতে হবে।
৩। Rehabilitation Council of India-এর অসমর্থ ব্যক্তিদের শিক্ষা বিষয়ে কার্য্য কি?

১.৬ বাড়ির কাজ (Asignment/Activity)

Persons with Disability (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, নিজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

১.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification.)

১.৭.১ আলোচনার বিষয় (Points for Dicussion)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

১.৭.২. ব্যাখ্যামূলক বিষয় (Points for Clarification)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

১.৮ উৎস (Reference)

1. Jones, K. (1972) A History at the Mental Helth Services, Rout ledge & Kegan pail, London.
2. Pritechard, D. G. 91963) Education 2 the handicaped 1760-1960, Rout bdge & Kegan panl, London.
3. Sutherland, G (1971) Elementary Education in the 19th century, Histocal Asociation pamphlet London.
4. The persons with Disabilities (Equal opportuenities) Protection of Rights And Full Participaried and Act, 1995 Published in The GAZZETTE OF INDIA dated 05.01.96.
5. Cutionha, R. (1977) Integrated Education : Retrospect and prospect, Vol,. (13), 24-34.
6. Patnaik, B. K. (2000) Belter Deal for Disabled, Vol 44 (3)
7. Swann, Wed, (1981) THe practice of special Education, Basil Black well London.
8. Tangira, N.K. (1986) Special Education Scenario in Britain and India : Issues, Parctice and perspective. The Acadence press, Haryana.
9. Shanley, E and Starrs, T. A. Ed (1993) Learning Disabilities ; A Handbook of cares, churchill living stone, London.

একক ২ ❑ অক্ষম শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এবং কার্যকরী কর্মসূচী ১৯৯২-এর সুপারিশ ও পরামর্শ (Recommendation/ Suggestion of the National Policy of Education (1986) and Pogramme of Action (1992) for the Disabled

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা

- ২.৩.১ শিক্ষার উপর জাতীয় নীতির তাৎপর্য
- ২.৩.২ পদ্ধতি রচনা
- ২.৩.৩ বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা
- ২.৩.৪ নজরদারী বা নিয়ন্ত্রণ (Monitoring)

২.৪ কর্মপরিকল্পনা (১৯৯২) (Programme of Action 1992)

- ২.৪.১ লক্ষ্য (Aims)
- ২.৪.২ শিশুদের শিক্ষার মূল্যায়ন।
- ২.৪.৩ শিশুদের জন্য সুবিধার মূল্যায়ন।
- ২.৪.৫ বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ।
- ২.৪.৬ অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ।
- ২.৪.৭ সমস্যাসমূহ (Thrust area)
- ২.৪.৮ শিক্ষার উপকরণের উন্নতি সাধন।
- ২.৪.৯ সম্পদ কক্ষ (Resource Room)
- ২.৪.১০ নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূরীকরণ।
- ২.৪.১১ প্রচলিত নিয়মকানুন শিথিল করার নির্দেশ (Regulations for relaxation of rules)
- ২.৪.১২ Pre-school এবং ECCE সুবিধা
- ২.৪.১৩ রাজ্য সরকারের অনুদান পদ্ধতি।
- ২.৪.১৪ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুদানের পদ্ধতি
- ২.৪.১৫ মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ

২.৫ এককের সংক্ষিপ্তসার

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.৭ বাড়ীর কাজ

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.৯ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

এই একক জাতীয় শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী সম্বন্ধে একটা ধারণা এবং এর প্রয়োগের জ্ঞান দেবে।

স্বাধীন ভারতে ১ম জাতীয় শিক্ষানীতি (First National Policy on Education (N.P.E.) ১৯৬৮ সালে আসে। কিন্তু এটা নিম্নমানের রচিত হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাবে কার্যকরী হয়নি। সেইজন্যে ১৯৮৫ তে এটাকে সমীকরণ করে সংস্কার করার জন্য গ্রহণ করা হয়। এবারে ভারত সরকার শিক্ষার উপর নতুন জাতীয় নীতি আনতে স্থির করে। জাতীয়স্তরে আলোচনার পর ১৯৮৬ সালে মে মাসে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়। শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (Aspects) নীতি নির্ধারণ করা হয় এখানে। তাদের মধ্যে একটা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা NPE-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য শারিরীক ও মানসিক অক্ষমদের সাধারণ জনগনের সঙ্গে সমান অংশীদার হিসাবে সমন্বিত করা এবং স্বাভাবিক করে তোলা যাতে তারা প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে।

২.২ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি ভালভাবে পড়ে নিম্নলিখিতগুলি বুঝতে পারা যাবে।

- N.P.E. 1986, এর মূল বক্তব্য ও পরিকল্পনা (Startegy)
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার কর্মসূচী।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বর্তমান শিক্ষার অবস্থা।

২.৩ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা (Education of the Disabled)

২.৩.১ জাতীয় শিক্ষানীতির বক্তব্যের তাৎপর্য (Implication of the N.P.E. statement)

সমন্বয়ী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি, ব্যাখ্যা করে যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা স্বাভাবিক শিশুদের মতই এক হবে। উপরন্তু এই নীতিতে সুপারিশ করা হয় যে এই সমস্ত প্রাক্ বিদ্যালয় শিশুদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত বৃত্তিমূলক প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য অসমর্থ শিশুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের অসমর্থতার প্রকৃতি নির্ণয় ও মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা থাকবে। ঐ সমস্ত শিশুদের Early Childhood Care and Education (ECCE) অধীনে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। ECCE-এর পরিকল্পনাগুলি হল—

- শিশুর উন্নতির জন্য সমন্বিত পরিসেবা (ICDS)
- Early Childhood Education Centres এরজন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা
- সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের Balwadis এবং Day care centre পরিচালনা।
- রাজ্যসরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Pre primary বিদ্যালয় পরিচালনা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য Agency-র মাধ্যমে শিশু ও তার মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

২.৩.২ পদ্ধতি রচনা (Process formulation)

জাতীয় শিক্ষানীতি এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, স্বাস্থ্য পরিসেবা পুষ্টিমান, মায়ের য- এবং অসমর্থতা বোধ করতে কার্যকরী ব্যবহারে উন্নতি হলে অসমর্থ শিশুর সংখ্যাও হ্রাস করা যেতে পারে। ফলে এই প্রকার শিশুর সংখ্যা চরমে পৌঁছাবে না। অন্ততপক্ষে প্রতি ১৫০-২০০ শিশুর জন্য মোট ১০,০০০ বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে। বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা অতিশয় ব্যয়বহুল বলেই যে সমস্ত শিশুদের প্রয়োজন সাধারণ বিদ্যালয়ে পূরণ হবে না, কেবল তাদেরই ভর্ত্তি করা হবে। ধরে নেওয়া যাক, সাধারণ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত উন্নতি দিয়ে অসমর্থ শিশুদের প্রয়োজন পূরণ করা যাবে। তবে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা (Universalisation)। ৬-১১ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ১৯৯০ সালের এবং ৬-১১ বৎসর শিশুদের ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা করতে হবে।

যদিও সম্পদ, সুযোগ, সুবিধা এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক পেতে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। যাইহোক সমবেত প্রচেষ্টায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এই সময়ের মধ্যে শিক্ষায় আনা যেতে পারে।

এই ধরনের শিশুদের তালিকাভুক্তি করণ ও সংরক্ষণ প্রতিবৎসর 20% হারে বাড়তে পারে নিম্নের পদ্ধতিতে ÷

- সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রশাসক ও শিক্ষক সমর্থনের জন্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা।
- এই শ্রেণীর শিশুদের ব্যবস্থাপনার জন্য চাকুরীকালে শিক্ষকদের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ।
- দূরসঞ্চারী শিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসকদের প্রশিক্ষার নবীকরণ।

  SCERT, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করে শিক্ষকের এইপ্রকার শিশুদের নিয়ে কার্যকলাপ তদারকির ব্যবস্থা করা।
- অক্ষমতা নির্ধারণ করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরিসেবার উন্নতিসাধন।
- যেখানে প্রয়োজন স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তার ব্যবস্থা করা।

এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয় যে কম করে তিনজনের একটি দলকে মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ের ১ জন করে ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটা Sub division পর্যায়ের প্রায় ৬০০০ Education officer কে প্রশিক্ষণ যুক্ত করবে। National Council of Education Research and Training (N.C.E.R.T.) কে শিক্ষক এবং প্রশাসকদের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বলিত পুস্তিকা রচনার দায়িত্ব দেওয়া যায়। শ্রমমন্ত্রক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে I.T.I গুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। একইভাবে কল্যাণমন্ত্রক ও স্বাস্থ্য বিভাগ কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোগান দেবে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নির্ণয় মূল্যায়ন করার পরিসেবা দান করবে। District Rehabilitation centres ও এ ব্যাপারে সহায়তা করবে।

১৯৮৬ সালে NPE উৎসাহদানের (Incentive) ব্যবস্থাসহ নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেছে।

- Aids ও Appliances ব্যবস্থা অঞ্চলে করা হবে।
- মাসিক ৫০ টাকা হারে যাতায়াতের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থঅ।

- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের যাদের অন্তত ১০ জন ছাত্র আছে তাদের রিক্সা ক্রয়ের টাকার ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ জনিত বাধা দূরীকরণ। এই বিদ্যালয়ে অন্তত ১০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকবে।
- বিনামূল্যে পাঠ্যবই, বিদ্যালয়ের পোষাক সরবরাহ যেমন তপশিলী জাতি ও উপজাতিকে দেওয়া হয়।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপস্থিতির জন্য উৎসাহ (incentives)
- বিদ্যালয়ে এই প্রকার শিশুদের প্রস্তুতির জন্য Early childhood for education-এর ব্যবস্থা।
- ৩ বছরের পরিবর্তে ৮-৯ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ব্যবস্থা। ভর্ত্তির নিম্নতম বয়স সীমা পরিবর্তনশীল হওয়া অত্যাবশ্যক।

নীতি অনুসারে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও শেখার সমস্যা সনাক্তকরণের জন্য যন্ত্রপাতি অনুপস্থিত। এগুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় উন্নত করতে হবে। প্রয়োনীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় যন্ত্রের ব্যবহারে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের পরামর্শ, 'NCERT'-র কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা উচিত। অল্পমাত্রার অক্ষম এবং যে সব মানুষ চলতে পারে না (Motor handicaps) সাধারণ বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

২.৩.৩ বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা (Education in special schools) বিশেষ বিদ্যালয়ে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (special schools and vocational training centres)

১৯৮৬ সালে NPE উপদেশ দিয়েছে যে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের বিশেষ বিদ্যালয় গড়ে তোলা ভাল। যুক্তি এই যে বিভিন্ন অসামর্থ্যযুক্ত শিশুরা একই অঞ্চলে থাকতে পারে। মাতা পিতারা দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের শিশুদের শিক্ষার জন্যে পাঠাতে পারবে না কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকলে সব ধরনের শিশুদের নিয়ে শিক্ষা দেওয়া, বৃত্তিমূলক শিক্ষক বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাক্ ও উত্তর কালের কাজের জন্য এবং নানারকম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। আরও বলা হয়, যদি কোনবিশেষ অঞ্চলে একই প্রকৃতির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা খুব বেশী হয় (যেমন ৬০-৭০) তাহলে ঐ অঞ্চলের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়া যেতে পারে।

প্রতিটি বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র থাকবে। এখানে কাজের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং অন্যান্য অত্যধিক মাত্রার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যদিও স্থানীয় কাজের লভ্যতার উপর জোর দেওয়া তথাপি RCI কে অনুরোধ করা হবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দিতে যাতে সারা দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কাজ পেতে পারে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকবে। ছেলেদের হোস্টেলে ৪০ জন এবং মেয়েদের হোস্টেলে ২০ জন থাকবে। হোস্টেলগুলো বিশেষ বিদ্যালয়ের এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রদের আনন্দ দেবে। বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন কেন্দ্রের পরিকল্পনা হওয়া উচিত রাজ্য পরিকাঠামো বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। শুরু করার জন্য সব মিলিয়ে অন্তত ৬০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকতে হবে।

বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি (Teachers of special Education and other professional) বিদ্যালয়সমূহের স্বচ্ছন্দ সাবলীল কাজের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু অনুসারে

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক ও কল্যাণমন্ত্রক Ministry of Welfare, UGC,NCERT এবং Regional colleges of Education, National Institutes of Handicaps এবং নির্ধারিত বিদ্যালয়ের Special Education Department মারফত এই কাজ করতে পারে। National Institutes তার আঞ্চলিক কেন্দ্রের মারফত Regional Colleges of Education চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। শিক্ষক ছাড়াও ৪০০ মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্ততপক্ষে ২ জন চিকিৎসক প্রতি জেলায় প্রয়োজন। তাদের কাজ হবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, সুপারিশ করা হয়। পরামর্শদাতাদের ৪-৬ সপ্তাহের চাকুরী অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়ন করতে পারে ও য- নিতে পারে। একইভাবে ২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পুনর্নবীকরণ ব্যবস্থা থাকবে। উপরন্তু অন্যান্য কর্মী যেমন Physio-therapist, Speech therapist ও অন্যান্য কাজের জন্য অন্তত ৪০০ জন প্রয়োজন। National Institutes and Regional colleges of Education অঞ্চল ভিত্তিতে ২ সপ্তাহের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষক পুনর্নবীকরণ (Reorientation) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum) :

অক্ষমতার জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সমস্যা আছে তা বিবেচনা করে এই সব বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম রূপান্তর করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ ছাত্রদের বিজ্ঞানের Practical class করার অসুবিধা, বধির শিশুদের একাধিক ভাষা শেখার পাঠক্রম খাপ খাইয়ে দিতে হবে। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন যাতে ঐ শিশুরা যা শিখতে পারে তা যেন তারা না হারায়।

বিশেষ শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। এজন্য সম্পদ কক্ষে শিক্ষার, যন্ত্রপাতির রূপান্তর, সুবিন্যস্ত করে রাখা এবং পরিবর্তন করা প্রয়োজন। Electronies বিভাগ, HRD মন্ত্রক, কল্যাণমন্ত্রক ঐ সব জিনিস প্রস্তুতের জন্য সহযোগিতা করতে পারে যাতে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শেখার সুযোগের উন্নতি ঘটে। যেমন বধিরদের জন্য সম্প্রচার লিপি সহ টি.ভি., ভি.ডি. ও ইত্যাদি।

Institutes of Handicap ও NCERT-র উচিত পাঠক্রমের উন্নতি বিধান করে Curriculum guide বই এবং শিক্ষকদের Handbook বিশেষ বিদ্যালয়ে দেওয়া।

পরীক্ষা (Examination)

১৯৮৬ এর NPE-এর উপদেশ, অতিশয় অসমর্থ সম্পন্ন শিশুদের পরীক্ষা ছোট ছোট নমনীয় হবে। শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন নির্দেশগ্রন্থ ও ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সহজে যেন এসব বিদ্যালয় পায়। NCERT এবং National Institutes-এর প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ লোক দিয়ে এইসব উপকরণ প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করা উচিত।

২.৩.৪ নজরদারী (Monitoring)

কল্যাণমন্ত্রক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক বিশেষ বিদ্যালয়ের এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতির উপর নিয়মিত নজর রাখবে। এই উদ্দেশ্যে একটা সমন্বিত সংবাদের ব্যবস্থা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের থাকবে। তাদের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত রিপোর্টে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে তথ্য থাকবে। কল্যাণমন্ত্রক বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে NCERT দ্বারা পরীক্ষক পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট থাকবে। এই মন্ত্রক

National Institute NCERT, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে মূল্যায়ন ও গুণগত দিক সম্বন্ধে আলোচনা পরিচালনা করবে।

২.৪ কার্য পরিকল্পনা (Programme of action 1992)

কার্য পরিচালনার অর্থ কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত। এর প্রয়োজন নীতির নির্দেশসমূহকে কার্যকরী করা। এটি একটি বড় কৌশল যাতে সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যায়। কার্যের প্রস্তুতিতে বাস্তবে পরিণত করার পথ সুগম করে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে POA 1992 তে স্বীকার করা হয়েছে যে তাদের শেখানোর সম্ভাব্য ভাল পথ হল তাদের বয়সী বন্ধুদের সঙ্গে সারাক্ষণ বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা। লক্ষ্য হল সাধারণ সমাজের সঙ্গে এইসব শিশুদের সমন্বিত করা। সবক্ষেত্রে সমান অংশীদার হিসাবে যাতে তারা নিজেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তৈরী করতে পারে। তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সম্মুখীন হতে সমর্থ করবে। কাজের পরিকল্পনার রূপরেখা নিম্ন নামে (Headings) করা যেতে পারে ÷

২.৪.১ লক্ষ্য (Aims)

POA (1992) লক্ষ্য রেখেছে সাধারণ বিদ্যালয়ে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দিতে, বিদ্যালয়ের প্রথায় তাদের ধরে রাখার সহজসাধ্য করে দিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী স্তর পর্যন্ত সুস্থভাবে যোগাযোগের নিপুণতা অর্জন করে নিজেদের সমন্বিত করতে।

২.৪.২. অসমর্থ শিশুদের শিক্ষাগত প্রয়োজনের মূল্যায়ন (Assessment of Educational needs of the Disabled children) :

তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনের মূল্যায়ন করতে তিনপ্রকারের দৃষ্টান্তের কথা বিবেচনা করা হয়েছে (Paradigm)। Psycho medical paradigm—এতে ব্যক্তি (micro) প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অসমর্থতার কারণ হিসাবে যেটার অভাব আছে এবং তার জন্য প্রতিবন্ধকতার রূপটি নির্ণয় করতে diagnostic testing এবং semi-clinical examination প্রয়োজন।

- Sociological paradigm — societal (macro) সমাজের উপর প্রতিফলিত করে। সমাজের প্রয়োজন ও বৈষম্য প্রকাশ করে এবং বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করার নির্দেশ দেয়।
- Organisational paradigm — Institutional (meso) level এ প্রকাশিত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালকের জন্য প্রয়োজন।

২.৪.৩. অক্ষম শিশুদের মূল্যায়ন (Assessment of the Disabled children)

একজন ডাক্তার একজন মনস্তত্ত্ববিদ ও একজন special educator নিয়ে তিনজনের Assessment team গঠিত। এই দল Administrative Cell-এর অধীনে কাজ করবে। রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষজ্ঞ নেওয়া হবে। একটা মূল্যায়নের ব্যয় ১৫০ টাকার বেশী হবে না। সমন্বয়ী পরিকল্পনায় (Integrated

programme) অনেককে পরীক্ষা করে যোগ্যকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই দলের সদস্যরা State Government-এর নিয়মানুসারে TA এবং DA পাবেন। মূল্যায়ন রিপোর্টটি শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য সর্বাঙ্গীন হবে। পর্যাপ্ত তথ্য দিতে হবে যাতে শিশু কি পারবে, কি পারবে না। রিপোর্টে বিশেষভাবে থাকবে একটি শিশু সরাসরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে কিনা। শিক্ষক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারবেন যদি প্রথাগত মূল্যায়ন অনেক সময় নেয়।

২.৪.৪ অসমর্থ শিশুদের জন্য সুযোগ সুবিধা (Facilities for disabled children) POA 1992 অনুসারে একজন অসমর্থ শিশুকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

- বই, কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসের প্রকৃত ব্যয় বাৎসরিক ৪০০ টাকা পর্যন্ত।
- বিদ্যালয় পোষাকের জন্য প্রকৃত ব্যয় বাৎসরিক ২০০ টাকা পর্যন্ত।
- যাতায়াত ভাতা মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত। যদি শিশু বিদ্যালয় হোস্টেলে থাকে তবে কোন ভাতা নয়।
- পাঠক ভাতা (Reader Allowance) অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিবন্ধী ও নিম্নক্ষমতা বিশিষ্ট মাসিক ৭৫০ টাকা এবং অন্ধ শিশুদের জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পর হতে।
- নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত মাত্রায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু মাসিক ৭৫টাকা Escort ভাতা।
- যন্ত্রের প্রকৃত ব্যয় মাসে ২০০০ টাকা ৫ বছরের জন্য।
- অতিরিক্ত অস্থি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কখনও কখনও অনিবার্য হয়ে ওঠে একজন পরিচারক রাখার। প্রতি ১০ জনে বিদ্যালয়ে একজন পরিচারক রাখা যেতে পারে। তাকে রাজ্য সরকারী Class IV কর্মচারীর মত বেতন (Scale of pay) দেওয়া যেতে পারে।
- অসমর্থ শিশু বিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে বিদ্যালয় হোস্টেলে থাকলে এবং সে যদি সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্র হয় তবে সে রাজ্য সরকারী নিয়ম অনুসারে হোস্টেলে থাকা ও খাওয়ার জন্য টাকা পাবে। যাদের অভিভাবকের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার বেশী নয় তারা থাকা ও খাওয়ার প্রকৃত খরচ মাসিক ২০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারে যদি হোস্টেলে থাকার জন্য কোন বৃত্তি না থাকে।
- অতিরিক্ত অস্থিসংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন মাসিক ৫০ টাকা হোস্টেলের যেকোন কর্মী পেতে পারে যদি সে তার নিজের কাজ করার পর অতিরিক্ত সহায়তার কাজ করে।

২.৪.৫. বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ :

বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত আদর্শগতভাবে ১÷৮ হওয়া উচিত। এই অনুপাত একই হবে মাতা পিতাকে পরামর্শ দেবার স্বাভাবিক ক্লাসে। শিক্ষকের নিম্নের যোগ্যতা থাকা উচিত ÷

- তাদের এক বছর Course-এর বিশেষ শিক্ষার প্রাথমিক যোগ্যতা থাকা উচিত কিংবা যেকোন শ্রেণীর অসমর্থ শিশুদের শিক্ষাদানের বিশেষ প্রশিক্ষণ, পরবর্তী যোগ্যতা, ব্যক্তি, স্নাতক এবং B. Ed (special education) কিংবা বিশেষ শিক্ষায় অন্য যেকোন পেশাগত প্রশিক্ষণ। যদি যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষ শিক্ষক না

পাওয়া যায় তবে অল্পদিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে এই শর্তে যে তাকে নিয়োগের ৩ বছরের মধ্যে Courseটা সম্পূর্ণ করতে হবে। Course সম্পূর্ণ হবার পর তাকে বিশেষ ভাতা দেওয়া যেতে পারে। একটিমাত্র অসামর্থ্যতা জন্য যদি পেশাগত যোগ্যতা একজন শিক্ষকের থাকে তবে তাকে উৎসাহিত করতে হবে অন্যান্য দিকের Course সম্পূর্ণ করতে। এতে গ্রামাঞ্চলে কার্য্যকারিতার উন্নতি ঘটবে।

সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকদের মূল বেতন কাঠামোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বরং, বিশেষ ধরনের কর্তব্যের জন্য এইসব শিক্ষকদের শহরাঞ্চলে মাসিক ১৫০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে special pay দেওয়া হবে।

২.৪.৬. অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ (Training of other staff)

NPE সফল প্রয়োগের জন্য প্রশাসক, বিদ্যালয়ের প্রধান, অন্যান্য শিক্ষক যারা বিশেষ শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত তাদের অল্পদিনের Orientation Course-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে NCERT। সরকার R.C.E (Regional College of Education) এবং DIET (District Institute of Education and Training for the Handicapped)-এর সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রধানদের ৩ দিনের এবং সাধারণ শিক্ষকদের জন্য ৫ দিনের Orientation Programme করতে পারে। এই প্রসঙ্গে Resourse Persons-এর সাম্মানিক TA. DA এবং Contingency খরচ যুক্ত থাকবে এই পরিকল্পনায়। তিনজনের জন্য গড়ব্যয় হবে ৪৫০০ টাকা এবং ৫ দিনের প্রোগ্রামের জন্য ৬,০০০ টাকা।

২.৪.৭. Thrust Areas

প্রধান Thrust area গুলো নিম্নরূপ ÷

- অসমর্থদের জন্য সমন্বিত শিক্ষার প্রজেক্ট (Project for Integrated Education for disabled (PIED)
- বিশেষ শ্রেণীর শিশুদের সমস্যা সমাধানের মোকাবিলা করতে উপায় বের করতে গবেষণা।
- সমন্বিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ manual প্রস্তুত।

সমাজের সহায়তা লাভের জন্য পরিকল্পনা

- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পাঠক্রম উপযুক্তকরণ।
- PIED প্রোগ্রাম অনুসারে Audio Visual উপকরণ প্রস্তুত।
- দৃষ্টি, শ্রবণ সমস্যা জড়িত ছাত্রদের সঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষককে কাজ করতে হয় তাদের Handbook ও Source Book-এর উন্নতিসাধন।
- মাতা পিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রোগ্রাম এবং সমাজের সঙ্গে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা।
- বেসরকারী সংস্থা যারা বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনা যেগুলোর লক্ষ্য বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা অসমর্থদের মূলস্রোতের সঙ্গে এনে সমন্বয় সাধন।

২.৪.৮. উপকরণের উন্নতিসাধন (Material development)

POA 1992 অসমর্থদের শিক্ষার প্রসঙ্গে নিম্নের উপকরণ উন্নতি ÷

- Functional Assessment Guide-এর উদ্দেশ্যে অক্ষম শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে পেশাগত কোন সহায়তা পাওয়া যাবে না সেখানে এই গাইড একমাত্র উপকরণ।
- দৃষ্টি সমস্যা জড়িত শিশুদের শিক্ষা— দৃষ্টিসমস্যা জড়িত শিশুদের বুঝতে এটি সাহায্য করে।
- বিজ্ঞান পাঠক্রমকে উপযোগী করার জন্য শিক্ষকের গাইড বই, অসমর্থ শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদানের উপকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ এবং পাঠক্রমের পরিবর্তন করে উপযুক্ত করা।
- Disabled-দের জন্য সৃজনমূলক শিল্পকাজ।
- Physical Education এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের খেলাধূলার প্রচলন।
- NCERT দ্বারা উন্নতিকরণ।
- শারীর শিক্ষার পাঠক্রম I–VIII পর্যন্ত।
- ভাষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের উপকরণ এবং পদ্ধতি মধ্যে সঙ্গতি বিধান।
- দুইটি Source Book শ্রবণ ও দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

২.৪.৯. Resource Room—সম্পদ কক্ষ :

POA-এর বিশেষ শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে সম্পদ কক্ষে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, শিক্ষার সহায়ক উপকরণ দেওয়া যেতে পারে। NCERT একটি গাইড বই তৈরী করছে। তাতে অক্ষম শিশুদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি থাকবে বলা আছে। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অসমর্থ শিশুদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। Resource room বিদ্যালয় কক্ষেই করা যাবে। ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কক্ষনির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য NGO/ বিশেষ বিদ্যালয়কে Resource কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.৪.১০. নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূরীকরণ (Removal of Architectural Barriers)

নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূর করা প্রয়োজন কিংবা বর্তমানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে তার পরিবর্তন করা যাতে শারীরিক অক্ষম শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অনুদান পেতে পারে।

২.৪.১১. নিয়ম শিথিল করার নির্দেশ (Regulation for Relaxation of rules)

সরকারী ও অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়নকারী এজেন্সির ভর্তি, বয়স সীমা, পরীক্ষা, প্রমোশন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু নির্দেশ তৈরী করা উচিত যাতে অক্ষম শিশুরা শিক্ষা সহজে পেতে পারে। অক্ষম শিশুদের বাধাধরা

নিয়ম অপেক্ষা বয়স বেশী হলেও তাদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা ততদিন থাকা প্রয়োজন যতদিন সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য মাত্রা অর্জন না করা যায়।

২.৪.১২. প্রাক্ বিদ্যালয় এবং ECCE সুযোগ সুবিধা (Pre School and ECCE Facilities)

শিক্ষার জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রস্তুতি আরম্ভ হওয়া উচিত Elementary level হতে। কিন্তু যেখানে ICDS এবং ECCE-এর পরিকল্পনা আছে যেখানে হতেই Early childhood centres of education কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নগুলি পড়ে—

Integrated Child Development Services (ICDS).

- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সাহায্যদানের এবং Early childhood Education Centres পরিকল্পনার জন্য সাহায্য দান।
- সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত Balwadis এবং Day Care Centres.
- রাজ্যসরকার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত Pre-Primary বিদ্যালয়।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপকেন্দ্র এবং অন্যান্য এজেন্সীর মাধ্যমে মাতা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা।

২.৪.১৩. রাজ্যসরকারকে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure for grants to state Governments)

রাজ্যসরকারসমূহ/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকরা তাদের কর্মসূচী তৈরী করবেন, আর্থিক প্রয়োজন সম্বন্ধে মূল্যায়ন করবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব জমা দেবে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের শেষে। প্রস্তাবের সঙ্গে গতবছরের অনুদান ব্যবহারের প্রমাণপত্র জমা দেবে। সঙ্গে থাকবে গতবছরের কাজের বিবরণ। যথা—গত বৎসরে যে অঞ্চলে কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত সংবাদ, বিদ্যালয়ভিত্তিক অসমর্থ শিশুদের সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী পরিচালনা ইত্যাদি। প্রস্তাব মন্ত্রক কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে এবং ৫০% অনুদানের ১ম কিস্তিতে দেওয়া হবে। বাকী ৫০% পরে মঞ্জুর করা হবে। রাজ্য কিংবা U.T. প্রশাসনকে আগের অনুদানের অন্তঃত ৭৫% ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া হবে। কার্যে পরিণত করার রিপোর্ট এবং খরচের বিস্তারিত বিবরণ এর সঙ্গে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার অনুরোধ থাকবে।

২.৪.১৪. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure for Grants to Voluntary Organisations)

যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনাতে কাজ করে তারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারী/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রকের মাধ্যমে আবেদন পাঠাবেন। তিন মাসের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, উপযুক্ততা, প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা এবং এসব প্রয়োগের ক্ষমতা সম্বন্ধে মতামত দেবে। এমনকি রাজ্য সরকার কারণসহ মন্তব্য দেবে যদি প্রস্তাব সুপারিশ না করে। আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার বিচারের মান ÷—

- তাদের সংস্থার যথাযথ সংবিধান থাকবে।

- সংবিধানে পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যাসহ পরিচালন কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকবে।
- তাদের পরিকল্পনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সক্রিয়তা বিকশিত করতে হবে।
- জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের কারণে কারও বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হবে না।
- কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের কোন সংগঠনের লাভের জন্য দৌড়ানো উচিত নয়।
- কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থের বা অনুকূলে প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ করা উচিত নয়।
- সাম্প্রদায়িক অসংহতির জন্য ইন্ধন নয়।

২.৪.১৫. মূল্যায়ন এবং নজরদারী (Evaluation & Monitoring)

মূল্যায়ন এবং নজরদারী বিষয়ে রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীগুলিকে চিহ্নিত করবে তারা কোন অঞ্চলের কর্মসূচীর মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যায়নের খরচ ফেরত দেওয়া হবে। পরিকল্পনার শেষকালে কেন্দ্রীয় সরকার NCERT বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করতে পারে। কখন কখন ত্রৈমাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের Education Department কে দেওয়া যেতে পারে এবং তার সঙ্গে NCERT কে একপ্রস্থ রিপোর্ট।

২.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- National Policy on Education ১৯৮৬ সালের মে মাসে বের হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বর্ণনা আছে।
- এটি সমন্বয়ী শিক্ষার কথা বলে। যে সমস্ত শিশু চলাচলে অক্ষম এবং অন্যান্যরা যারা অল্পমাত্রার প্রতিবন্ধী অন্যদের সঙ্গে তারাও সাধারণ বা স্বাভাবিক।
- (হোস্টেলসহ বিশেষ বিদ্যালয়) অতিরিক্তভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য যতটা সম্ভব ও জেলা কেন্দ্র খোলা হবে।
- কাজের পরিকল্পনা (POA) নীতির নির্দেশ অনুসারে যেভাবে কাজ করা হবে তার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।
- কো অর্ডিনেটর প্রধানত অসমর্থ শিশুদের অগ্রগতির উপর মূল্যায়ন ও নজরদারী করবে।
- মূল্যায়ন রিপোর্ট বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য সর্বাঙ্গীন হবে।
- পরিকল্পনা সাবলীল চালনা ও কার্যকরী করার জন্য অসমর্থ শিশুদের এবং তাদের শিক্ষকদের বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।
- সুপারিশ করা হয়েছে বিশেষ শিক্ষকদের যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বিশেষ শিক্ষায় একবছরের Course সম্পূর্ণ, এটা প্রাথমিক। এর পরেই বিশেষ শিক্ষায় বি. এড. সহ স্নাতক।
- সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতন কাঠামোর কোন পার্থক্য থাকবে না।

- ব্লকে যে সমস্ত ICDS এবং ECCE চলছে সেখানে অসমর্থ শিশুদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই কর্মসূচীর মূল্যায়নের এবং নজরদারীর জন্য দায়বদ্ধ। কখনও কখনও অন্যান্য এজেন্সীদের এর জন্য যুক্ত করা যেতে পারে।

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। সমালোচনাসহ National Policy on Education 1986-এ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা মূল্যায়ন করতে হবে।

২। Programme of Action ব্যাখ্যা করুন এবং POA 1992 আলোচনা করুন।

২.৭ বাড়ির কাজ (Assignment/Activities)

''Education for the handicapped''-এর বিশেষ উল্লেখ করে ''National Policy on Education, 1986 আলোচনা করতে হবে।

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussions and clarification)

ইউনিটটি ভালভাবে পড়ে অন্য কোন বিষয়ে আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করুন।

২.৯ উৎস

1. National Policy on Education 1986, ''Published by the Ministry of Human Resource development, Government of India.
2. ''Education of children with special need'' published in the ''Deep calling'', April-July, 2000.
3. The NCERT : 1986-1999, published by National council of Educaional Research and Training, New Delhi.

একক ৩ ❑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের Integrated Education-এর জন্য কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা (আই.ই.ডি.) এবং রাজ্যস্তর এজেন্সি—ডি.পি.ই.পি. প্রোজেক্টের ভূমিকা : (Centraly Sponsored Scheme of Integrated Education for the disabled (IED) and the State level agencies DPEP Projects)

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

৩.১ সূচনা
৩.২ উদ্দেশ্য
৩.৩ (IEDC) আই. ই. ডি. সি. কি ? (Integrated education for the disabled children)
৩.৪ কার্যাবলী
  ৩.৪.১ কার্যকরণ পদ্ধতি
৩.৫ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সুযোগ সুবিধা
  ৩.৫.১ আর্থিক সহায়তা
  ৩.৫.২ মানব সহায়তা
  ৩.৫.৩ শিক্ষামূলক বা নির্দেশমূলক সহায়তা
  ৩.৫.৪ অনুদান পদ্ধতি
৩.৬ আই. ই. ডি. সি.-র কার্যকারিতা
  ৩.৬.১ আই. ই. ডি. সি.-র সুযোগ
৩.৭ রাজ্য এজেন্সিগুলির ভূমিকা
  ৩.৭.১ ডি.পি.ই.পি. (DPEP) District Primary Education Programme
  ৩.৭.২ পরিকল্পনার ভাগ বা প্রকার বা ধারা
  ৩.৭.৩ ডি.পি.ই.পি.-এর উদ্দেশ্য
  ৩.৭.৪ পরিকল্পনাটির কার্যক্ষমতা
৩.৮ সংক্ষিপ্তসার
৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন
৩.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন
৩.১১ উৎস

৩.১ সূচনা (Introduction)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল থেকে আমাদের দেশ শিক্ষাবিস্তারে এক অভূতপূর্ব সাক্ষ্য রেখেছে। প্রথমদিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ কম থাকলেও, পরবর্তীকালে ভারত সরকার সর্বজনের জন্য শিক্ষার

প্রয়োজন উপলব্ধি করার সময়, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়া উচিত তা উপলব্ধি করে। 1986 সালের (NPE) শিক্ষামূলক জাতীয় নীতিতে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়। 1986 সালের ন্যাশনাল পলিসিতে (Integrated education, Orientation এবং Pre service প্রশিক্ষণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধে, এবং এই সমস্ত কাজে অস্থায়ী সংস্থাকে উৎসাহিত করা—এগুলি উল্লেখ করা হয়। ন্যাশনাল পলিসিকে কার্যকরী করার জন্য গঠন করা হয় (POA) The Programme of Action. যেখানে বলা হয়— যে সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে উচ্ছুক বা সমর্থ তাদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত, এমনকি যারা প্রথম পর্যায়ে বিশেষ বিদ্যালয়ে কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় তাদেরকেও সমান সুযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার বা ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষামূলক গ্রোগ্রাম রয়েছে। সেগুলি হল—

১। আই.ই.ডি.সি.-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে Integrated Education-এর সুযোগ দেওয়া উচিত। এই পরিকল্পনাটি গঠিত হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দ্বারা। এটি রাজ্যস্তরে SCERT (State Council of Educational Research and Training) এবং বেসরকারী সংস্থা (NGO) -এর মাধ্যমে কার্যকরী করানো হচ্ছে।

২। চরমভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য Ministry of Social Justice and Empowerment-এর অধীনে বিশেষ বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে যা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি IEDC কি? Integrated education-এর পরিকল্পনা IEDC-এর সুযোগ সুবিধা এবং রাজ্যস্তরের এজেন্সিগুলির কার্যাবলী—

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট জানার পর আমরা বলতে সমর্থ হবো—

IEDC-এর অর্থ কি?

IEDC-এর কার্যাবলীর ব্যাখ্যা।

শিশুদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা।

রাজ্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুমোদিত অনুদান পদ্ধতির পার্থক্য।

রাজ্যস্তরের এজেন্সির ভূমিকা।

৩.৩ IEDC কি? (What is IEDC)

IEDC হল কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা। যার মূল অর্থ হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রদান। এটি ছাড়া বিশেষ বিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত শিশুর যোগাযোগ ক্ষমতা তৈরী হয়েছে এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীতে অভ্যস্ত তাদের জন্যও সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রদান।

এর মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলা।

৩.৪ কার্যাবলী (Functions)

রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ও স্বাধীন সংস্থা যাদের বিশেষ ও সাধারণ শিক্ষার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করানো হচ্ছে।

৩.৪.১ কার্যকারণ পদ্ধতি (Procedure for implementation)

27টি রাজ্য ও 5টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে IEDC কার্যকরীভাবে প্রচলিত আছে। যদি অন্য কোন রাজ্য IEDC কার্যকরী করতে চায় তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে হবে।

IEDC কর্যকরী করার আগে প্রশাসনিক সংগঠন তৈরী করতে হবে সেজন্য সেগুলি হল—

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সঠিক মূল্যায়ন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সংগঠনমূলক সুবিধে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ।
- প্রশিক্ষণযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্য কর্মচারী।
- নির্মাণ কাঠামোর বাধার দূরীকরণ।
- রির্সোস রুমের সুযোগ সুবিধের উন্নয়ন।
- শিক্ষামূলক সরঞ্জামের উন্নতি।
- রাজ্য সরকারকে এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদান-এর জন্য প্রভাবিত করা।

৩.৫ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ সুবিধা (Facilities for Disabled Children)

এদের সুযোগ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

৩.৫.১ আর্থিক সহায়তা (Financial assistance)

আর্থিক সহায়তার অর্থ হল অর্থ সহায়তা, যা বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ব্যয়িত অর্থ নিম্নরূপ ÷

- বছরে কমপক্ষে 400 টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয় বই ও অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য।
- ইউনিফর্মের জন্য কমপক্ষে 200 টাকা পর্যন্ত বছরে পাবে।
- এই পরিকল্পনার অধীনস্থ বিদ্যালয়ে Hostel-এ থাকে এইরকম শিক্ষার্থীদের মাসে 50 টাকা পর্যন্ত যাতায়াত খরচ দেওয়া হবে বিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে।
- দৃষ্টিহীনদের Reader-এর জন্য Class-V-এর পর থেকে 50 টাকা দেওয়া হবে।

- চরমভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহকারী ব্যক্তিদের জন্য মাসে 75 টাকা দেওয়া হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু শিক্ষার্থীদের সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য 2000 টাকা দেওয়া 5 বছরের জন্য।
- যে সমস্ত জায়গায় আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বৃত্তিমূলক রাজ্য পরিকল্পনা নেই এবং যাদের পিতামাতার রোজগার মাসিক 500 টাকার বেশী নয় তাদের থাকা খাওয়ার জন্য খুব বেশী হলে 200 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। এছাড়া বাড়ির কাছে কোন বিদ্যালয় নেই যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের তাদেরকেই একমাত্র বিদ্যালয় আবাসনে রাখা হয়।
- চরমভাবে অস্থি সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 20 জন শিশুর পেছনে 1 জন আয়া রাখা হয়।
- বিদ্যালয়ের আবাসনে যারা থাকে কেবলমাত্র তাদেরকেই থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া হয়।
- চরমভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের আবাসনে একজন করে আয়া রাখা হয় যাকে মাসে 50 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। তবে এই কাজ বিদ্যালয়-এর কোন কর্মচারী করতে চাইলে তাকে অনুদান দেওয়া হয়।

৩.৫.২. মানব সহায়তা (Manpower assistance)

এই সহায়তা বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তি কি কি সহায়তা প্রদান করতে পারে।

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির পর সেখানে একজন বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকার নিয়োগ করা উচিত।
- বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপাত হওয়া উচিত 1 : 8। সাধারণ বিদ্যালয়ে 8 জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য একজন বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রয়োজন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত মান (10+2) হওয়া উচিত। এছাড়া নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের জন্য একবছরের শিক্ষামূলক কোর্স করা উচিত।
- সেকেন্ডারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অবশ্যই স্নাতক হতে হবে এবং B.Ed. থাকতে হবে বিশেষ শিক্ষায়। এছাড়া যে কোন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
- বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে Regional college of Education, National Institute for the Handicapped-এর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, University এবং নির্বাচিত কিছু মহাবিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা বিভাগে।
- এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রশাসক, সংস্থার প্রধান, সাধারণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য একটি Orientation কোর্স সংগঠন করা উচিত। এটি করতে পারে—NCERT রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এর ব্যয়ভার বহন করবে রাজ্যসরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন বিভাগ।

৩.৫.৩ শিক্ষামূলক সহায়তা (Intructional assistance)

এটি বিদ্যালয়ের দ্বারা প্রদান হয়ে থাকে।

- শিক্ষা সহায়ক বস্তুর উৎপাদন ও ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দান।

- দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য শিশুদের পরিবর্তনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি।
- গঠন কাঠামোর বাধা দূর বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রবেশ সহজতর করা। এই উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয়ে 10 জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু রয়েছে সেই বিদ্যালয়কে অনুদান দেওয়া হয়।
- সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম শিশু সহায়ক বস্তু, অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে যুক্ত একটি রিসোর্স রুম থাকা দরকার সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে যেখানে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। যে বিদ্যালয়ে রিসোর্স রুম নেই সেই বিদ্যালয়ে রিসোর্স রুম গঠনের জন্য রাজ্যসরকার 40,000 টাকা অনুদান দিয়ে থাকে। রিসোর্স রুমে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত তার জন্য NCERT-এর একটি Hand Book রয়েছে।
- রাজ্য সরকারের উচিত নিয়মনীতির কিছুটা শিথিলতা প্রকাশ করা— ভর্তির ক্ষেত্রে, উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ও পরীক্ষাপদ্ধতি ক্ষেত্রে। এর প্রয়োজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশের জন্য।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বয়সের সীমা স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষার বয়সের তুলনায় (6 years) বেশী করা উচিত (8-9 yrs)।

৩.৫.৪ অনুদান পদ্ধতি (Procedure for grants)

রাজ্যপ্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (১) অনুদানের ব্যবহার, (২) স্টাফ, বর্তমান ও নতুন কার্যসূচী সম্বন্ধে তাদের প্রস্তাব জমা দিলে বৎসরের অনুমোদিত অনুদানের অর্ধেক (৫০%) টাকা প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে এবং বাকী টাকা পূর্বের কিস্তির ৭৫% ভাগ টাকা ব্যবহারের প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর হবে।

৩.৬ IEDC-এর কার্যকারিতা (Effectiveness of the IEDC)

রাজ্যগুলিকে 100% আর্থিক সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন মূল্যায়ন কক্ষ, সম্পদ কক্ষ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজ্যে এটি খুব কার্যকরী হয় নি। ১৯৮৭ সালে পরিকল্পনাটি সংশোধিত হয়। UNICEF আর্থিক সহায়তা NCERT Project Integrated Education for disabled (PIED) সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আনার জন্য কার্যকর করা হয়। NPE-এর পরিকাঠামো ও লক্ষ্যের মধ্যে IEDC কে শক্তিশালী করতে PIED পরিকল্পিত হয়। অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমদের ভালভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সফল অভিজ্ঞতার আলোকে IEDC ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়। বর্তমানে ২৭টি রাজ্যে ৩৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল IEDC কার্যকরী করা হচ্ছে। ২২,০০০ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৯৫,০০০-এর বেশী অক্ষম শিশু উপকৃত হচ্ছে। মহীশূর কানপুরে অক্ষমদের জন্য দুইটি (Polytechnic) পলিটেকনিক স্থাপিত হয়েছে।

৩.৬.১ IEDC-এর সুযোগ সুবিধে (Scope of IEDC)

নিম্নলিখিত প্রকৃতির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য IEDC দ্বারা অনুমোদিত শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা—

- অস্থিসংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
- মৃদু ও মধ্যম (Mild & Moderate) প্রকৃতির শ্রবণ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

- আংশিকভাবে দৃষ্টিহীন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
- মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু— শিক্ষার মান—
- বিভিন্ন অক্ষমতা যুক্ত শিশুরা (অন্ধত্ব এবং অস্থিবিকলাঙ্গতা, দৃষ্টিহীনতা এবং মৃদু শ্রবণ অক্ষম)
- শিখন অক্ষম শিশু।

৩.৭ রাজ্য এজেন্সীর (DPEP)-এর ভূমিকা (Role of State agencies DPEP)

IEDC কি এবং এর দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা জানব IEDC কে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য এজেন্সির কি ভূমিকা।

৩.৭.১ District Primary Education Programme (DPEP) জেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রোগ্রাম

পশ্চাৎপট : 1992 সালে শিক্ষাগত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড জাতীয় শিক্ষা নীতির পুনঃ সংশোধন ঘটায়। যাতে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিও তাদের পড়াশোনা ও ফলাফল-এর উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ।

1994 সালে DPEP নিয়ে আসা হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে। এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার —উন্নয়ন এবং তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ। এই প্রোগ্রাম বা কর্মসূচীর নতূন পদক্ষেপ হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সমন্বিতকরণ। সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন (U.N. Oganizations) আন্তর্জাতিক সংস্থা।

৩.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে IEDC শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতকরা একশভাগ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় রাজ্য এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে। রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, সমীক্ষা, অসমর্থ শিশুদের মূল্যায়ন, Industrial material-এর ক্রয় ও উৎপাদন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষণ নবীকরণ এই সমস্ত কাজেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এটি 27টি রাজ্যে ও 5টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে কার্যকরী করা হয়েছে।

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progroess)

- IEDC পরিকল্পনা কিভাবে এসেছে?
- IEDC-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- রাজ্য সরকার একদা স্থির করে IEDC কে কার্যকরী করতে। একে কার্যকরী করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- অস্থিসংক্রান্ত অক্ষমদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধে আছে?
- অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কি কি সুযোগ সুবিধে আছে?
- IEDC কে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে DPEP কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

৩.১০ আলোচেনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion and Clarification)

এই বিভাগ জানার পর আপনি/আপনার ইচ্ছানুযায়ী কিছু বিষয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারেন।

৩.১০.১ আলোচনার বিষয়সমূহ (Points for discussion) :

৩.১০.২ ব্যাখ্যামূলক বিষয়সমূহ (Points for Clarification)

৩.১১ উৎস (References)

- Scheme of integrated education for the disabled children (revised 1987).
- Kundu C. L. (Ed) (2000) — Status of Disability in India 2000. Rehabilitation Council of India, New Delhi.
- Verma J (1996-97) Evaluation Study of the Training Programme for ICDS Function aries for Meeting Early Identification and Interventation for children with special needs. Department of education, NCERT.
- Azad Y, (1996)— Integration of Disabled in common Schools—A survey study of IEDC in the country. Department of Education NCERT.
- www. nic.in/rrtd.rrd-ib@hotmail.com.
- www. dpepmis.org/-2K
- http:/www.epw.org.in/36-7/sa2.htm.
- http://socialjustice.nic.in/disabled/in/htm.

একক ৪ ❑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয় (National Institutes and Schools for Children with Severe Handicap)

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

- ৪.৩.১ দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান, দেরাদুন (National Institutes for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradoon.
- ৪.৩.২ অস্থি অক্ষম শিশুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কলকাতা (NIOH).
- ৪.৩.৩ পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা (NIRTAR), ওলাতপুর, কটক।
- ৪.৩.৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিউদিল্লী (IPH)
- ৪.৩.৫ শ্রবণ অক্ষমদের জন্য আলি যবর জং জাতীয় প্রতিষ্ঠান, (AYJNIHH) মুম্বাই
- ৪.৩.৬ মানসিক অক্ষমদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIMH) সেকেন্দ্রবাদ

৪.৪ অক্ষম শিশুদের জন্য বিদ্যালয়

- ৪.৪.১ শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.২ দৃষ্টি অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.৩ মানসিক দিক হতে অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.৪ অস্থি অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার

৪.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৪.৭ বাড়ীর কাজ

৪.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৪.৯ উৎস

৪.১ সূচনা (Introduction)

অসমর্থ ব্যক্তিদের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন করে ও আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তারপর শুরু হয় তাদের সমাজে সমন্বিত করে সমাজের মূলস্রোতে অংশ গ্রহণে সমর্থ করা।

১৯৮৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সরকার Ministry of Welfare গঠন করে এবং তার ৫ বিভাগের (Bureau) মধ্যে একটিতে অক্ষমদের কল্যাণের বিষয়টি থাকে। কেন্দ্র কল্যাণকর নীতি ও পরিকল্পনার জন্য দায়বদ্ধ এবং রাজ্য সরকারের কল্যাণকর পরিসেবার উন্নতিতে উপদেশ দেবে ও সহযোগিতা করবে।

Ministry of Social Justice and Empowerment অক্ষমদের সমস্ত কল্যাণকর কাজের জন্য প্রধান মন্ত্রক।

Equal opportunities protection of Rights and full participation Act ১৯৯৫ নামে সর্বব্যাপী এক আইন ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাশ ও বলবৎ হয়। পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষেধক ও উন্নতির বিষয়গুলি যেমন শিক্ষা, কর্মে নিয়োগ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, অক্ষমদের জন্য পুনর্বাসনের পরিসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা, সহায়তামূলক সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন বেকার ভাতা, অভিযোগ ও তার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলো এই আইনের অন্তর্ভূক্ত। এই আইন ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষমকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত করে।

এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তি ও দলগতভাবে মানসিক ও শারীরিক অক্ষমদের জন্য একগুচ্ছ কল্যাণকর পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের বহুমুখী সমস্যার মোকাবিলা করা এর উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্ষমতার (disabilities) প্রধান ক্ষেত্রগুলির জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

এই এককটি ভালভাবে পড়লে আমরা জানতে সমর্থ হবো—

- অক্ষমতা অনুসারে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের তালিকা
- অক্ষম ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, শিক্ষা, বৃত্তির ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয় তার ব্যাখ্যা।
- জনগণের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সম্প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অবদান কানে লাগানো।
- অসমর্থ ছাত্রদের উপযুক্ত কাজদানে (placement) পথপ্রদর্শন করতে প্রস্তুত হওয়া।

আমাদের জানা প্রয়োজন কোনগুলি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তারা অক্ষমদের কি প্রকার পরিসেবা দেয়। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও তার অবস্থান দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে।

৪.৩ ছটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে (National Institutes of Disabilities) সেগুলি হল :

- National Institute for the Visully Handicapped, (NIVH), Dehradoon.
- National Institute for Orthopaedically Handicapped, (NIOH), Calcutta.
- National Institute for Rehabitation Training and Research, (NIRTAR), Olatpur, Cuttack.
- National Institute for the Physically Handicapped, (IPH), New Delhi.

- Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH), Mumbai.
- National Institute for the Mentally Handicapped, (NIMH), Secunderabad.

এখন জানা যাক, কোন প্রতিষ্ঠান কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে যাতে শিক্ষক হিসাবে অক্ষম শিশুদের পরিচালিত করা যায়।

৪.৩.১ National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradoon.

১৯৭৯ সালে দেরাদুনে স্থাপিত হয় National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Social and Women's Welfare-এর অধীনে একটি রেজেস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে—

- গবেষণার উন্নতি বিধান।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ।
- জাতীয় স্তরের কিছু নির্দিষ্ট পরিসেবা দান।

প্রতিষ্ঠানটির নিম্নলিখিত বিভাগ আছে—

(১) বিদ্যালয় বিভাগ

(২) প্রশিক্ষণ বিভাগ

(৩) সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিভাগ (Aids and Appliances Division)

(৪) গবেষণা বিভাগ

(৫) পুস্তক বিভাগ

(৬) শিল্প সংক্রান্ত মনস্তত্ব বিভাগ

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে আছে— দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, সুরক্ষিত কর্মশালা (Sheltered workshop) একটি ব্রেইল প্রেস, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালনা এবং অন্ধতার বিভিন্ন দিকে গবেষণা পরিচালনা।

এই প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি এবং আংশিক দৃষ্টিহীনদের জন্য অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এটি সেকেন্ডারী পরীক্ষার জন্য দৃষ্টিহীন (blind)-দের তৈরীও করে। প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন হস্তশিল্প, ব্রেইল শর্টহ্যান্ড, সঙ্গীত, বই বাঁধানো, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

NIVH-এর চারটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র অছে এবং এখানে এক বছরের ডিপ্লোমা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্রীয় ব্রেইল প্রেস আছে এবং এখান হতে ব্রেইল পদ্ধতিতে হিন্দী ও ইংরাজী সাহিত্য প্রস্তুত হয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার জন্য UNICEF-এর অর্থে এখানে বই ছাপানো ও তৈরীর কাজ হয়। সারা দেশে দৃষ্টিহীন পাঠকদের বিনামূল্যে এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী বই বিতরণ করে।

এখানে এক কর্মশালাও আছে। এখান হতে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, ব্রেইল স্লেট, টেইলর ফ্রেম Plastic stylus দাবার বোর্ড, তাস, ভাঁজ করা ছড়ি, ব্রেইল স্কেল প্রভৃতি কম ব্যয়ে উৎপাদন হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে একটি সুরক্ষিত কর্মশালায় আছে গ্রামাঞ্চল উন্নয়ন, সদ্যদৃষ্টিহীনদের ব্যবস্থাপনা, গৃহ ব্যবস্থাপনা, পরামর্শদান এবং Orientation ও mobility পরিষেবার জন্য বিভিন্ন বিভাগ (Unit)।

NIVH দ্বারা পরিচালিত Course গুলি হল—

- অন্ধ বা দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।
- অন্ধদের চাকুরীরত শিক্ষিতদের জন্য Contact cum Correspondence course.
- দৃষ্টিহীনদের সেকেন্ডারী শিক্ষকদের শিক্ষণ Course
- Physiotherapy B. Sc. (Hons.)
- Occupational Therapy তে B. Sc. (Hons.)
- Orthotics এবং Prosthetics এ দুবছরের Diploma course.

৪.৩.২ Stryama Prasad Mukherjee National Institute for the Orthopaedic Handicap, (NIOH), Calcutta.

অস্থি সংক্রান্ত অক্ষম শিশুদের এবং অধিকমাত্রায় অস্থি সংক্রান্ত অক্ষম প্রাপ্ত বয়স্কদের যাদের চলাফেরা করার, পেশীচালনা ও ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের উন্নতির জন্য NIOH কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯৮০ সালের এপ্রিলে এটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে রেজিস্টার্ড হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের (OH) উন্নত পরিসেবা দেওয়ার জন্য মানবশক্তির উন্নয়ন—প্রধানত Physiotherapist, Orthopaedic ও Prosthetic টেকনিশিয়ান Occupational therapist, Employment এবং placement officer ও Vocational Councellor দের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে।
- Restarative Surgery সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে model পরিসেবার উন্নতি।
- অস্থি-সংক্রান্ত অক্ষমদের পরিসেবা ও বিশেষ পরিসেবার ব্যবস্থা।
- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের সামগ্রিক পুনর্বাসনের জন্য সর্বদিকে গবেষণা পরিচালনা তার পোষিত (sponsor) করণ।
- মনোপযোগী সহায়ক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণ।
- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের ক্ষেত্রে শীর্ষ Documentation ও Information কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।
- রাজ্য সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় যারা অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত তাদের পরামর্শের পরিসেবা দান।

৪.৩.৩. Swami Vivekananda National Institute for Rehabilitation Training and Research (NIRTAR), Olatpur, Cuttack.

১৯৭৫ সালে যখন Artificial Limits Manufacturing Corporation of India স্থাপিত হয় তখন এই

প্রতিষ্ঠানটিরও জন্ম হয়। Ministry of Social Justice and Empowerment-এর অধীনে এটি ১৯৮৪ এর ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

NIRTAR-র উদ্দেশ্যগুলি হল—

- Doctor, Prosthetic, Orthotist, Prosthetic ও Orthotic Technicians, Pshychotherapist, Occupational therapists এবং এরূপ অন্যান্য কর্মী যারা শারীরিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য নিযুক্ত তাদের প্রশিক্ষণের জন্য পোষিত ও সহযোগিতা করা (Sponsor and cordinate)।
- শারীরিক অক্ষম (PH) শিক্ষা ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিকে উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য বা ভরতুকী দিয়ে আদর্শ সহায়ক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি।
- Bio-medical Engineering-এ গবেষণা, অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের চলাচলের সহায়ক যন্ত্রপাতির কার্যকরী মূল্যায়ন কিংবা উপযুক্ত Surgical ও Medical পদ্ধতি অথবা নতুন সহায়ক উপকরণের উন্নতিকল্পে গবেষণা পরিচালনা, পোষিত ও সহযোগিতা করা এবং ভরতুকী দেওয়া।
- পুনর্বাসনের জন্য model of survice delivery Programme এর উন্নতি।
- শারীরিক অক্ষমদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান (placement) এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।
- ভারতে ও ভারতের বাইরে সংবাদ প্রচার ব্যবস্থার উন্নতি।
- শারীরিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য অন্য যেকোন কার্য গ্রহণ।
- উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য সমস্ত আয়ের ব্যবহার।

একটি Regioanl Training Centre এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত NIRTAR কয়েকটি Course চালনা করে—Prosthetic/Orthotic Engineering এ Diploma.

- Physiotherapy তে Degree.
- Occupational Therapy তে Degree.
- Orthopaedic Surgeon, Physiotherapy Medicine Therapists in rehabilitation এর ক্ষেত্রে Short term course.
- মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের জন্য Orientation Course.

৪.৩.৪. The Institute for the Physically Handicapped, (IPH), New Delhi.

এটি একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং Societics of Registration Act, 1860-এ রেজেস্ট্রীকৃত। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য মানবশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের Ministry of Social Justice & Empowerment ১৯৭৬ সালে শীর্ষ পর্যায়ের এই প্রতিষ্ঠানটি করে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি—

- ৩ বছরের Physicotherapy/Occupational Course Therapy Course পরিচালনা।
- ২ বছরের Prosthetic/Orthotic Engineering Diploma Course পরিচালনা।
- ফেব্রিক কাজের জন্য বা Orthotic ও Prosthetic যন্ত্রপাতির জন্য কর্মশালা চালনা।

- Physiotheraphy, Occupational Therapy ও Speech Therapy Outpatient Department পরিচালনা।

৪.৩.৫. Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH), Mumbai.

১৯৮৩ সালে ভারত সকরার কর্তৃক স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান। প্রাক্তন গভর্নর, শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী স্বর্গীয় Ali YavarJung এর সম্মানে শ্রবণ অক্ষমদের প্রতি তাঁর আগ্রহের স্বীকৃতির জন্য ও তাঁর প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ঐরূপ নামকরণ। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটাই শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- শ্রবণ অক্ষমদের জন্য উচ্চ বিশেষজ্ঞ সম্পন্ন কর্মীদল তৈরী করতে এই প্রশিক্ষণ। মুম্বাই-এ B.Ed. (H.I.), দিল্লী ও পাটনা Regional Centre এ Hearing, Langauge and Speech এ Diploma Course পরিচালনা।
- পুনর্বাসনের পরিসেবা বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য সমাজকে কেন্দ্র করে গবেষণা পরিচালনা এবং তা শ্রবণ অক্ষমদের পৌঁছে দেওয়া। কিছু মডিউল এবং রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবনার জন্য গবেষণার দিকে লক্ষ্য রাখা যাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই সব ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে।
- শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসার জন্য উপকরণ উন্নত করা।

Rehabilitation Council of India-র অধীনে নিউ দিল্লী, কলকাতা ও সেকেন্দ্রবাদ আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বালাকম, চেন্নাই, এলাহাবাদ ও বাঙ্গালোরে Diploma Course-র জন্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমদের জন্য সেকেন্দ্রাবাদে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে।

AYJNIHH শ্রবণ অক্ষমদের সর্বপ্রকার রোগ নিরূপণের, Therapy, শিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক পরিসেবাদান করে। এখানে এই সমস্ত পরিসেবা পাওয়া যায় ÷

(১) শ্রবণ সম্বন্ধে রোগ নিরূপণ বা নির্ণয় ও মূল্যায়ন।

(২) শিক্ষাগত মূল্যায়ন ও পরামর্শ।

(৩) Hearing aids ও moulds-এর নির্বাচন ও ফিটিং।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন।

(৫) Psychotherapy, Behaviour Therapy এবং Play Therapy.

(৬) Medical পরামর্শ।

(৭) Speech ও Language therapy

(৮) মাতা-পিতাদের পরামর্শদান ও পথপ্রদর্শন।

(৯) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান।

(১০) Refearl ও Follow-up.

(১১) পরিষেবার লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং তার সম্প্রসারণ।

(১২) শ্রবণে অক্ষম বিষয়ে প্রমাণ পত্র দান।

৪.৩.৬. National Institute for the Mentally Handicapped (NIHH) Secunderabad.

ভারত সরকারের Ministry of welfare-এর অধীনে ১৯৮৪ সালে NIMH প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগত ও গবেষণার জন্য এটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ—

- মানসিক অক্ষমদের জন্য ভারতীয় পরিবেশে য-দান ও পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত মডেল উদ্ভাবন।
- মানসিক অক্ষমদের পরিসেবা দেবার মানবশক্তি গঠন।
- মানসিক দিক হতে পিছিয়ে পড়াদের চিহ্নিতকরণ, তাদের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও সমন্বিতকরণ।
- মানসিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা কাজ করে তাদের পরামর্শের পরিসেবা দান এবং সহায়তা করা।
- মানসিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে documentation ও information কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।
- মানসিকভাবে অক্ষম হওয়ার কারণ, মাত্রা, আর্থ-সামাজিক বিষয় নিরূপণের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ।
- মানসিক দিক হতে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার গুণগত পরিসেবা বৃদ্ধিকে আরও উৎসাহিত করে সফল করা।

এই প্রতিষ্ঠানে সদরস্থানে ৬টি বিভাগ আছে— Medical Science, Psychology, Special education, Speech Pathology, informaion ও documentation service এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে।

মুম্বাই, কলকাতা এবং নিউদিল্লীতে তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের Pre-Service, Pre-service সেমিনার এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের কার্যসূচী চালনা করে। অন্যান্য Course গুলি হল—

(১) সেকেন্দ্রাবাদে ৩ বছরের Bachelor's Degree Course in Mental Retardation (BMR).

(২) Post Graduate Diploma

(৩) B. Ed. (Special Education) MR

এই প্রতিষ্ঠান ১০-১২টি স্বল্প সময়ের Course সংগঠন করে। তাদের কার্যক্ষেত্রগুলি অক্ষমদের সহনশীল (Portage) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ব্যবহার পরিবর্তন, মিডিয়া ওয়ার্কশপ নিয়ে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসর একটি National workshop করে থাকে যেখানে মানসিক অক্ষমদের কাজে নিযুক্ত পেশাদার ব্যক্তিরা বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারে এবং শিক্ষক-মাতাপিতা কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি বহু বিভাগীয় দল আছে যারা মানসিক অক্ষম ও তাদের মাতা-পিতাদের সাহায্য করতে পারে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের (referrals) উপদেশ এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়কে পরামর্শদান করা হয়।

এখানে Karvalambam Kendra নামে একটি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। ৩—১৬ বছরের ৮৫ জন মানসিক প্রতিবন্ধীদের ভর্ত্তি করা হয়। তাদের Pre-primary, Primary, Secondary ও Pre-Vocational বিভাগে

ভাগ করা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকেদের জন্য গ্রাম্য শিবিরের (rural camp) পরিচালনা করে। এদের কার্যাবলীগুলো—

(১) পরীক্ষা করে বিভিন্ন কেস উদঘাটন।

(২) ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন ও পরামর্শদান।

(৩) পিতা-মাতাদের প্রশিক্ষণ।

(৪) সচেতনতা সৃষ্টি।

(৫) উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের উপদেশ (Reference)

NCERT ও Institute of Education Technology-র সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্য্যসূচী নিয়মিতভাবে এক শনিবার অন্তর দূরদর্শনে School Training Programme-এর অংশ হিসাবে সম্প্রচার করে। এটি মানসিক অক্ষমদের পিতামাতাদের জন্য এবং গৃহে এই সমস্ত শিশুদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিত।

৪.৪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Handicapped Children)

কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (National Institutes) জ্ঞান শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার কারণ এই প্রতিষ্ঠান সর্বত্র পাওয়া যায় না। কাছাকাছি স্থানে বিদ্যালয় থাকলে সেখানে অসমর্থ শিশুকে অনতিবিলম্বে এবং নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযাগ লাভ করা যায়। বিদ্যালয় সমূহের তালিকা—

৪.৪.১. শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Hearing Handicapped)

১৯৮৪ সালে মুম্বাই-এ Mombay Institution for the deaf & mute সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়।

- Calcutta deaf and dumb school—১৮৯৩ সালে বধির শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হয়।
- Clarke School for the Deaf—শ্রবণ অক্ষম ও মানসিক অক্ষম (Mentally Challenged) শিশুদের শিক্ষা দেয়। এটি চেন্নাই-এ অবস্থিত।
- MGR Higher Secondary School and Home for the Speech and Hearing Impaired—চেন্নাই-এ অবস্থিত, মূক ও বধিরদের আশ্রয় দান করে।
- Nilam Patel Bahashrut Foundation—মুম্বাই এ শ্রবণে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষা দিয়ে স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের মূলস্রোতে আনা হয়।
- Vagdevi—ব্যাঙ্গালোরের গ্রামাঞ্চলের বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের রোগ নির্ণয় করে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং মূল্যায়ন করা হয়। (assessment, diagnosis and intervention).
- National Society for Equal Opportunities for the Handicapped (NASEOH)—মুম্বাইতে অবস্থিত। এই সংস্থা শ্রবণ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজ ও আমোদ প্রমোদের সুযোগ দেয়।

- Arpan—এটি বরোদায় বহু প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র। শ্রবণ ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
- Akshar Trust for Hearing Impaired—এটি বরোদায় শ্রবণ অক্ষম শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অতি শিশুদের জন্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে।
- AIAED—ভারত শ্রবণ অক্ষমদের শিক্ষার সুযোগের উন্নতি কমে এবং এই সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে। অশিক্ষিত বধির লোকেদের অবৈতনিক স্বাক্ষর জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করে।
- Nagpur Hearing Services—এটি শ্রবণ অক্ষম লোকেদের পুনর্বাসন পরিষেবা দেয়। সমস্ত প্রকার শ্রবণের জন্য যন্ত্রপাতি এবং শ্রবণ অক্ষমদের মূল্যায়ন ও তাদের জন্য ব্যবস্থাপনার পরিষেবা দেয়।
- Maharashtra Deaf Fellowship in India—ঔরঙ্গাবাদ। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় ও হোস্টেলের মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর আলোক সম্পাত করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য। মহারাষ্ট্রে বধিরদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান।
- EAR—Education, Audiology and Research Society—মুম্বাই-এ শ্রবণ-অক্ষমদের মূল্যায়ন করে ও শিক্ষা দেয়।
- Little Flower Cenlent Chennai.

৪.৪.২. দৃষ্টিহীন বা অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Visually Impaired/Blindness)

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় যুদ্ধ অন্ধদের জন্য প্রথম Saint Dunstan's Hostel দেরাদুনে স্থাপিত হয়।

- NAB (National Association for the Blind) মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়েছিল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য।
- Blind People's Association—আমেদাবাদে অন্ধ ও দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা ও পরিসেবা দেয়।
- Sri Ramkrishna Mission— কোয়েম্বাটোরে অন্ধ শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষা দান করে।
- Faith India— এনারকুলামে দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা ও অন্যান্য পরিসেবা দান করে।
- Blind Relief Association— দিল্লীতে দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।
- Sishu Raksha—ব্যাঙ্গালোরে শিশু কল্যাণের জন্য এটি কর্ণাটক রাজ্য কাউন্সিল।
- Kerala Federation of the Blind—এটি ব্রেইল পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড ও কমপিউটার প্রশিক্ষণ এবং ব্রেইল অনুলিপি উপকরণ (transcription aid), mobility ও Orientation প্রোগ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।
- Victoria Memorial School—মুম্বাই শহরে দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা দেওয়ার আবাসিক বিদ্যালয়।
- RakumSchool for the blind—দৃষ্টিহীনদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়। ব্রেইল পদ্ধতি লেখা ও পড়া শেখানো হয়। চলাফেরা, উপদেশ ও ঠিকমত পরামর্শ দেয়। ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত।

- Royal Common Wealth Society for the Blind—অন্ধত্ব বন্ধ ও প্রতিকার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। বিনা ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলে চোখের অপারেশনের জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করতে অর্থ সাহায্য করে। মুম্বাই-এ এটি অবস্থিত।
- Rotary Club of Chandigarh—দৃষ্টিহীনদের ব্রেইল দিয়ে সাহায্য করার চণ্ডিগড়ের একটি সংগঠন।

৪.৪.৩. মানিসক অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (School for the Mentally Handicapped)

১৯৪৪ সালে মুম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত মানসিক অক্ষমদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় Jai Vakeel School. এটি মানসিক অক্ষমদের জন্য গবেষণার কাজ করে এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়।

১৯৫৪ সালে All India Institute of Mental Health স্থাপিত হয়।

- মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১৯৬৪ সালে Kamayani School প্রতিষ্ঠিত হয়।
- Model School for Mentally Deficient —মানসিক অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষাগত, প্রাক্-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন পরিসেবা দেওয়া হয়। এটি নিউ দিল্লীতে অবস্থিত। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন হোস্টেল আছে।
- Arushi—মানসিক দিক থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও শিখনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। মুম্বাই-এ অবস্থিত।
- Karvalambam— সেকেন্দ্রাবাদে মানসিক অক্ষম শিক্ষা দেয়।
- Central Institute for Mentally retarded—এটি ত্রিবান্দ্রমে মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের পরিসেবা দেয়।
- Spandeen—বরোদায় মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দেয়।
- Mithra—ব্যাঙ্গালোরে মানসিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সংগঠন।
- Ashalaya Home for the welfare of the Mentally Retarded—ব্যাঙ্গালোরে এটি বৃত্তিমূলক শারীরিক ও প্রতিকারমূলক প্রশিক্ষণ দেয় মানসিক অক্ষম শিশুদের।
- Association for Mentally Retarded—ব্যাঙ্গালোরের 'প্রগতি' মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়।
- St. Camilus Training Centre for Education of the Mentally Retarded— কেরালাতে মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Manjunath Social Welfare Association— বেলগাঁও-এ অবস্থিত একটি আবাসিক বিদ্যালয়। এটি শিক্ষা ও জীবনে বৃত্তিমূলক উপেদশ (Career guidance) দেয়।
- Cauossa Special School—মুম্বাই-এ মানসিক অক্ষম শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞানের শিক্ষা (Three R's) শিল্প, হাতের কাজ, শিক্ষা দেওয়া হয়।
- Dilkush Special School — নিজের য- নেওয়া, কর্মশালা ও Clinical পরিষেবা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মুম্বাই-এ অবস্থিত।

- SPJ Sadhana School— এটি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রাক্-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মুম্বাই-এ অবস্থিত এটি একটি সুরক্ষিত কর্মশালা আছে।
- Amar Jyoti—দিল্লীতে মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Enarkulam Women's Association— কোচিনে এই প্রতিষ্ঠান মানসিক অক্ষম ও বধিরদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়।
- Alphoms Social Centre—এটি এনারকুলামে মানসিক অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়।

৪.৪.৪. অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Orthopaedically Handicapped)

অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালে।

- The society of Rahabilitation of cripple Children-Mumbai—এটি একটি Orthopaedic হাসপাতাল চালনা করে এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও পোলিও-এর জন্য পরিসেবা দেয়।
- Cheshire homes Leonard Cheshire কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে ১৯টি এরূপ 'home' আছে।
- ১৯৫৫ সালে মুম্বাই-এ Fellowship of the Physically Handicapped স্থাপিত হয়। অস্থি অক্ষমদের কষ্ট লাঘবের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান।
- Spastic Society of India—১৯৭৮ সালে দিল্লীতে শুরু হয়েছিল এবং পরে মুম্বাই-এ। এই Society ব্যাঙ্গালোরে ছাত্রদের শিক্ষা, Speech therapy,occupational therapy ও Physio therapy দেয় এটি বর্তমানে National Resource Centre নামে পরিচিত।
- Society for the education of the crippled— মুম্বাই-এ। অস্থি অক্ষমদের জন্য শিক্ষা দেয়।
- Life Help Centre for the Handicapped in Adyar—মাদ্রাজে। অস্থি ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Educational Organisation of Tanali—শারীরিক দিক হতে অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Punarjanman : A special school— শারীরিক অক্ষমদের জন্য শিক্ষা দেয়। কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত।
- Amar Seva Sangam— তেরুনেলভেলা জেলায় এটি অবস্থিত। শারীরিকভাবে অক্ষমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণ দেয়।
- The J. S. S. Polytechnic for the physically Handicapped— কমপিউটার, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যশিল্প, এবং কর্মাশিয়াল প্র্যাকটিস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শারীরিক অক্ষম অথবা বধির ছাত্রদের শিক্ষা দেয়।
- Destitute Home for children with Physically Handicapped—মহীশূরে অবস্থিত। শারীরিক অক্ষম শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষা দেয়।
- Association of the Physically Handicapped— বেলগাঁও এ শারীরিক শিশুদের জন্য শিক্ষা দেয়।

- Dada Amar Rehabilitation Centre for Cerebral Palsy— মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত বিশিষ্ট শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন দেয়।
- Disa Education for the Disabled—Spastic রোগ বিশিষ্ট শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন দেওয়া হয়।
- Rotary club of Delhi—এটি শারীরিক অক্ষমদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর সঙ্গে জড়িত।
- Dr. Ambedkar Institute for Physically Handicapped—কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কোর্সে এবং কমার্সিয়াল প্র্যাকটিস সম্বন্ধে শারীরিক অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষা দেয়।
- Jyoti Charitable trust— চণ্ডিগড়ে সহায়ক উপকরণ (aids) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শারীরিক অক্ষম শিশুদের যোগান দেয়।
- Sanjeevan—পাটনায় শারীরিক ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাদান করে।
- UDAAD for the Disablded—দিল্লীতে মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত বিশিষ্ট ও মানসিক অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন এবং প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সমন্বিত করার ব্যবস্থা করে।

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (National Institutes) কার্যাবলীতে এই বলে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে সমস্যা জড়িত কাজের ক্ষেত্রগুলি (Thrust Areas) হল মানবশক্তি উন্নয়ন, পুনর্বাসনের মডেল পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী, সকলের কাছে পরিসেবা পৌঁছানো, মানসিক ও দৃষ্টি অক্ষম, বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন। কাছাকাছি অঞ্চলে পরিসেবা পেতে বিদ্যালয়ের সহায়তা।

৪.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

- কিভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (National Institutes) প্রয়োজন হয়েছিল ?
- জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা কর এবং NIMH ও NIVH-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- কোনওভাবে কি NIRTAR ও NIOH পারস্পরিক জড়িত ?
- বিশেষ শিক্ষকের নিকট এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন ?
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যালয়ের জ্ঞান বিশেষ শিক্ষণকে কিভাবে উপকৃত করে ?

৪.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion and Clarification)

এই এককটি ভালভাবে পড়ার পর কিছু বিষয়ের উপর আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৪.৭.১. আলোচনার বিষয়সমূহ (Points for discussion)

.....

.....

.....

৪.৭.২. ব্যাখ্যার বিষয়সমূহ (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

৪.৮ উৎস (References)

- Kundu C. L. (Ed) (2000) Status of Disability in India 2000, Rahabilitation Council of India, New Delhi.
- Deaf India Direcotry, Htm.
- Lycos India : Special Education Directory.
- Indian NGO's-Com. List of Insittution working in the field of disability.
- IND BAZAAR NGO. Indian Support Groups. htm.
- Ind Bazaar.com.Education of Physically Challenged, htm.
- http:/disabilities about, com/cs/education.

BLOCK - 3

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF DISABILITIES AND CURRICULUM PLANNING

অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা

পর্ব—৩ অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা (Identification and Assessment of Disabilities and Curriculum Planning)

ভূমিকা (Indroduction) : পাঠক্রমকে ফলপ্রদ ও কার্যকরী করতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও তার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা উচিত। শিক্ষার্থী যদি বিশেষ শ্রেণীর ও অক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাহলে এই পাঠক্রম উপযুক্ত হবে। উপযুক্ত ও কার্যকরী পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

এই পুস্তিকা শিক্ষক-শিক্ষানবিশদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে মূল্যায়ন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এক্ষেত্রে অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের উদ্দেশ্যে।

একক ১ ❑ কার্যকরী বা মৌলিক সক্ষমতার সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পার্থক্যমূলক লক্ষণাদি চিহ্নিতকরণ (Identification and Assessment of Functional Abilities and Differential Diagnosis)

১.০ গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩ সংজ্ঞা

১.৩.১ মূল্যায়ন কি ?

(i) ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন

(ii) কর্মসূচীর মূল্যায়ন

(iii) নির্বাচন অথবা বাছাই

(iv) যোগ্যতা, স্থান নির্ণয় অথবা শ্রেণীবিভাগ

(v) পরিমার্জন পরিকল্পনা

১.৩.২ মূল্যায়নের প্রকারভেদ ঃ

(a) নিয়ম অনুযায়ী বা স্বাভাবিক মূল্যায়ন

(b) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়ন

(c) পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়ন

(d) পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ

(e) কর্মসম্পাদন বা দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন

১.৩.৩ প্রথা-অনুযায়ী মূল্যায়ন

১.৩.৪ প্রথা-বর্হিভূত মূল্যায়ন

১.৪ সনাক্তকরণ

১.৪.১ দৃষ্টিজনিত অক্ষমতা

১.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা

১.৪.৩ শ্রবণ-অক্ষমতা

১.৪.৪ চলন সংক্রান্ত অক্ষমতা

১.৪.৫ শিখন-অক্ষমতা

১.৪.৬ **Attention Deficit Disorders** মনোযোগের অভাব সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা এবং **Attention Deficit Hyperactivity Disorder** মনোযোগের অভাব হেতু অতিসক্রিয়তামূলক বিশৃঙ্খলা।

১.৫ এককের সারাংশ

১.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৭ বাড়ির কাজ

১.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী

১.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী

১.৯ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

সম্ভবত বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পেশাধারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক বা মতপার্থক্য এত বেশী হয়নি। মূল্যায়ন পদ্ধতি অতিক্ষুদ্র হতে বৃহত্তর শিক্ষাস্তর এবং ব্যক্তি হতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সর্বত্র হয়ে থাকে। আজকাল সকল বিদ্যালয়ে প্রায় শিক্ষার সকলস্তরে মূল্যায়ন হয়ে থাকে। Speech Therapist ভাষার উন্নতি ও নিপুণতার পরীক্ষা করে থাকেন, Occupational therapist পরীক্ষা করেন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের প্রগতি, সঞ্চালন দক্ষতা, প্রশাসকেরা মূল্যায়ন করেন শিক্ষকের এবং শিক্ষাদানের পরিকল্পনার, শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করেন দক্ষতার নানাস্তর এবং বিদ্যালয়ের মনোবিদেরা মূল্যায়ন করেন প্রায় সব কিছু। মূল্যায়নের ক্ষেত্রটি অপরিকল্পিত এবং এইজন্যই পরিবর্তনের প্রয়োজন। এধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি বন্ধ করার উদ্যোগ দেখা যায় না। বিদ্যালয় অধিকর্তাদের শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্তের পশ্চাতের যুক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এজন্য সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়ন পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ হতে হবে এবং মূল্যবান ও প্রামাণ্য হতে হবে।

বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা (Testing) ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (assessment) সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি আছে। পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমার্থক নয়। পরীক্ষণের জন্য ব্যক্তিকে কিছু বিশেষ প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং তাতে প্রাপ্ত নম্বরের দ্বারা তার সাফল্যের মান নির্ণয় করা হয়। মূল্যায়নে পরীক্ষণ থাকলেও তা শুধু প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে আলোচনা করে না, গুণগততথ্য বা কিভাবে শিশু সাফল্যের মান অর্জন করে সেটাও মূল্যায়নে সাথে জড়িত। এটি হল মনস্তত্ত্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Psycho educational decisions)।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

পাঠ্যক্রমের অধ্যায়গুলি পাঠের সাথে সাথে ছাত্রদের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করতে হবে—

(১) মূল্যায়নের অর্থ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জ্ঞান।

(২) মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে উপলব্ধি।

(৩) প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য—চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ।

(৪) বিভিন্ন প্রকারের মূল্যায়নের সরঞ্জাম সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৫) শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যসূচীর মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্যায়নের ব্যবহার।

১.৩ সংজ্ঞা (Definition)

১.৩.১ মূল্যায়ন কি (What is Assessment) ?

মূল্যায়ন ঃ তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ ছাত্রছাত্রীর প্রগতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করাকে মূল্যায়ন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। মূল্যায়নের তথ্য পাওয়া যায় নানাবিধ উপায়ে যেমন স্বাভাবিক মূল্যায়ন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, বিদ্যালয় নথিপত্র অন্বেষণ, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে। শিক্ষার্থীর পূর্বের ইতিহাস ও বর্ত্তমান কার্য্যসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত। এটি পরিবর্ত্তনশীল ও চলমান পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(i) ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন (Evaluation of individual Progress)

(ii) পদ্ধতির মূল্যায়ন (Program evaluation)

(iii) বাছাই (Screening)

(iv) যোগ্যতা (Eligibility)

(v) প্রয়োগ (Intervention)

Salvia and Ysseldyke (1991) পাঁচটি সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করেন। ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন, পদ্ধতি-মূল্যায়ন, বাছাই (Screening) স্থান নির্বাচন, সঠিক হস্তক্ষেপ এবং এ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে প্রয়োগ পরিকল্পনা।

(i) **ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন (Evaluation of individual progress) ঃ** বিদ্যালয়ের ব্যক্তিত্বরা ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রকে বা ছাত্রদলকে সঠিকভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে তার বা তাদের প্রগতি বা অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তার মূল্যায়ন করবেন। এই সমস্ত তথ্য বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করবে।

(ii) **পদ্ধতির মূল্যায়ন (Program Evaluation) ঃ** বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচীর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে কতকগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। নির্দেশমূলক শিক্ষা প্রয়োগ কতটা কার্যকরী হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে পরীক্ষা (Test) প্রায়ই করা হয়। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শুরু করার প্রারম্ভে ও শেষে পরীক্ষা (Test) নেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োগ পদ্ধতির ফলাফল তুলনা করেন। এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পদ্ধতিগুলির ভাল-মন্দ বিচার করেন প্রশাসক।

(iii) **বাছাই/নির্বাচন (Screening / Selection) ঃ** ভর্ত্তি বা প্রবেশের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছাত্রদের নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষাকর্মসূচী থেকে যে সমস্ত ছাত্র কোন প্রকার উপকৃত হতে পারবে না তাদের চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন তথ্য প্রয়োগ করা হয়। যে সমস্ত ছাত্রের প্রতিকার প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত ভাবে মূল্যায়ন করা হয় কিংবা অতিরিক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু তারা বিশেষ শিক্ষার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিয়মিতভাবে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির পরীক্ষা করা হয় ছাত্রদের সম্ভাব্য দৃষ্টি ও শ্রবণের অসুবিধে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। এর ফলে ছাত্রের শিখন-প্রবণতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন কিংবা বোধমূলক সক্ষমতা পরিমাপ করে। ছাত্রের সম্ভাব্য অসুবিধে সমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(iv) **দক্ষতা বা স্থান নির্বাচন এবং শ্রেণী নির্ণয় (Eligibility, Placement and Classification) ঃ** প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র বিচার করে ছাত্রেরা বিশেষ বা প্রতিকারমূলক সেবার উপযুক্ত কিনা নির্ণয় করে তাদের

জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে পারলে তার থেকে গভীর ফল লাভ করা যেতে পারে। উপরোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই চিহ্নিতকরণ সুবিধাজনক তবে বাস্তব অনুশীলনে তা প্রায় অসম্ভব হয়।

(v) **প্রয়োগ পরিকল্পনা (Intervention Planning)** ঃ বিদ্যালয়ের নীতি ও অনুশীলন, গৃহ ও পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়সমূহ ছাত্রের ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এসবই বিবেচনার প্রয়োজন।

পূর্বেকার মূল্যায়ন প্রথা ছিল শিক্ষার্থীর প্রবণতা নির্ভর। কিন্তু এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিস্তর সমালোচিত হয়েছে। ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমানে পরিবেশগত মূল্যায়ন, পাঠক্রমভিত্তিক পরিমাপ, শিক্ষা পরিবেশের কার্যকারিতা, সরাসরি পাঠগত মূল্যায়ন এবং নির্দেশকাঠামোর মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

১.৩.২ মূল্যায়ন কয় প্রকার (What are the Types of Assessment)

মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of assessment)

(a) নিয়মানুগ মূল্যায়ন

(b) বৈশিষ্ট্যানুগ মূল্যায়ন

(c) পাঠক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন

(d) পাঠক্রমভিত্তিক পরিমাপ

(e) কর্ম / কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন

(f) প্রথাগত মূল্যায়ন

(g) প্রথা-বহির্ভূত মূল্যায়ন

(a) নিয়মানুগ মূল্যায়ন (Norm referenced assessment) ঃ নিয়মানুগ মূল্যায়নে একটি ছাত্রের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা হয় সেইসব ছাত্রের কৃতিত্বের তুলনায়, যারা ঠিক তার মতো নয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ব্যবহার করে একজন ছাত্রের আচরণের সঙ্গে অন্য একজন বা একদল ছাত্রের দক্ষতার তুলনা করা হয়। ছাত্রদের একদলে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাদান করার জন্য এই মূল্যায়ন। কিন্তু কিভাবে এই সব ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে তার নির্দ্দেশ এটা দিতে পারে না। এই মতের সমালোচকদের যুক্তি হোল পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষাদানই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কিংবা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে তার অগ্রগতিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই ধরনের নিয়মানুগ মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সকলের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল নাও দিতে পারে। ছাত্রদের নানা ধরনের পৃথক মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। ফলে এই ধরনের মূল্যায়ন থেকে সংগৃহীত তথ্য অপর্যাপ্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

(b) লক্ষণগত মূল্যায়ন (Criterion referenced assessment) ঃ লক্ষণগত বা বৈশিষ্ট্যমূলক মূল্যায়ন ছাত্রদের বিশেষ দক্ষতার মূল্যায়ন। ব্যক্তি বা দল হিসাবে হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বিশেষ বিষয়ে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে তা নির্ণয় করতে এই মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করে। উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট করে কিংবা মৌলিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির মূল্যায়ন করা, পরে লিখিত বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, লক্ষণটিকে ঠিক করা এবং দক্ষতার মান বা স্তর নির্ণয় করা শক্ত কাজ। যখন পাঠক্রমের কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা অর্জন করতে হয় তখন পাঠক্রমের বিষয়বস্তুটি নির্দিষ্ট করা থাকে। সমালোচকেরা মনে করেন লক্ষণগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা স্তর কতটা পর্যন্ত দাবি করা যেতে পারে তা ঠিক ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন বেশী জরুরী এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সীমায়িত দক্ষতাই যথেষ্ট। কিন্তু নানাবিধ বিষয়ে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি নয় তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়।

(c) **পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়ন** (Curriculum based assessment) ঃ পাঠক্রম নির্ভর মূল্যায়নকে কখনো কখনো কার্য বিশ্লেষণ সংক্রান্ত দক্ষতা পরিমাপ বলা হয় (Fuchs and Deno, 1991)। বর্ত্তমান পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই ছাত্রের কর্ম সম্পাদনের অগ্রগতি ও ছাত্রের শিক্ষার প্রয়োজন নিরূপণের ব্যবস্থা আছে (Gickling and Havestape, 1981). এই মূল্যায়নের অন্তর্গত বিষয়গুলি হল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার পরিবেশ বিশ্লেষণ, ছাত্রছাত্রী কোন কাজ কিভাবে করে তার বিশ্লেষণ, ছাত্রছাত্রীদের উৎপাদিত দ্রব্যের পরীক্ষা, ছাত্রদের জন্য কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা জটিল কাজগুলি প্রধান অংশে বিভক্ত করে দেবেন এবং ছাত্রেরা কিভাবে এই অংশ সম্পাদন করে কিভাবে দক্ষতা অর্জন করছে তার বিশ্লেষণ করেন। যে উপাদানগুলিতে তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি সেগুলির সমন্বয় সাধন করে তারা এই জটিল বিষয়গুলিতে শিক্ষাদান করবেন। লিখিত পরীক্ষা, objective test ও minitest-এর মাধ্যমে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হবে। বিরুদ্ধ মত হল এই যে এইধরনের আংশিক ও ছোট ছোট পরীক্ষায় বৃহত্তর আচরণগত মূল্যায়নের ফল পাওয়া যায় না।

(d) পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ (Measurement) বা যোগ্যতা নিরূপণ—পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ হল পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়নের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক, যা পাঠক্রম বিষয়ে ছাত্রের দক্ষতা নিরূপণ করে। এই পরিমাপের বৈশিষ্ট্যগুলি—(১) ছাত্রের পাঠক্রমের সঙ্গে সংযুক্তকরণ, (২) স্বল্প সময়কালীন নিয়মিত প্রয়োগ, (৩) অল্পব্যয়, (৪) অনেক প্রকার মূল্যায়নের ধরণ, (৪) সময়ের সাথে সাথে ছাত্রদের কাজের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে নজরদান (Marston, 1989)।

এই পরিমাপ বা যোগ্যতা নিরূপণ ছাত্রদের পাঠক্রমের প্রতি আগ্রহের মূল্যবান ইঙ্গিত দেয়। পাঠক্রমের বৃহত্তর লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং বছরে ছাত্রদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরামর্শ দান করতে শিক্ষককে সমর্থ করে। কিন্তু এই যোগ্যতা নিরূপণ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠক্রমের উপর হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ সমালোচনা করেন।

(e) কর্ম/কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন (Performance based assessment) পরীক্ষকেরা এখন মুখস্থ, সঠিক উত্তর নির্বাচন ও ছাত্রদের কাজের মান নির্ণয় হতে দূরে চলে গিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার দিকে ও দীর্ঘ সময়ের কৃতিত্বের তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। এই মূল্যায়নে ছাত্রকে তার সমস্যা নির্ধারণ করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়, তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ফলাফল সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হয়। এইরূপ মূল্যায়নকে কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন বলা হয় যদিও এর অন্য নাম যেমন—বিকল্প মূল্যায়ন ও প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন (alternatives assessment and authentic assessment)। এরূপ মূল্যায়ন ছাত্রের বাস্তব জীবনের সমস্যাকে সমাধান করতে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং জ্ঞানের প্রয়োগ করে।

Resnick (1990) যুক্তি প্রদর্শন করেন, কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন 'পাঠক্রম বিষয়ে চিন্তন'কে (thinking curriculum) পরিমাপ করে, পাঠক্রমকে মুখস্ত করা নয়। কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে। Shavelson (1990) যুক্তি দেন যে কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন হল একই সঙ্গে শিক্ষা এবং মূল্যায়ন। Barron (1990) মতপ্রকাশ করেন, যেহেতু কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন নির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সেহেতু অনেক বেশী উপযোগিতাবাদী।

যাইহোক, মূল্যায়নের প্রয়োগ নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকলেও শিক্ষকই স্বচ্ছ থাকবেন তিনি কি মূল্যায়ন করবেন এবং কি মূল্যায়ন করা উচিত। অনেক মূল্যায়নের পদ্ধতি আছে এবং অক্ষমদের মূল্যায়ন করতে শিক্ষককে পদ্ধতিটি নির্ণয় করে নিতে হবে।

মূল্যায়ন সাধারণত দুধরনের—(১) প্রথাগত, (২) প্রথাবহির্ভূত।

১.৩.৩ প্রথাগত মূল্যায়ন (Formal Assessment)

প্রথাগত মূল্যায়ন দাবী করে নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পরীক্ষার আয়োজন, যার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সমতা থাকা প্রয়োজন। সমবয়স ছাত্রদের মধ্যে এই মূল্যায়ন হয়। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা শ্রেণীগত ভাবে এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রমিত পরীক্ষা উচ্চ প্রযুক্তি যুক্ত এবং এর ব্যবহার ও মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অবলম্বন করা দরকার ও মূল্যায়নের সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরীক্ষার নির্দ্দেশ সংক্রান্ত বই (manual) ভালভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। শিক্ষকদের অবশ্যই জানতে হবে 'কেন' তাঁরা পরীক্ষা করছেন, কোন পরীক্ষা নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং পরীক্ষার ফলাফল কিভাবে ব্যবহার করা হবে। পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা সম্বন্ধে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। বার বার পরীক্ষার পর যদি একই প্রকার ফল পাওয়া যায় তবেই পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে এবং যেটার পরিমাপ করতে চায় সেই পরিমাপ সঠিক হলেই তবে সেই পরীক্ষার বৈধতা থাকে। পরীক্ষার মানের (Scores) ব্যাখ্যাও বেশ নিপুণতার প্রয়োজন বোধ করে। পরীক্ষা মানের বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করা কখনই উচিত হবে না। প্রথাগত পরীক্ষা তিনপ্রকার—(১) সাধারণ বুদ্ধি ও প্রবণতা পরীক্ষা, (২) সাধারণ কৃতিত্ব পরীক্ষা, (৩) ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা।

১.৩.৪ প্রথাবহির্ভূত মূল্যায়ন (Informal Assessment)

প্রথা-বহির্ভূত মূল্যায়ন প্রমাণিত নয়। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাদারি ব্যক্তি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতির সুবিধা হল শ্রেণীকক্ষে বাস্তব শিক্ষাদানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। যাইহোক, পরীক্ষাগুলিকে ফলপ্রদ করতে বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়মবদ্ধ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নাবলী প্রভৃতি প্রথা বহির্ভূত মূল্যায়ন প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

১.৪ সনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ (Identification)

১.৪.১ দৃষ্টিগত অক্ষমতা (Visual Impairment) : (V.I)

স্কেলের চার্ট অনুসারে একটু দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু কোন একটি স্বাভাবিক মাপের বস্তুকে ২০০ ফুট দূর থেকে দেখতে পায়। কিন্তু সেই বস্তুটিকে যদি অন্য একটি শিশু নুন্যতম ২০ ফুট দুর থেকে দেখতে পায় তাহলে তাকে দৃষ্টিহীনতা সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়।

যেসব শিশুদের কম দৃষ্টি শক্তি কিংবা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি নেই তাদের ২০/৭০ ফুটের বেশী দৃষ্টিশক্তি যায় না। এইসব শিশুদের বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। স্বল্প দৃষ্টিশক্তিকে স্পষ্টতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় এবং আংশিক দৃষ্টিশক্তিকে Snellen Chart হতে দূরত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়।

চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ (Identification) ঃ

নিম্নলিখিত নির্দেশকগুলি মাতা-পিতা এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে সমর্থ করবে।

- অত্যধিক চোখ কচলানো।
- চোখ দিয়ে জল পড়া।
- চোখ প্রায়ই লাল হওয়া।
- চোখের অতি কাছে বস্তু বা বই ধরা।
- বই বা পড়ার জিনিসের কাছে মাথা নিচু করে পড়া।
- বক্রদৃষ্টি বা টেরা চাউনি।
- ঘন ঘন চোখ পিটপিট করা
- ব্লাকবোর্ড হতে লিখতে বন্ধুর সাহায্য নেওয়া।
- মুখোমুখি আসা ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে ধাক্কা লাগা।
- নিয়মিত মাথাধরা।
- চোখ ও হাতের মধ্যে সহযোগিতার অভাব
- দূরবর্ত্তী জিনিস দেখতে মাথা সামনে ও পিছনে নাড়া।
- পড়ার সময় মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে বসা।

চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ ঃ অত্যধিক চোখ কচলানো (ঘষা), চোখ লাল হওয়া, চোখে জল, সামনের দিকে মাথা হেলানো, এবং বই চোখের কাছে ধরা, ব্ল্যাকবোর্ড হতে লেখার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করা, চোখ পিটপিট করা, টেরা চাউনি, লোক এবং কোন বস্তুর উপর ধাক্কা লাগা, চোখের ক্ষীণ সহযোগিতা, চোখের কাছে বই রাখা।

মূল্যায়ন (Assessment)

কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করেন যেসব শিক্ষক মূল্যায়ন তাদের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। ক্রমশ উন্নত মূল্যায়ন সমানুক্রমিক বয়সকে তুলনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থার দ্বারা কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এবং দৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদেরকে একই ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় যদিও সেগুলো তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। সক্ষমতার প্রশ্নটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের তুলনায়। সকল ক্ষমতার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক এই কারণে যে দৃষ্টি শক্তির অক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। যেমন residual vision, visual history, pre and post birth blindness জন্মের পরে ও আগে হতে অন্ধত্ব, দৃষ্টিগত, জ্ঞানগত এবং আবেগময় মাতা-পিতার দৃষ্টিশক্তিহীনতা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া, রোগের কারণের পার্থক্যের এমনকি একই CA-এর মধ্যে। চোখের সমস্যা বের করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পরীক্ষার কৌশল হোল চোখের দৃষ্টি ক্ষমতা পরিমাপ। বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য Perkins-Binet-Carl Davis-revision, Wechslers intellgence scale for children এবং দৃষ্টিহীনদের Vithobha Pannikar Performance Test of intelligence এবং Blind Learning Aptitude Test (BLAT) (CA 6-20)।

আচরণ ও সামাজিক বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের Bayley Scale of Infant Development, Denver Development Screening Test, Maxfield-Buch Holg social maturity Scale দ্বারা প্রাক-বিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন শিশুদের মূল্যায়ন করা যায়।

দৃষ্টিশক্তির বৈশিষ্ট্যের বিচারে কার্যকরী দৃষ্টিশক্তিও তার পটুতার মূল্যায়নের উপর বিবেচিত হয়।

যদি যথাযথ পরিবর্তন এবং বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পাওয়া না যায় তাহলে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুদের জ্ঞানার্জনে অসুবিধা হয়। শারীরিক, আচরণ, কথোপকথন কার্যের ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও Placement নির্দ্ধারণ IEP-এর বিকাশের জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।

আধুনিক Eye Medical Information বা চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যাদি, শিক্ষাগত দক্ষতা—শিক্ষার পদ্ধতি, ক্ষতিপূরণের দক্ষতা।

শিক্ষাগত ক্ষতিপূরণের দক্ষতা ঃ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিশেষ দক্ষতা যেমন ব্রেইল, গণিতের ব্যবহার, স্পর্শন পদ্ধতি বা সংবেদনশীল পদ্ধতির প্রয়োজন বোধ করবে।

ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ নিপুণতা ঃ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুকে চটপটে করে তোলা, সহজে চলনশীল করে তোলা, খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা।

কার্য্যকরী স্তর বা ক্রিয়াশীল স্তর (Functional level) :

যোগাযোগের দক্ষতা (Communication Skills) :

অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পরিচিতি ও চলনশীলতা (Orientation and Mobility) :

সমাজে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা (Social Adjustment Skill) ঃ

ইন্দ্রিয়গত দক্ষতা (Sensory Skills) :

দৃষ্টিসংক্রান্ত দক্ষতা (Visual Eifficiency)

শারীর শিক্ষা ও অবসর সময়ে কার্যাবলী (Physical Education and Leisure Activities)

পেশা, বৃত্তি কিংবা প্রাক—বৃত্তি সম্বন্ধীয় দক্ষতা (Career, vocational or pre-vocational skills)

শিক্ষার্থীর ক্ষমতা সম্পর্কে সামগ্রিক বা ব্যাপক মূল্যায়ন যথাযথ IEP-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার এবং পাঠক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন প্রথাগত মূল্যায়নে সহায়তা করতে পারে।

১.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা (M.R.)

মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ বৌদ্ধিক কার্যকারিতা (Criterion A)। উল্লেখযোগ্যভাবে সাধারণ গড় অপেক্ষা নিম্নস্তরের এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অভিযোজনের বা খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে অন্তত দুটিতে, যেমন, ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে, আত্ম-য-, গৃহে জীবনযাপন, সমাজজীবন, আত্ম-নির্দ্দেশনা নিয়ন্ত্রণ, কার্য্যকরী শিক্ষা কুশলতা, কাজ, অবসরযাপন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (Criterion B) ইত্যাদি ক্ষেত্রে। ১৮ বছরের আগেই এগুলো দেখা দেয় (Criterian C)।

Mental retardation is significantly subaverage general intellectual functioning (criterion A) that is accompanied by significant limitations in adaptive functioning in at least two of the skill areas.

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

কিছু ব্যবহারিক ইঙ্গিত মানসিক প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

- শিখনের মন্থরতা, সাধারণ শিক্ষায় ধীরগতি বা বাধা। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অতি অল্প যেমন, পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে মন্থর প্রতিক্রিয়া।
- বিমূর্ত ধারণা উন্নতি ঘটাতে অসুবিধা, স্বচ্ছতার অভাব।
- ভিন্ন জিনিস বা ঘটনার মধ্যে সাধারণ বিষয় নির্ণয়ে অক্ষমতা।
- পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির অভাব।
- শিখন বিষয়ে মনোযোগে অসুবিধা।
- মনোযোগের ক্ষেত্র সীমিত।
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবহেলা করে প্রধান কাজে যথাযথ মনোযোগদানে অসুবিধা।
- স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে শেখা বিষয়গুলি স্মৃতিতে ধরে রাখা বা পুনরাবৃত্তির ক্ষমতার অভাব।
- কোন নির্দিষ্ট বিষয় শিখতে বা নির্দিষ্ট কাজ করতে অনেক বেশী পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলনের প্রয়োজন।
- সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহার। 'স্বাধীনতা' 'গণতন্ত্র' এর মত বিমূর্ত্ত শব্দ বুঝতে অসুবিধা।
- সীমাবদ্ধ বৌদ্ধিক ক্ষমতা ভাষা ও শিক্ষার দক্ষতাকে সীমাবদ্ধ করে।
- জটিল বিষয় উপলব্ধি, লেখা এবং জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চপর্যায়ের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে অসুবিধা।

- সূক্ষ্ম বা কৌশলী অর্থ এড়িয়ে যাওয়া এবং ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করার অক্ষমতা।
- চাহনির অস্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যের অভাব।
- শ্রেণীকক্ষের মধ্যে চলাফেরায় অসুবিধা অনুভব করা।
- ক্ষুদ্র ছাপাই অক্ষর পড়ার অসুবিধা।
- ছবি বা কোন দৃষ্টান্তমূলক ছবির ব্যাখ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে অসুবিধা, কোন লেখা পড়ে বা কোন কাজ (Assignment) করে তার অস্পষ্টতা নিয়ে অভিযোগ করা।
- কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে বা কোন কিছু পড়তে অন্যদের অপেক্ষা মানসিক প্রতিবন্ধীদের একাধিক বার দেখতে হয় বা পুনরাবৃত্ত করতে হয়।

চিহ্নিতকরণ ঃ শিক্ষার গতি মন্থর, সমস্যা সমাধানের নিপুণতা কম, প্রতিক্রিয়ায় দেরী, মনোযোগের পরিমাণ কম, অল্প সময়ে স্মরণশক্তির অভাব, পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা, ভাষা ও শিক্ষার নিপুণতা কম, উপলব্ধি বা বোধশক্তি কম।

মূল্যায়ন (Assessment)

মানসিক প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন মূলত তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা এবং পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজসেবীদের দ্বারা প্রদত্ত তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে। বহুল ব্যবহৃত বুদ্ধির পরীক্ষা—Stanford Binet, Weschler Intellignece Scale for Children. (R or III). Kaufman Assessment Battery for Children Intellectual Functioning বলতে এদের বুদ্ধ্যঙ্ক বা IQ 70 কিংবা তার কম বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে IQ পরিমাপের ক্ষেত্রে ৫ পয়েন্ট পর্যন্ত ভুল থাকতে পারে। পরিমাপের ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্যে এই প্রভেদ দেখা যেতে পারে। ৭০ হতে ৭৫ IQ বিশিষ্ট ব্যক্তির মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে যদি তার অভিযোজনমূলক আচরণের মধ্যে কিছু অভাব থেকে যায়। যদি কোন ব্যক্তির IQ ৭০ হতে কম দেখা যায় কিন্তু তার আচরণের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কোন ঘাটতি না দেখা যায় তবে তাকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলা যাবে না।

কম 1Q-এর চেয়েও অভিযোজনে অক্ষমতাই মানসিক প্রতিবন্ধকতার মূল লক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের সঙ্গে কার্যকরীভাবে তাল মিলিয়ে চলাই ব্যক্তির অভিযোজন ক্রিয়া এবং ব্যক্তি তার বয়স, সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট এবং সমাজ, গোষ্ঠী অনুসারে প্রত্যাশামত কতটা ব্যক্তি স্বাধীনতার মান পূরণ করে তাকেও অভিযোজন ক্রিয়া বলা হয়। শিক্ষা, প্রেরণা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা অভিযোজন ক্রিয়া প্রভাবিত হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত অবস্থা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকতে পারে।

অভিযোজনমূলক আচরণ Adaptive behaviour scale দ্বারা মূল্যায়ন করা যায়। শৈশবাবস্থায় শিশুর

অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে, স্বচ্ছতা স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা ও উন্নতির উপর নির্ভর করেই মূল্যায়ন হয়। AAMD adaptive behaviour Scale এবং Vineland Social Maturity Scale অভিযোজন আচরণ পরিমাপের পরীক্ষা। অন্যান্য পরিচিত স্কেলগুলি হল (ভারতীয় মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে) প্রবলেম বিহেভিয়ার চেকলিস্ট, ম্যালঅ্যাডাপটিভ বিহেভিয়র চেকলিস্ট ইত্যাদি।

- ব্যক্তিগতভাবে কৃত IQ পরীক্ষায় IQ স্কোর ৭০ বা ৭৫ বা তার কম।
- অভিযোজনের আচরণে ঘাটতি অর্থাৎ বয়স অনুসারে আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দায়িত্বশীলতা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে দক্ষতার অভাব।
- ০ হতে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে এই সব ঘাটতি বা অভাব দেখা যায়।

অভিযোজনের দক্ষতা বা নিপুণতার ক্ষেত্র (Adaptive Skill areas) ঃ

American Association of Mental Retardation দশটি অভিযোজনের নিপুণতার ক্ষেত্র বিবেচনা করে। এই ক্ষেত্রগুলির দুটি বা তার অধিক ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তা নির্ণয় করার প্রয়োজন রয়েছে। যখন অভিযোজনের আচরণ মূল্যায়ন করা হয় তখন ডাক্তারী বিচার ও মতামত, পরিবেশ অনুসারে প্রত্যাশা এবং সম্ভাব্য সহায়ক ব্যবস্থা (Potential Support System) বিবেচনা করা হয়।

যোগাযোগ/ভাববিনিময় (Communication) : ভাববিনিময় অন্তর্ভুক্ত উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং কথা, লিখিত শব্দ, লিখিত প্রতীক বা সংকেত, ইঙ্গিতের ভাষা, সাংকেতিক আচরণ ভিন্ন ভঙ্গিমামূলক আচরণ যেমন মুখভঙ্গিমা, দেহের সঞ্চালন এবং অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতির মাধ্যমে ভাব বা তথ্য প্রকাশের ক্ষমতার।

নিজের য- নিজে নেওয়া (Self-care) : খাওয়া, পোষাক-পরা, নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা, টয়েলেটের সব ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা নেওয়া স্ব-নির্ভরতার অন্তর্ভুক্ত।

বাড়ীতে বসবাস (Home living) ঃ বাড়ীঘর ঠিক রাখা, পোষাক পরিচ্ছদের য- নেওয়া, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য প্রস্তুত, বাড়ীর জন্য পরিকল্পনা, দোকান বাজার করা, বাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষা করা সহ দৈনন্দিন জটিল কাজ করা এর অন্তর্গত।

সামাজিক দক্ষতা (Social Skills) ঃ বন্ধুত্ব করা, কোন কিছু উপলব্ধির প্রকাশ, হাসি এবং হিংসা, যৌন ক্রিয়া সংক্রান্ত আচরণ প্রভৃতিকে বোঝায়।

সমাজ ব্যবহার (Community Use) ঃ লোকসমাজের যৌথ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সাধারণত আছে যেমন,—যাতায়াতের মাধ্যম, দোকান-বাজার, পূজা-অর্চ্চনা, এবং সাধারণের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার।

আত্ম-নির্দেশ (Self direction) : নিজের পছন্দানুযায়ী শিখন বা নিয়মানুসরণ, কোন কার্য্য সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অন্যের সাহায্য চাওয়া এবং সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হল আত্মনির্দেশ।

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (Health and Safety) :

নিজের ভাল বোঝা, ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ, কোনো অসুস্থতার চিহ্নিতকরণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া, প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি জানাও সুস্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মেনে চলাই হল স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মূল কথা।

কার্যকরী শিক্ষা (Functional Academies) ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা ও দক্ষতা যেমন পড়া, লেখা, অঙ্ক করা, ভূগোল বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞানার্জন করা।

অবসর যাপন (Leisure) : আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা যেমন পছন্দসই কাজের অনুশীলন এবং পরিবারিক বা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা।

কাজ (Work) : পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য কাজ করা বা কোন স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা।

বিভিন্ন বয়সীদের কাছ হতে সামাজিক প্রত্যাশা ভিন্নরূপ হওয়ার জনেই বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে অভিযোজনের আচরণের ভিন্নতা থাকতে পারে। Grossman (1983) বিকাশের স্তরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সংযোগের কথা বলেছেন। অতি শৈশব ও শৈশব কালে নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অভাবগুলি দেখা দিতে পারে।

- ইন্দ্রিয় সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ
- যোগাযোগ রক্ষা করার দক্ষতা
- স্বাবলম্বনের দক্ষতা
- সামাজিকতাবোধ

শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিকালের প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং নিম্নের বিষয়ে অভাব দেখা দিতে পারে।

- দৈনন্দিন কার্যে প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োগ।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যুক্তি ও বিচারের প্রয়োগ।
- দলগত কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক দক্ষতার প্রয়োগ।
- বয়ঃসন্ধিকালের শেষভাগে এবং প্রাপ্তবয়স্ক কালে উপরোক্তক্ষেত্রগুলি ব্যতীত বৃত্তিমূলক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে অভাব দেখা দিতে পারে।

অভিযোজনের আচরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করা শক্ত। মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অভিযোজনের আচরণের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পড়া লেখাও অঙ্ক জানা নয়, বিদ্যালয়, বাড়ীতেও সমাজে সফলতার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

মূল্যায়ন ঃ (a) বুদ্ধিগত বা বৌদ্ধিক কার্যাবলী।
(b) অভিযোজনের নিপুণতা ক্ষেত্র

১.৪.৩ শ্রবণগত অক্ষমতা (Hearing Impariment)

শ্রবণগত অক্ষমতা আপেক্ষিকভাবে একই প্রকার অক্ষমতা এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজককে ঠিকমত নির্ণয় করার অক্ষমতা। জীবনে শ্রবণগত অক্ষমতা জীবনের সঙ্গতি বিধান, সামাজিক ও জ্ঞানের বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই সমস্তগুলো নির্ভর করে পিতা-মাতা তাদের শ্রবণ-প্রতিবন্ধকতাকে কীভাবে গ্রহণ করছেন তার উপর। পরিবারের পরিবেশ এবং পরিবারে শ্রবণ শক্তি অক্ষমদের মর্যাদা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেওয়ার বয়স দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, যথাযথভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা, শ্রবণশক্তি অক্ষম ও বধির শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ, বধির শিশুরা যেখানে কাজ করে সেখানকার ভাষাগত পরিবেশ এবং যে মৌখিক ও হাতের সাহায্যে কথোপকথনের জন্য নিপুণতা অর্জনের সুযোগ সুবিধা, বড়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর শ্রবণশক্তি অক্ষমদের অগ্রগতি নির্ভর করে।

ক্রমবর্দ্ধমান শ্রবণে অক্ষমতা কিংবা শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজনার প্রতি ক্রিয়াশীল করে তুলতে না পারাই হল শ্রবণগত অক্ষমতা।

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন শিশু ও বধির শিশুর সহজাত ক্ষমতা একই প্রকার। কিন্তু শ্রবণে অক্ষমতার জন্য এরা শিখনে এবং অন্যদের সঙ্গে ভাষা ও ভাববিনিময়ে দক্ষতার উন্নতি করতে পারে না।

- ভাষার উপলব্ধি ও ব্যবহারে তাদের অসুবিধা থাকে।
- কথা বলতে, পড়তে এবং বানানের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়।
- কোন তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা।
- সীমাবদ্ধ ভাষার নিপুণতা পড়ার ক্ষেত্রে এবং কোন ধারণাকে কৌশলের সঙ্গে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
- স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি যুক্ত শিশুরা প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে শিখতে পারে, ভাষার দক্ষতা বাড়াতে পারে, শোনার মাধ্যমে তাদের নিপুণতা ও ধারণা শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু শ্রবণগত দক্ষতাহীন শিশুরা এ-সুযোগ পায় না।
- অনেকেই মৌখিক প্রতিক্রিয়াতে দ্বিধা করে এবং এভাবেই তাদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন সীমিত হয়।
- ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ মন্থর হয়।

চিহ্নিতকরণ ঃ ভাষার দক্ষতার অভাব, ভাষার উপলব্ধিতে ও ব্যবহারে অসুবিধা, বিশেষ অসুবিধা পড়তে ও কথা বলতে, কোন তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা, সহজাত বুদ্ধির ক্ষমতা স্বাভাবিক।

মূল্যায়ন (Assessment) :

- শ্রবণগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার জন্য শ্রবণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞের দ্বারা শ্রবণগত দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়।
- শিশুর বুদ্ধি সংক্রান্ত ক্ষমতা নির্দ্ধারণের জন্য মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদের দ্বারা শিশুর শিক্ষার অর্থাৎ পড়া, লেখা ও অঙ্ককষা বা প্রাথমিক জ্ঞানের স্তর বা মান মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

মূল্যায়নের প্রকার (Types of Assessment)

শ্রবণ সম্বন্ধীয়

কথা

ভাষা

ইঙ্গিত বা ইসারা ভাষার মাধ্যমে কথাবার্ত্তা

জ্ঞানমূলক

বিকাশমূলক

শিক্ষাবিষয়ক

বৃত্তিমূলক

আচরণগত পরীক্ষা

ভাষার মূল্যায়ন (Language Assessment)

যে সমস্ত ছোট শিশু বিলম্বিত কথার জন্য ইসারা দেখায় তাদের ভাষার মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। কথার এই বিলম্বিতকরণ বংশানুক্রমিক এবং পরিবেশগত কারণের জন্য হতে পারে। ভাষা, ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও শব্দার্থ সম্বন্ধীয় ভাষা সমস্যা স্থাপন করতে এটা করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। শ্রুতি লিখনের মাধ্যমেও শ্রবণের দ্বারা বোঝা বা উপলব্ধির ক্ষমতা, কোন কিছু গ্রহণ করে প্রকাশ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। স্পষ্টভাবে কথা উচ্চারণ, ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় গঠন, এক পদ্ধতি হতে অন্য পদ্ধতিতে রূপান্তর, ভাষার বিন্যাস করে বাক্য পূর্ণাঙ্গ করার শক্তি পরীক্ষা করা হয়। এইসব পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষক ভাষা ক্ষমতার এক চিত্র আঁকতে পারেন যার সাহায্যে ভাষার প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

শ্রবণগত অক্ষমদের বুদ্ধি সংক্রান্ত কার্য্য দুপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপের মধ্যে মূল্যায়ন করা যায় (১) জটিল সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা পরিমাপের জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার পদ্ধতির উন্নতিসাধন। এর ফলে বধির ব্যক্তির বুদ্ধিগত কার্য্যকারিতা (intellectual functioning) মূল্যায়ন করা যাবে। (২) বোধমূলক কার্য্যকলাপের পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতির ফলে শিখন ও উপলব্ধি মূল্যায়ন করা যাবে।

কথোপকথন বা অন্যের সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদানে শ্রবণগত অক্ষম শিশুর অসুবিধা থাকতে পারে। এ

থেকে বুদ্ধি ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা পাওয়া যায়। এবং বুদ্ধ্যঙ্ক কম ধরে নিয়ে সেভাবেই সাবধানতার সঙ্গে সব কিছু করা যেতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে আচরণগত অভিযোজন সংযোগ না করলে বুদ্ধির কার্য্যকারিতা বোঝা যায় না। সামাজিক যোগ্যতা, নিজস্বযোগ্যতা, দৈহিক যোগ্যতা, কোন কিছু গ্রহণে যোগ্যতা, অন্যের কাছে আ--প্রকাশের ক্ষমতা, সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কৌশল উদ্ভাবন করার প্রয়োজন।

আচরণগত পরীক্ষা (Visual reinforcement audiometry or Conditioned orienting response) সাধারণভাবে ৬ মাসে কিংবা তার পরে শ্রবণ শক্তি অক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। কথা ও ভাষা করায়ত্ব করার পূর্বেই এটা প্রায় সকল শিশুকেই করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ স্থানে প্রেরণ করার সমস্যা কমবে এবং চিহ্নিতকরণের (labelling) সমস্যাও কম হবে। চিহ্নিত শিশুকে পুনর্বাসন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সময়মত করা যেতে পারে এবং পরে শ্রবণ শক্তির সীমাবদ্ধতার কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধা আছে ঃ

(১) চিরাচরিত আচরণগত শ্রবণশক্তি পরীক্ষা যন্ত্রে (Traditional behavioural audiometry) ৬ মাসের মধ্যে পরীক্ষার জন্য নিপুণ ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন এবং এটা সময় সাপেক্ষ।

(২) সদ্যজাত শিশুদের পরীক্ষার মত বেশি বড় শিশুকে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করে বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) হাইয়েষ্ট রিস্ক থাকা ডেভলপমেন্টালি শিশুদের টেস্টিং করা খুবই অসুবিধাজনক।

(৪) কিছু কিছু শ্রবণগত অক্ষমদের ১ বৎসরের বেশী বয়স না হলে চিকিৎসা করা যায় না।

মূল্যায়নের প্রকার (Types of Assessment) : শ্রবণ শক্তি পরীক্ষার যন্ত্র (Audiometric) কথা, ভাবের আদান-প্রদান, জ্ঞানমূলক, বিকাশমূলক, শিক্ষাগত, বৃত্তিমূলক এবং আচরণগত।

পরীক্ষার পদ্ধতি (Testing techniques) ঃ প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়, ঠিকভাবে চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক এবং শ্রবণশক্তি অক্ষমদের বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করা হয়।

(a) উচ্চ ঝুঁকি যুক্ত রেজিষ্টার (Highrisk register) এই বই-এ শৈশবে শ্রবণশক্তি অক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয়। rubella হতে সংক্রমণ, কান, নাক, গলার ত্রুটি, ঠোঁট দ্বিখণ্ডন বা কাটা, তালুতে ফুটো, জন্মের সময়ে ১৫০০ গ্রামের কম ওজন।

(b) পরীক্ষার পদ্ধতি (Sereening Procedures) শিশু যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ সৃষ্টি করা হয় এবং শব্দের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়।

(c) Cribiogram Technique : এই পদ্ধতিতে শিশুর বিছানায় Sound box রাখা হয় এবং বিছানায় লিপিবদ্ধ করা কৌশল স্থাপন করা হয়। কিছু বিরতির পর যখনই শব্দ ৯২ dB উৎপাদিত হয় শিশুর প্রতিক্রিয়া আপনাআপনি লিপিবদ্ধ হয়।

EEG

শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-র সাড়া দেওয়া পরীক্ষা করার জন্য EEG ব্যবহার করা হয়। প্রথম ছ'মাসে শিশুর Audiometric পরীক্ষা এবং বিভিন্ন শব্দের প্রতি সাড়া দিতে আচরণ লক্ষ্য করা হয় এবং পরে আরও বিস্তারিতভাবে Audiometric পরীক্ষা করা হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় চিহ্নিত করার পর পারস্পরিক ক্রিয়া, শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা গঠন, প্রাথমিক উদ্দীপনা, ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহারের দক্ষতার উন্নতি, কথা বলার জন্য কণ্ঠের ব্যবহার ও শিক্ষা, খেলা এবং কোন বিষয় ও বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়ের ধারণার বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিশুর প্রয়োজন অনুসারে শ্রবণ-যন্ত্র যে-র সঙ্গে নির্বাচন করা উচিত। কথার মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময় ক্ষেত্রে প্রাথমিক কার্যাবলী শুরু করা প্রয়োজন। শ্রবণশক্তি অক্ষম শিশুদের প্রথমেই মেনে নিয়ে পিতা-মাতাকে শ্রবণ-যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে এবং উদ্দীপিত করার কৌশলের জন্য ট্রেনিং (শিক্ষা) নেওয়া প্রয়োজন।

Audiometer

Audiometer বিশুদ্ধ স্বর তৈরী করা বৈদ্যুতিক কৌশল বা পদ্ধতি। শ্রবণ ক্ষেত্রের স্তর Hearing Threshold level (HTL), Hearing Level (HL) এবং Sound Pressure Level (SPL) পরিমাপ করে। Audiogram শিশুর শ্রবণ শক্তি ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

ক্ষতির পরিমাণ, কর্ণের বিকৃতি স্থান, শ্রবণশক্তি ও তার সময়কাল প্রভৃতির উপর নির্ভর করে শ্রবণগত অক্ষমদের mild, moderate, severe ও profound শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এছাড়া Conductive loss, Mixed loss, Sensory neural loss and Non-organic loss, Congenital loss ও Prelingual loss শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়।

শ্রবণে অক্ষম শিশুদের যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয় ঃ

Seguin form board
WISC (R or III)
Vineland Social maturity Scale
Bayley Scale of infant development
Bender visual moter gestalt test
Differential apptitude test
Personality test
Behaviour checklist.

শ্রবণগত অক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ (Classification of hearing impairment)

শ্রবণগত দক্ষতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে শ্রবণগত অক্ষমদের নিম্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

মৃদু Mild H. I. : 26 – 54 db

মাঝারি Moderate H. I. : 55 – 69 db

বেশি Severe H. I. : 70 – 89 db

খুব বেশি Profound H. I. : 90 db and above

০ db যেটা থেকে স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোকে অতি ক্ষীণ বা দুর্বল শব্দ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। তাতে পরবর্ত্তী সংখ্যা শ্রবণশক্তি হারানোর পরিমাণ নির্দেশ করে।

মৃদু এবং মাঝারি শ্রবণক্ষমতা হারানো শিশুরা সাধারণ নিয়মিত শ্রেণী কক্ষে বিশেষ সাহায্যের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেহেতু তারা শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশিষ্ট শ্রবণ শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে।

শ্রেণীবিভাগ

Mild H. I. : – 26 – 54 db

Moderate H. I. : 55 – 69 db

Severe H. I. : 70 – 89 db

Profound H. I. – 90 db এবং তার উপরে।

শ্রবণক্ষমতা হারানোর (অক্ষমতার) প্রকারভেদ (Types of hearing loss) :

সাধারণত এটাকে Conductive loss ও Sensori neural impariment এ ভাগ করা হয়।

(১) **Conductive loss :** পরিবাহী বা সঞ্চালন ক্ষমতার ক্ষতি। বাইরের বা মধ্য কর্ণের কার্যকারিতার অভাবে শব্দ প্রেরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা সাধারণতঃ মৃদু বা মধ্যম শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে দেখা যায়। যদিও অনেক সময় বড়ো ধরনের ক্ষতিও পরিলক্ষিত হয়।

(২) **Sensori neural loss**

ক্ষতি অনেক সময়—শ্রবণের স্নায়ুতে ঘটতে পারে। এই স্নায়ুর সাহায্যে অন্তকর্ণ হতে মস্তিস্কের কেন্দ্রে শ্রবণ পৌঁছে। এটা অপারেশন করে ভাল করা যায় না। এই প্রকার ক্ষতি স্থায়ী।

শ্রবণগত অক্ষমতার প্রকারভেদ

(১) Conductive loss : বাহির বা মধ্য কর্ণের কার্যকারিতার অভাব এবং শব্দ প্রেরণের ক্ষমতার ক্ষতি।

(২) Sensori neural loss : শ্রবণ স্নায়ুর ক্ষতিসাধন।

১.৪.৪ চলনে অক্ষমতা (Locomotor Impairment)

অস্থি বিষয়ক অক্ষমতা অতি সাধারণ শারীরিক অক্ষমতা। পেশী সংক্রান্ত কিংবা কাঠামোগত কিংবা মূল স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় যার ফলে সঞ্চালন বা চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কথাটির অর্থ এই অক্ষমতা জন্মগত অস্বাভাবিকতা হতে সংঘটিত যেমন বিকৃত পা। অক্ষমতা পোলিওর মত রোগ থেকেও হতেও পারে, কিংবা অক্ষমতা স্নায়বিক কারণে যেমন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত থেকে হতে পারে।

অস্থিগত অক্ষমতা চলাফেরাকে সীমিত করে এবং ক্ষতির মাত্রা ক্ষেত্র বিশেষে চরম হতে পারে। মৃদু অস্থি

অক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রেরা সাধারণ শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষে ভালভাবে কাজ করতে পারে এবং কখনও এদের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় না কিংবা হয়তো অল্প সাহায্য প্রয়োজন হয়। যাদের ক্ষতির মাত্রা বেশী তাদের বিশেষ ফার্নিচার বা প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।

অবস্থা পেশীগত, অস্থিকাঠামোগত অথবা স্নায়ুতন্ত্র গত এবং এটি চলাফেরাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

চিহ্নিতকরণ (Identification)

এই শ্রেণীর ছাত্রেরা

- সচরাচর সাধারণ বুদ্ধির সীমার (range) মধ্যে অর্থাৎ ৯০—১১০ I. Q.-এর মধ্যে থাকে যদিও তাদের বেশী অংশই এই IQ সীমানার মধ্যে নিচের দিকে থাকে।
- পক্ষাঘাতের জন্য তাদের কথা বলার বা তার সাবলীলতার অসুবিধা থাকে।
- তাদের চলাচলে অসুবিধা থাকে এবং তারা wheel chair, crutch এবং brace প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে চলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।
- শিক্ষায় তাদের কৃতিত্ব সাধারণত এমন বন্ধুদের মত যারা প্রতিবন্ধী নয়।
- তাদের কাজের অর্থাৎ লেখা, খাওয়া, পরিবেশে বস্তুকে ঠিকমত পরিচালনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের অসুবিধা থাকে। তাদের চলাফেরা করার সময় স্বাভাবিক ছাঁদ থাকে না, শরীরে ঝাঁকুনি ও চোখেমুখে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়।
- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা অথবা চিকিৎসা জনিত অসুবিধার জন্য তারা বিদ্যালয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে।
- শারীরিক বা স্বাস্থ্য বিষয়ে ত্রুটি থাকার জন্য খেলাধূলা, ভ্রমণ, বনভোজন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা কম থাকে।
- সন্ধি স্থানে প্রায়ই ব্যথা।
- মোটর কন্ট্রোল দুর্বল।

দুর্বল অস্থি নিয়ন্ত্রণ, সন্ধি স্থলে ব্যথা, অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করে। অনুপস্থিতি, ঝাঁকুনি দিয়ে চলাফেরা, লেখা, খাওয়া এবং জিনিস ঠিকভাবে ব্যবস্থার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা, পড়াশুনাকে ব্যাহত করা, চলাফেরাতে সীমাবদ্ধতা।

মূল্যায়ন (Assessment) :

অক্ষমতার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য Physiotherapist ও Occupational Therapist দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। যথা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, Spasticity, উর্দ্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ, ডান, বাম কিংবা উভয় দিকের পক্ষাঘাত প্রভৃতি।

শিক্ষা বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা মূল্যায়ন।

বিশেষ শিক্ষক দ্বারা পড়া, লেখা, অঙ্ককষা প্রভৃতিক্ষেত্রে মূল্যায়ন।

বেশীর ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধী বা অস্থি সঞ্চালনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণীকক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যায় যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের কোন অসুবিধা থাকে না।

প্রকারভেদ (Types)

কয়েকটি পরিচিত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ঃ

পোলিও ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত সংক্রামক রোগ পোলিওমাইলিটিস (Poliomyclitis) রোগ খুব সামান্য হতে সাংঘাতিক হতে পারে। পক্ষাঘাত, পেশী কৃশতা (mascular atrophy), এমনকি মারাত্মক পক্ষাঘাত।

Mascular dystrophy প্রকৃতপক্ষে জন্মকাল হতে সমস্যা যার ফলে পেশী আনুপাতিকভাবে কৃশ হতে পারে। কিন্তু স্নায়ু বা অনুভূতি বিষয়ে কোন সমস্যা থাকে না।

Mascular dystrophy চার ধরনের ঃ

Pseudohypertrophic type : যখন শিশু হাঁটতে আরম্ভ করে তখন এটা নির্ণয় করা যায়। এটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে।

Facioscapulohemera : পা অপেক্ষা ঘাড় ও বাহুকে বেশী দুর্বল করে। ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হতে পারে।

Limb-girdle dystrophy : পেশীর দুর্বলতা প্রথমে উর্ধ্ববাহু এবং পেলভিজে (Pelvis) দেখা যায়। এর সঙ্গে থাকে ভারসাম্য রক্ষার দুর্বল ক্ষমতা, হাঁসের মত হেলে দুলে চলার ভঙ্গি, বাহুতোলার অক্ষমতা। ৬—১০ বছর বয়সের মধ্যে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

Mixed dystrophy : সমস্ত স্বেচ্ছাচালিত মাংস পেশীকে (voluntary Muscles) ৩০—৩৫ বছর বয়সের মধ্যে আক্রান্ত করে এবং অবনতি দ্রুতগতিতে ঘটে।

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত (Cerebral Palsy) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে আক্রান্ত করে জন্মের আগে, সময়ে এবং জন্মের পরে। স্নায়ু ও পেশী সংক্রান্ত গোলযোগ।

তিন ধরনের মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আছে ঃ

Spastic Cerebral Palsy : ব্যক্তির শরীর অনমনীয়, পেশী টানটান এবং সংকুচিত।

Athetoid Cerebral palsy : চলাফেরায় অনিচ্ছাবশত মুখবিকৃতি, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট, তীব্র ঝাঁকুনির ফলে স্বতঃপ্রবৃত্ত চলাফেরায় অসুবিধা।

Ataxic Cerebral Palsy : এটি বিরল প্রকৃতির। ভারসাম্য রক্ষার অসুবিধা, সমন্বয়ের অভাব, কম্পন ইত্যাদি।

Spina bifida : জন্ম হতেই ত্রুটি। গর্ভ অবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে embryonic neural tube বড় হওয়ার ফলে উদ্ভুত জন্মগত ত্রুটি।

শ্রেণীসমূহ (Types)
পোলিও
Muscular dystrophy প্রধানত চারটি ধরন ঃ
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত— ৩ প্রকার
Sina bifida

১.৪.৫ শিখনে অক্ষমতা Learning Disability (L. D.)

শিখন অক্ষমতা এমন একটা অসঙ্গতি যা শিক্ষার্থী দেখে শোনে তাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায়

কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে তথ্যের সংযোগ সাধনে বিঘ্ন ঘটায়। এই ত্রুটি বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। কথ্য ও লিখিত ভাষায় প্রকাশের বিশেষ অসুবিধা এই অক্ষমতার অন্তর্গত। এছাড়া, সমন্বয়সাধন, আত্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা মনোযোগ দানে অসুবিধা শিখন অক্ষমতার মধ্যে পড়ে। এই অসুবিধাসমূহ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে এবং পড়তে লিখতে বিঘ্ন ঘটায়। শিখনের অক্ষমতা নির্ণয় প্রামাণিক পরীক্ষা দ্বারা করা যায়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স ও বৃদ্ধি অনুসারে স্বাভাবিকের তুলনায় শিশুর শিখন অক্ষমতার স্তরের তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল শিশুর প্রকৃত অক্ষমতার উপর শুধুমাত্র নির্ভর করে না। নির্ভর করে পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রশ্নের উপর মনোযোগ ও সেটা বোঝার ক্ষমতার উপরেও।

L.D. একধরনের অসঙ্গতি যা দেখে ও শুনে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয় কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করতে পারে না। বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষা বলতে ও শিখতে, সমন্বয়সাধনে আত্মনিয়ন্ত্রণে কিংবা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা প্রকাশ করে।

শিখনে অসমর্থদের যথাযথ মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিশু যে ধরনের সাহায্য লাভ করবে সে বিষয়ে এটি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হল বিভ্রান্তিকর অসমর্থতার প্রকৃতি। তাছাড়াও, বৈশিষ্ট্যগুলি মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অন্য প্রকার অসমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। প্রথাগত পরীক্ষাগুলো প্রামাণ্য কিন্তু প্রথা বহির্ভূত পরীক্ষাগুলো ঠিক প্রামাণ্য নয়।

মানুষের শিখনের ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পার্থক্য বা অমিল থাকে কিন্তু শিখন-অক্ষমতা মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশ করে যা কার্যকরী শিক্ষাকে বাধা দেয়। শিখনে অক্ষমতার Neuro-psychological কারণগুলিকে প্রক্ষোভ, পরিবেশ, মনোভাব ও অন্যান্য বিষয়ক কারণ থেকে পৃথক করতে হবে এবং শিক্ষা ক্ষমতায় স্বাভাবিক ব্যক্তি পার্থক্য হতেও আলাদা করতে হবে।

মস্তিষ্কের গঠনগত ক্ষতি জন্মের সময় আঘাত, অপর্যাপ্ত অক্সিজেন, এনকেফেলাইটিস এবং এই প্রকার কারণের জন্য হতে পারে। এরজন্য dyslexia বা পড়ায় অক্ষমতা, বিলম্বে পরিপক্কতা, অপটুতা, অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। Electrical, Chemical এবং Metabolic অস্বাভাবিকতা মস্তিষ্কে আসতে পারে এবং এগুলো স্নায়ুবিক সংযোগের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে। Lateralised মস্তিষ্কের কার্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মস্তিষ্কের দৃষ্টি ও শ্রবণ ইঙ্গিতকে সমন্বিত করতে বাধা দেয় এবং এটি ব্যক্তির দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে ভাষাকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যক্তিগত ক্ষমতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে।

চিহ্নিতকরণ (Identification)

সনাক্তকরণ—

—ক্ষমতা/যোগ্যতা

কার্যসম্পাদন

প্রভেদ

দুর্বল কার্য সম্পাদন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী কার্যসম্পাদন

বিদ্যালয়ে সমস্যা দেখা দিলেই সাধারণত শিশুকে শিখন অক্ষম বলে মূল্যায়ন করা হয়, বিভিন্ন রকমভাবে পরীক্ষা করা হয় ও তিনটি লক্ষণের জন্য শিখনে অক্ষমকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) ক্ষমতা ও কার্যসম্পাদনের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য।

(খ) দুর্বল কার্যসম্পাদন।

(গ) জীবনের বিস্তৃত মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় কার্যসম্পাদন।

শিখনে অক্ষম শিশুদের মধ্যে আচরণগত কিছু বৈষম্য থাকে যা তাদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যথা ঃ

- স্বাভাবিক কিংবা স্বাভাবিক হতে বেশি বুদ্ধি বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন।
- আকস্মিক আবেগজনিত কার্য (Impulsivity)
- কার্যে নিজেকে প্রকাশে অক্ষমতা।
- এক হতে অন্য কার্যে নিজেকে যুক্ত করার অক্ষমতা।
- আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন কার্যের সংখ্যা বেশি।
- ভুল বা অনুপযুক্ত উপলব্ধি।
- পড়া লেখা ও Transposition এর ক্ষেত্রে প্রত্যাশার বিপরীত কার্যসাধন।
- ডান-বাম, উপর-নীচ সম্বন্ধে সমস্যা।
- মৌখিক তথ্য বা সংবাদের ক্ষেত্রে উপলব্ধি ও স্মরণ করার অসুবিধা।
- Visual image কে ব্যাখ্যা ও স্মরণ করার অসুবিধা।
- কাজ এলোমেলোভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে আরম্ভ করা।
- বিমূর্ত্ত ধারণা সম্বন্ধে চিন্তা করার সমস্যা।
- অপটুতা বা অস্পষ্টতা (clumsiness)
- বেশী চঞ্চলতা (hyperactivity)
- লিখতে গিয়ে অক্ষর বাদ দেওয়া, অন্য অক্ষর লেখা, উল্টো অক্ষর লিখে ফেলা।
- পড়ার সময়ে লাইন বাদ দেওয়া।
- মৌখিক নির্দেশ বুঝতে অসমর্থ।
- মেজাজের পরিবর্ত্তন (subject to mood swings)।
- ভোলা মন বলে প্রতীয়মান হওয়া।
- সামাজিক ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনার অভাব।
- ব্যক্তিক আদানপ্রদানে সমস্যা (Interpersonal Problems)।
- বিদ্যালয়ে সামাজিকতাবোধের পরিচয় দিতে না পারা।
- নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা (low self-concept)।

শিখন অক্ষমতার উপরিভাগ (Sub types of learning disabilities)

শিখন অক্ষমতার প্রকৃতি

পুঁথিগত শিক্ষায় অক্ষমতা—পড়া, লেখা, অঙ্ক ; বিকাশমূলক শিখন অক্ষমতা—মনোযোগ, স্মৃতি, উপলব্ধি, চিন্তন, ভাষা, উপলব্ধি বিষয়ক অঙ্গ (Perceptual motor)

Chal fant এবং Kirk (1984) দুই প্রকার শিক্ষার্থীদের কথা বলেন। "পুঁথিগত বা বিদ্যালয়ের শিখনে অক্ষমতা"। "পড়া, অঙ্ককষা, বানান করা এবং লেখায় অক্ষমতা।" বিকাশমূলক শিখন অক্ষমতা (Developmental disabilities) হল শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মধ্যে শৃঙ্খলা সমন্বয় সাধিত না হওয়ার ফলে কার্যকরী প্রয়োগ দক্ষতার অভাব।

এই অক্ষমতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, উপলব্ধি করা ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য, উপলব্ধি, চিন্তন অথবা ভাষার অভাব বা বিশৃঙ্খলা।

L. D.-এর মূল্যায়ন ঃ Sensory, motor, affective, Social, conceptual, Language and Communication.

শিখন অক্ষমতার মূল্যায়ন (Assessment of learning Disability) ঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বের স্তরের শিশুদের, বোধশক্তি, সঞ্চালন, সামাজিক, ধারণামূলক, ভাষাগত, আবেগসম্বন্ধীয়, ভাবের আদান-প্রদান ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিকাশমূলক লক্ষণগুলি Learning test-এর মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধীয় কার্যসম্পাদন সূক্ষ্ম ও সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন নিপুণতা, উদ্বেগ, মনোযাগবিস্তার, অধ্যবসায়, সামাজিক দক্ষতা, ভাষা প্রকাশ ও উপলব্ধিতে দক্ষতা, স্পষ্টভাবে কথা বলা প্রভৃতি।

প্রাথমিক পরীক্ষা, শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ এবং কার্যসম্পাদনের Index ব্যবহার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিখনে অক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

শিখনে অক্ষমতার জন্য স্নায়ু বিষয়ক পরীক্ষা (neurological examination), পঠন পরীক্ষা, visual motor gestalt test, draw a man test, gross and fine motor test, hyper-kinesis, ontological findings & biological screening করা উচিত। এই medical বৈশিষ্ট্যগুলি শিখনে অক্ষমতা থাকা শিশুদের নিয়ে কাজ করতে প্রয়োজন হয় এবং এছাড়া প্রয়োজন বুদ্ধিগত কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা যাচাই।

অন্যান্য মূল্যায়নের (other evaluation would consist of) উপাদানগুলি নিম্নরূপ

বিকাশ সম্বন্ধীয় অক্ষমতা

ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য ক্ষমতার অসামঞ্জস্য বা শিখন পদ্ধতিগত অসঙ্গতি।

স্বাস্থ্য, জন্ম-ইতিহাস, শারীরিক বিকাশ, প্রক্ষোভ ও শিক্ষামূলক বিষয় (factor) এবং সঙ্গতিবিধান।

ভাষা—গ্রহণে ও প্রকাশে সামর্থ্য

লেখার দ্বারা প্রকাশ, বানান, হাতের লেখা এবং ধারণা।

পঠন

গণিত

মনোযোগ, উপলব্ধি, প্রেরণা, প্রক্ষোভ, স্মরণশক্তি এবং আচরণ।

কিছু কিছু বহুল ব্যবহৃত পরীক্ষা

মূল্যায়ন ঃ উন্নতি বা বিকাশ, শিখন, প্রক্ষোভ, লেখার দ্বারা প্রকাশের ক্ষমতা, পঠন, গণিত, মনোযোগ, উপলব্ধি, প্রেরণা, স্মৃতি-শক্তি, আচরণ।

Informal Reading Inventory, wechsler Intelligence Scale for children (WISCR & III), Draw a Man Test, Aston Index Test for Learning Difficulties, Peabody Picture Vocabulary Test, Illinois Test of Psycholinguisotic Skills, Vineland Social Maturity Scale, Kauffman Test of Educational Assessment, Wide Range Achievement Test, Behaviour Checktest for Screeing the Learning Disabled (BCSLD) Diagnostic Test of learning Disability (DTLD), Swarup Mehta Test of Thinking Strategies (TTS).

১.৪.৬ মনোযোগের অভাব এবং অসংলগ্ন আচরণ অসংগতি / মনোযোগের অভাব অতি সক্রিয়তা যুক্ত অসঙ্গতি (Attention Deficit and Disruptive Behaviour Disorder /Attention Deficit Hyper-active Disorder) :

মনোযোগের অভাবজনিত অসংগতি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা যা কোন ব্যক্তির কাজে মনোনিবেশ এবং মনোযোগ রক্ষা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

নিস্ক্রিয় অমনোযোগিতা (অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া, দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি)-কে সাধারণ মনোযোগ অভাবের অসঙ্গতি বলে উল্লেখ করা হয় (ADD)—Attention deficit disorder), যখন অমনোযোগিতার সঙ্গে অতি সক্রিয়তাজনিত অসংগতি ও আবেগ সংযুক্ত হয় তখন তাকে ADHD বলাই শ্রেয় (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)। এই দুটি নাম একে অন্যের স্থানে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

মনোযোগের অভাবজনিত অসঙ্গতি (Attention Deficit Disorder (ADD) and Attention Deficit Hyperactity Disorder (ADHD) : ADD এবং ADHD উপসর্গগুলি শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে আরোপ করা যেতে পারে যারা কোন সময়কালে কিছু নির্দিষ্ট আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সাধারণ আচরণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—In attention, Hyperactivity এবং Impulsivity. যে সমস্ত ব্যক্তি অমনোযোগী তারা একটা বিষয়ে বেশী সময় দিতে পারে না এবং কয়েক মিনিট কাজ করার পরই বিরক্ত বোধ করে। যে সমস্ত ব্যক্তি অতিসক্রিয়তাজনিত কারণে চঞ্চল তাদের সর্বদা একটা ছট্‌ফটানি থাকে। তারা স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে না এবং প্রায় সব সময়ই অস্থির থাকে। যারা অত্যধিক আবেগ প্রবণ তারা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে অসুবিধা বোধ করে, কিংবা চিন্তার স্বাভাবিক রূপদানে অক্ষম হয়।

ADD/ADHD : চিকিৎসাযোগ্য

একধরনের অসংগতি যা ব্যক্তির কোন কাজে মনোনিবেশ এবং মনোযোগ দেবার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

American Psychiatry Association এর মত অনুসারে মনোযোগের অভাব এবং অতি সক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি যুক্ত ব্যক্তি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অসঙ্গত মনোযোগ, আবেগজনিত অধৈর্য্য, বিলম্বে উত্তর দান প্রভৃতি অনুপযোগী আচরণ প্রদর্শন করে। তাছাড়া, হঠাৎ অবিবেচকের মত উত্তর দেওয়া, উপদেশ না শোনা,

অনুপযুক্ত সময়ে কথাবার্তা আরম্ভ করা, বসার ক্ষেত্রে জড়তা, বেশী কথা, অস্থিরতা বোধ করা, শান্তভাবে বসে কাজে নিযুক্ত থাকতে অসুবিধা বোধ করা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

চিহ্নিতকরণ ঃ Developmental inappropriate attention, impulsivity–Impatience, delayed response, Comprehension, restlesness, excessive talking উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অনুপযুক্ত মনোযোগ, আবেগ প্রবণতা, অধৈর্য্য, বিলম্বে উত্তর ও উপলব্ধি, অস্থিরতা, অত্যাধিক মাত্রায় কথা।

সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ (Associated features are said to include) :

নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা

অস্থির মেজাজ

হতাশা সহ্য করার জন্য কম ক্ষমতা

সমাজে সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা

বদমেজাজ

বিশৃঙ্খল কর্মভ্যাস

শিক্ষা অনুযায়ী কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারা

অতিসক্রিয়তাযুক্ত মনোযোগের অভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটাই শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সাদৃশ্য বহন করে। যেমন মনোযোগের অভাব, অতিসক্রিয়তা, অনিয়ন্ত্রিত প্রক্ষোভ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি শিখন অক্ষমতা এবং শিক্ষাগ্রহণে অসংগতির মূল আচরণগত বহিঃপ্রকাশ। যার ফলশ্রুতি দক্ষতা ও আয়ত্তিকরণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা।

মূল্যায়ন (Assessment) :

সমস্যা নির্ণয় (diagnosis) এক প্রস্ত আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ অথবা মানসিক চিকিৎসক গৃহে ও বিদ্যালয়ে যে বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন তার উপর নির্ভর করে সমস্যা নির্ণয় করে থাকেন। বিদ্যালয় প্রায়ই বিশেষ শিক্ষা পরিসেবার একটি অংশ হিসাবে মূল্যায়ন উপস্থিত থাকে। শিক্ষক অনেক সময় আচরণ মূল্যায়ন করে থাকেন।

Computer দ্বারা সম্পাদিত অনেক প্রকার (টেস্ট) পরীক্ষা আছে যেগুলো কোন Computer-এর কাজে ছাত্রের মনোযোগ বজায় রাখার ক্ষমতা পরিমাপ করে থাকে। এই ধরনের মূল্যায়ন খুব উপযোগী এবং যথাযথ। কিন্তু ADHD বিদ্যালয়ের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একজন সক্রিয় শিশুর বয়স আনুপাতিক আচরণ থেকে শৈশবের প্রথম দিকে মনযোগের অভাবের লক্ষণ নির্ণয় করা কঠিন হয়।

কম I.Q. বিশিষ্ট শিশুদের মধ্যে সাধারণত প্রায় সবারই অমনোযোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই শিশুদের সঙ্গে মনোযোগের অভাব বিশিষ্ট শিশুদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ঠিকমত পরিবেশে না পড়লে এবং বেশি বুদ্ধিমান শিশুদের মধ্যে গিয়ে অনেক সময় শিশু মনোযোগী হতে পারে না। মনোযোগের অভাব/অতিসক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি নির্ণয় করা যায় না যদি লক্ষণগুলো অন্য মানসিক বিশৃঙ্খলার দ্বারা (যেমন Mood disorder, anxiety disorder, personality disorder or personality পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্যের কারণে) ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

মনোযোগ অভাব ও অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতা জনিত বিশৃঙ্খলার জন্য নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য (Diagnostic criteria for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)

A (১) অথবা (২)

(১) নিম্নের অমনোযোগের লক্ষণগুলির মধ্যে ৬টি বা তার বেশী লক্ষণ যদি অন্তত ৬ মাস একটি মাত্রায় থাকে যেটার ফলে খাপখাইয়ে নিতে অসুবিধা হয় এবং বিকাশলাভের স্তরে বিঘ্নিত করে।

অমনোযোগ (Inattention)

(ক) প্রায়ই একনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় অথবা অযে-র ফলে বিদ্যালয়ের কাজে বা অন্য কাজে ভুল হয়।

(খ) গৃহের কাজে (task) অথবা খেলাধূলায় মনোযোগ বজায় রাখতে অসুবিধা।

(গ সরাসরি কথা বলা সত্ত্বেও মন দিয়ে না শোনা।

(ঘ) প্রায়ই উপদেশ পালন না করা এবং বিদ্যালয়ের কাজ না সমাপ্ত করা কিংবা কর্মস্থলে কর্ত্তব্য না করা।

(ঙ) কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া।

(চ) বিদ্যালয়ের কাজে বা গৃহকাজে এড়িয়ে যাওয়া, অপছন্দ করা কিংবা যে সব কাজে বেশী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় সে কাজে নিযুক্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা।

(ছ) কাজ করার জন্য প্রায়ই জিনিসপত্র যেমন পেনসিল, বই, যন্ত্রপাতি, বিদ্যালয়ের দেওয়া সরঞ্জাম হারানো।

(জ) অপ্রাসঙ্গিক উত্তেজনার দ্বারা অন্যমনস্ক হওয়া।

(ঝ) দৈনন্দিন কাজ ভুলে যাওয়া।

(২) অতিসক্রিয়তামূলক কর্মধারা ও আকস্মিক কাজ করার প্রেরণার ৬টি বা তার বেশী লক্ষণ যদি অন্তত ৬ মাস একই পরিমাণে থাকে এবং তার ফলে খাপখাইয়ে নিতে অসুবিধা হয় তা বিকাশ স্তরকে বিঘ্নিত করে।

অতিসক্রিয়তা (Hyperactivity) :

(ক) হাত-পা নিয়ে অস্থিরতা কিংবা কুঁকড়ে বসা।

(খ) শ্রেণীকক্ষে প্রায়ই বসার স্থান (সীট) ত্যাগ কিংবা অস্বাভাবিক অবস্থায় বসে থাকা প্রত্যাশিত।

(গ) প্রায়ই এদিক ওদিকে ছোটা অর্থাৎ এমন এক অবস্থায় থাকা যা তার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

(ঘ) খেলায় প্রায়ই অসুবিধা কিংবা নিঃশব্দে অবসরমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে।

(ঙ) প্রায়ই সক্রিয় কিংবা প্রায়ই স্নায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে কাজ করে।

(চ) প্রায়শ অত্যধিক কথা বলে।

(ছ) প্রশ্ন শেষ হবার পূর্বেই হঠাৎ অবিবেচকের মত উত্তর দেয়।

(জ) পালা উপস্থিত হতে অপেক্ষা করায় অসুবিধা বোধ করে।

(ঝ) প্রায়ই অন্যদের বাধা দেয় কিংবা অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়।

B. কিছু অতিসক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি কিংবা অমনোযোগিতার লক্ষণ আছে যা ৭ বৎসর বয়সের আগে উপস্থিত থাকে।

C. এইসব লক্ষণের মধ্যে দুটি বা তার অধিক উপস্থিতি (বিদ্যালয়ে বা গৃহপরিবেশে)।

D. সমাজ, বিদ্যালয় ও বৃত্তিমূলক কাজে যদি অসঙ্গতির মাত্রা ডাক্তারী পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হয়।

E. লক্ষণগুলি ভালভাবে প্রকাশ পায়না Pervasive Developmental Disorder, Schizophrenic কিংবা অন্য Psychotic Disorder এর কালে এবং অন্য মানসিক বিশৃঙ্খলার দ্বারা ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। (যেমন, Mood Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative or a Personality Disorder).

১.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

● মূল্যায়নকে ছাত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী সম্পর্কে ৫ ধরনের সিদ্ধান্ত—ব্যক্তির মূল্যায়ন, কর্মসূচী মূল্যায়ন, বাছাই, উপস্থাপনা এবং হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা—যা প্রস্তুত হয় মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভিত্তি করে।

● শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করা হয়। দৃষ্টিশক্তির কার্যকারিতা, দৃষ্টির বিস্তার ও দর্শন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ অত্যধিক চোখ কচলানো, লাল চোখের পাতা, জলভরা চোখ, সামনের দিকে মাথা ঝুঁকে থাকা, চোখের কাছে বস্তু বা বই ধরা, বোর্ড হতে লেখার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করা।

● জ্ঞান, বিদ্যালয় শিক্ষা, শারীরিক, আচরণগত, যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান।

● মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বুদ্ধিগত কার্য (Criterion A), খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি যেমন যোগাযোগ, স্বনির্ভরতা, সামাজিক ও ব্যক্তির সঙ্গে ভাববিনিময় দক্ষতা, সামাজিক সম্পদের ব্যবহার, আত্ম নির্দেশ, কার্যকরী বিদ্যালয়ের নিপুণতা, কাজ, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা (Criterion B)—লক্ষণগুলির যে কোনো দুটিতে অন্তত ত্রুটি থাকবে। ১৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেবে লক্ষ্মণগুলি (Criterion C)।

● চিহ্নিতকরণ ঃ শিখনের ধীর গতি, সমস্যা সমাধানে নিপুণতা কম, প্রতিক্রিয়ার সময় মন্থর, মনোযোগের বিস্তার কম, স্বল্পসময়ের স্মরণশক্তি, পুনরাবৃত্তির মধ্যে শিখন, দুর্বল ভাষা ও দুর্বল বোধশক্তি ও বিদ্যার্জন।

● শ্রবণ অক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল উত্তেজনার প্রতি সাড়া দেবার ক্ষেত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রমাবনতি কিংবা শ্রবণ শক্তি অক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া।

● চিহ্নিতকরণ ঃ ভাষাগত নিপুণতার অভাব, উপলব্ধি ও ভাষাতে অসুবিধা, পড়া ও কথা বলার সময়ে বিশেষ সমস্যা, কোন তথ্য ব্যাখ্যা করার অসুবিধা, অন্তর্নিহিত বৌদ্ধিক ক্ষমতা স্বাভাবিক।

● মূল্যায়নের শ্রেণী ঃ শ্রবণসংক্রান্ত, বক্তব্যমূলক, ভাববিনিময়, জ্ঞানমূলক, বিকাশমূলক, Academic, বৃত্তিমূলক এবং আচরণগত।

● অস্থি অক্ষমতা সাধারণত পেশী সংক্রান্ত এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং চলনে ব্যাঘাত ঘটায়।

● চলনে দুর্বল নিয়ন্ত্রণ, সন্ধিস্থলে ব্যথা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা, অনুপস্থিতি, ঝাকুনী দিয়ে চলা প্রভৃতি এবং খাওয়া এবং কোন জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায় এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় ক্ষতি করে, চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

● শ্রেণী (Types) : পোলিও Muscular dystrophy (চার প্রকার) Cerebral Palsy (তিন প্রকার) Spina bifida :

● L.D.এক ধরনের অসঙ্গতি যাতে মানুষ তার দেখা ও শোনার বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে না কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করতে পারে না।

● কথ্য ও লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে বিষয় অসুবিধা প্রকাশ করে। সহযোগিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অথবা মনোযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য, দুর্বল কৃতিত্ব।

● বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কৌশল।

● ADD/ADHD : চিকিৎসা সংক্রান্ত রোগ (medical disorder), ব্যক্তির কোনকাজে মনোনিবেশ করার ক্ষমতাকে এবং কাজে মনোযোগ রাখাকে ব্যাহত করে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ মনোযোগের অসমবিকাশ, আবেগজনিত অধৈর্য্য, উত্তরদানে এবং উপলব্ধিতে বিলম্ব, অস্থিরতা, অত্যধিক কথা।

১.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) আপনি কি বিশ্বাস করেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রামানিক পরীক্ষায় (Standardized testing) অংশ গ্রহণ করা উচিত ? যদি সে রূপ হয় তাহ'লে এরূপ শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কি কি প্রধান প্রযুক্তিগত অসুবিধা আছে ? যদি না থাকে তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন কোন ধরনের শিক্ষার্থীরা এপরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে ?

(২) কিভাবে আপনি দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করবেন ?
দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়নের জন্য কি কি পরীক্ষা করার কৌশল নেবেন ?
মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র কি কি ?

(৩) শিখনে অক্ষমতার উপবিভাগের নাম করুন।
শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিত করার বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি কি কি ?
শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিত করার জন্য একটা Check list প্রস্তুত করুন।

(৪) কিভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করবেন ?
শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কি কি পদ্ধতি আছে ?

(৫) কিভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করবেন ? চিহ্নিকরণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার তালিকা প্রস্তুত করুন।

১.৭ বাড়ীর কাজ (Assignment / Activity)

একটা Journal কিংবা পাঠ্যবই বের করুন যেটা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যার উপর আলোক সম্পাত করে। অন্তত তিনটি নিবন্ধ বের করুন যেটা শারিরীক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে শ্রেণীতে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতি বর্ণনা করে।

শিক্ষক ব্যতীত অন্য এক পেশাদার ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করুন যিনি চলনে অক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। এক্ষেত্রে আপনি যা দেখেছেন কিভাবে এটা শ্রেণীতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করুন।

ইন্দ্রিয় অক্ষমতা সম্পন্ন লোকেরা জাগতিক অভিজ্ঞতা কিভাবে লাভ করে সেটা বোঝার জন্য তাদের কিছু আচরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া তাদের কাছে বলুন। নিজের চোখ বন্ধ করুন, আপনার বন্ধুকে বিদ্যালয়ের চত্বরের চারিদিকে আপনাকে ঘোরাতে বলুন। শব্দ বন্ধ করে একঘণ্টা TV দেখুন। কেবলমাত্র ইঙ্গিত বা ভঙ্গিমার মাধ্যমে বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

কল্পনা করুন আপনি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রেণীতে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করার জন্য কিভাবে চিহ্নিত করে ভাগ করবেন? কোন ক্ষেত্রে কোন মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করবেন এবং কি ধরনের মূল্যায়ন কার্যাবলী আপনি গ্রহণ করবেন এবং একটি IEP পরিকল্পনা করবেন?

১.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এককটি ভালভাবে পড়ার পর কোন কোন বিষয়ের উপর আপনি আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

১.৮.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

১.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

১.৯ উৎস (Reference)

Baron, J. B. (1990, October) Use of Alternative assessment in state assessment : The Connceticut experience, Paper presented at the OERI Conference on The Promise and Peril of Alternative assessment, Washington, DC. Office of Education Research and Imporvement.

Cross, C (1990, October) Paper Presented at the OERI conference on the promise and peri of Altenative assessment. Washington, DC : Office of educational research and improvement.

Fuchs, L. & Deno, S.L. (1991), Paradigmatic distincitions between instructionally relevant measurment models. Exceptionas Children, S7, 488-500.

Gickling, E. & Havertape, J. (1981) Curriculum based assessment, In J. Tucker (Ed), Non-

test based assessment training module (PP. 189, 409), Minneapolis : National School Psychology Inservia Training Network.

Grossman, H. (Ed.) (1983) Manual on terminology and classification in mental retardation. (rev. ed) Wasbington, Dc : American Association on Mental Deficiency.

Kirk, S., & Chak fant, J. (1984) Academic and developmental learning disabilities. Denver : Love.

Marston, D. (1989). Measuring Progress on IEPS : A comparison of graphing approaches. Exceptional Children, 55, 38–44.

Norby. J., Thurlow, M. L. Christenson, S. L., & Ysseldyke, J. E. (1990) The Challenge of Complex school problems. Austin, TX : Pro-ed.

Porter A. C. (1990) Assessing national goals : Some measurement dilemmas. Paper presented at the 1990 ETS Invitational Conferene Proceedings : The assessment of National Educational Goals.

Reddaway, J. L. (1990) Discussant to paper entitled NAEP : A national report. Paper presented at the 1990 ETS Invitational Confreence Procecdings : The assessment of National Educational Goals.

Resnick, L. (1990) Assessment and educational standard paper presented at OERI conference on the promise and peril of Alternative Assessemtn. Washington DC. October 29. Card for education and the public.

Salvia, J., & Ysseldyke, J. E. (1991) Assessment (5th ed) Boston Houghton mifflin.

Shavdson, R. J. (1990), Wha atternative assessment OERI on the promise and Peril of Alttessative Assessment.

Ysseldyke, J. E., thurlow, M. L., Christenson, S. L. (1987) Teacher effectiverness and teacher decision making : Implication fo effective instruction of handicapped students. Mineapolis : University of Minnesota Institute, Institute for Research on Learnng Disability.

Baine, D. (1988)) Handicapped Childran in Developing Countries, Assessment, Curriculum and Instruction University of Alberta, Alberta.

Lindsay, G. (ED) (1984) Screening for children with special needs. London : Groom Helm.

Mykelbust, H. R. (1971) : Progress in Learning Disabilities. Vol. 2 New York, Gruce & Strattom.

Panda, K. C. (1997) Education of Exceptional Childran, New Delhi : Vikas Publishers.

Ysseldyke J. e. Algozzine, B. Thurlow, M. Critical Issues in special Education, Kaniska Publishers, Distributors, New Delhi, 110002.

একক ২ ❐ অসমর্থদের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবহার এবং কর্মসূচী পরিকল্পনা (Educational Implications of Disabilities and Programme Planning)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্যসমূহ

২.৩ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষামূলক কর্মসূচী বা পরিকল্পনা

২.৩.১ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা-কর্মসূচীর প্রধান উপাদান

২.৪ শিক্ষামূলক ব্যবহার

২.৪.১ দৃষ্টি জনিত অক্ষমতা

২.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা

২.৪.৩ শ্রবণ অক্ষমতা

২.৪.৪ চলন সংক্রান্ত অক্ষমতা

২.৪.৫ শিখন অক্ষমতা

২.৪.৬ এ. ডি. ডি. / এ. ডি. এইচ. ডি.

২.৫ এককের সারাংশ

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.৭ বাড়ির কাজ

২.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী

২.৮.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলী

২.৯ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

পাঠক্রম রচনা দ্বি-স্তরীয় পদ্ধতি। প্রথম স্তরে, পাঠক্রম শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই সমস্ত বিশেষ শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (individualised education Program IEP) বলে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এটা একটা পরিচালনা পদ্ধতি বলে মনে করা যেতে পারে যেটা ছাত্রকে নিপুণতম এবং ফলপ্রদ বা কার্যকরী শিক্ষা দিতে পারে।

যে সব শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের ধাপে ধাপে বিকাশের নীতির উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের কৌশলগত শিক্ষা দিয়ে বিষয়বস্তু শিখতে এবং নিজ জ্ঞান প্রদর্শন করে তাদের সমর্থ করে তোলা হয়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই কোর্স ইউনিট পড়ার পর শিক্ষার্থী হিসাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ উপলব্ধি করা যাবে।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা উপলব্ধি।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলি জানা।

শিখন অক্ষমতা, ADD/ADHD ; মানসিক প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণে প্রতিবন্ধকতা, দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধকতা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

২.৩ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা (Individualised Educational Plan)

IEP এর অন্তর্ভুক্ত (A) শিশুর শিক্ষাগত কৃতিত্বের বর্তমান স্তরের বর্ণনা, (B) বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্প সময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য, (C) এই ধরনের শিশুদের যেসব বিশেষ শিক্ষা পরিসেবা দেওয়া হবে তার বর্ণনা, (D) পরিসেবা আরম্ভ করার দিন এবং তার প্রত্যাশিত সময় কাল, (E) সঠিক উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করা হয়েছে কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য নির্ঘণ্ট।

পাঠক্রম রচনার জন্য উপরোক্ত ৫টি প্রধান উপাদান। (১) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মূল্যায়ন (২) এই প্রয়োজন পূরণের জন্য পাঠক্রমের প্রধান দিকগুলির বিকাশ, (৩) ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা পদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের পরিবেশ চিহ্নিতকরণ, (৪) পরিকল্পনার বন্দোবস্ত ও পরিচালনা এবং time-line Components এবং (৫) পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উন্নতি (Cartwright et al., 1989, price & Goodman, 1980).

২.৩.১ IEP -এর প্রধান উপাদান (Components of IEP)

মূল্যায়ন হল সমগ্র পদ্ধতি ভিত্তি। শিশুর দুর্বলতা ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গোটা শিক্ষা পরিকল্পনা এবং IEP র বিকাশ ঘটানো হয়। IEP এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত নির্দেশ অনুসারে উন্নত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করার সময়কার আচরণগত তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। IEP-এর মূল্যায়ন ছাত্রের সাধারণ কৃতিত্বের স্তর বর্ণনা করে। কিন্তু শিক্ষাদানের পরিকল্পনা পদ্ধতি চলতে থাকে এবং এক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রথমটি অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক।

দ্বিতীয় উপাদান পাঠক্রম মনোনয়ন। সাধারণভাবে বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্পসময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্যলাভ বলে পরিচিত। মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে উদ্দেশ্য সমূহ আচরণের অর্থে নির্ণীত হয় এবং পাঠক্রমের লক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় উপাদান—শিক্ষার্থী কি সহায়তা বা পরিসেবার প্রয়োজন বোধ করে তা চিহ্নিতকরণ। প্রধান উদ্দেশ্য হোল IEP এবং শিক্ষাদান পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ছাত্রের প্রগতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

IEP-এর চতুর্থ প্রধান ক্ষেত্র পরিকল্পনা বন্দোবস্ত করা এবং পরিচালনা করা। পরিকল্পনার প্রত্যাশিত সময় কালের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কিছুকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে এবং লক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের জন্য নির্ঘণ্ট নির্দ্দেশ দেয়।

শেষ উপাদানটি পরিকল্পনা এর দায়িত্ব মূল্যায়ন করে এবং ছাত্রছাত্রীর আচরণের মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে উপদেশ দেয়।

২.৪ প্রতিবন্ধকতার শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োগ/ব্যবহার (Educational Implication of Disabilities)

২.৪.১ দৃষ্টিগত অক্ষমতা (Visual Impairement)

পাঠক্রম হল শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, ল্যাবেরেটরি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ছাত্রের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। দৃষ্টিমান শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রধান অংশ বাদ না দিয়েই দৃষ্টিগত অক্ষমদের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা উচিত। পাঠক্রমের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিহীনতাজনিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সঠিক কার্যসম্পাদনের জন্য একাধিক নিপুণতা অর্জন করা উচিত।

এই নিপুণতা সমূহের নাম 'Plus Curriculum activities, তার লক্ষ্য দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুদের দেহ ও মনের উন্নতিসাধন।

Body Image : দৈহিক ধারণা (Lydon and Megraw (1982) দৈহিক ধারণাকে দেহের বিভিন্ন অংশের জ্ঞান, প্রত্যেকের কাজ, স্থানের পরিবেশে তাদের সম্পর্ক। দেহের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক আচরণের পরিবর্ত্তন এবং চলাচলের জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

Tactual Discrimination : গঠনমূলক পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা Braille পঠনে সাহায্য করবে।

Auditory Discrimination : কার্যকরীভাবে চলাচলে নিপুণতার জন্য শব্দের ভালভাবে পার্থক্যকরণ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়।

Verbalism শব্দের প্রতি মনোযোগ ঃ যে সব শিশু দেখতে পায় না তাদের কাছে কথা বলার সময় ঠিকমত অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার করা, শব্দের উপর ঠিকমত জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

Mannerism : যথাযথ শিষ্টাচার গড়ে তুলতে পারলে দৃষ্টিহীনতাজনিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজে সমন্বিত করা যায়। তাদের অবাঞ্ছিত আচরণ সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে ও বিকল্প কার্যাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

Arithmetic : Abacus or Taylor Frame নামে বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার করার নিপুণতা দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুদের নিকট প্রত্যাশা করা যায়।

Daily Living Skills : এটা দৈনন্দিনজীবন যাপনের দক্ষতা নামে পরিচিত এবং শিশুর আত্মনির্ভরতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া, আঙ্গুলের নিপুণ ব্যবহার, পথ প্রদর্শন বা উপদেশ (guidance), পরামর্শ, সৃষ্টিমূলক শিল্প, বিশেষায়ন প্রভৃতিকে Plus Curriculam activities-এর প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়।

Plus Curriculum activities — দৃষ্টি শক্তি অক্ষম শিশুদের দেহ মনের উন্নতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।

Body images, Tactual Discrimination, Verbalism, Auditory Discrimination, Mannerism, Arithmatic, Daily living Skills.

দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধী ছাত্রেরা নিম্নলিখিত শ্রবণসহায়কগুলির উপর নির্ভর করতে পারে ঃ

- **সংবাদ বা তথ্য (Information)**
- লেখানো ও পড়ানোর সময় ধীর গতির মাধ্যমে শেখানোর গতিকে চালু রাখা যেতে পারে।
- পরিবেশে তাদের চলন সীমাবদ্ধ হতে পারে। সেজন্য তাদের বসার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে তারা সহজে বসার জায়গা খুঁজে পেতে পারে। এই ব্যবস্থা যেন তাদের চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ না করে।
- কম দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন শিশুদের বসার স্থান এমন হবে যাতে তারা সহজে ভালভাবে দেখতে পায় এবং যারা অন্ধ তারা যেন ভালভাবে শুনতে পায়।
- কোন ধারণার প্রধান গুণাবলীকে জোর দিয়ে বলা।
- সাহায্যকারী বস্তুর উপর হাত রেখে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সঙ্গে পর্যাপ্ত মৌখিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান।
- কোন অধ্যায়ের (Chapter) প্রধান বিষয় বড় বড় অক্ষরে, এবং উজ্জ্বল রঙে শিক্ষক লিখবেন এবং কম দৃষ্টিশক্তিযুক্ত শিশুদের সরবরাহ করবেন।
- যতদূর সম্ভব প্রেক্ষাপটের দৃশ্যাবলী ছাত্রকে অন্যমনস্ক করতে না পারে তার সম্ভাবনা কমানো।
- পরীক্ষার জন্য মৌখিক উত্তরের অনুমতিদান।

- বিশেষভাবে সাহায্য দেওয়া যেমন শিশুদের Braille শিক্ষা, Lipreading ইত্যাদি।
- যতটা বেশী সম্ভব ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস।

যথাসম্ভব মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী উজ্জ্বল আলো কমানো এবং দৃষ্টিশক্তি যাতে অন্য দিকে না যায় তার ব্যবস্থা। শ্রেণীকক্ষগুলিতে যেন গোলমাল না থাকে। আংশিক খোলা Cabinet, Storage বা শ্রেণীকক্ষের দরজা রাখা চলবে না। দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ বা খোলা থাকাই নিরাপদ। শিক্ষাদানের সময় এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন ও বস্তুর উল্লেখের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের শ্রবণ সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভরশীল জিনিস উপস্থাপিত করার সময় লিখিত তথ্য জোরে বলতে হবে, ছবির বিবরণ দিতে হবে এবং ভিডিও টেপ movies -এর মাধ্যমে non verbal sequence-এর বর্ণনা দিতে হবে। সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার করে অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে হবে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ কমিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতে হবে। শিক্ষাদানের বস্তুগুলি একই স্থানে রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা সেগুলো সহজে পেতে পারে।

ছাত্র এবং বক্তার মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, কম শব্দ, লিখিত সংবাদ কথায় প্রকাশ, ছবির বর্ণনা, সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার।

২.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation) :

মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিখতে ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। শিখন অসমর্থ বা মূক শিশুদের যে পদ্ধতি বা কৌশলে দক্ষতা এবং ভাবের আদান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেইরূপ মানসিক প্রতিবন্ধীদের, শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে শিক্ষার জন্যও বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। শিখন কার্যের জন্য তাদের নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও তাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ শিখতে তাদের বেশী সময় প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বিকল্প শিক্ষাদানের উপস্থাপন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টিদান।

স্বাধীনভাবে অনুশীলনের পূর্বে সক্রিয়ভাবে উপলব্ধিকে প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া। শ্রেণীর অন্যান্যদের তুলনায় বেশী অনুশীলনের সুযোগ দান করা। নতুন বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় সঠিক ও মূর্ত্ত উদাহরণ দেওয়া।

শ্রেণীর অন্যান্যদের অপেক্ষা মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেশী করে সংশোধনমূলক ও সহায়তা মূলক সাড়া দান।

শিখন সমস্যার ক্ষতি পূরণের জন্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলাফল যাচাই।

শ্রেণীর বন্ধুদের প্রগতির এবং কার্যের মূল্যায়ন অপেক্ষা এ ধরনের শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সংখ্যায় বেশী বার করতে হবে।

শিখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য বারংবার নির্দেশদান।

জটিল বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা দরকার।

স্বাভাবিক প্রয়োজনের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বার শিক্ষাদান।

বিকল্প নির্দেশদান উপস্থাপনা

অনুশীলনের বেশী সুযোগ

মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ

কাজে সহায়তা মূলক ও সংশোধনমূলক পুনরাবৃত্তি

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

শিক্ষার সঙ্গতিবিধান

ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা ও শিক্ষাদানের পুনরাবৃত্তি

শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের কাজ এড়িয়ে যাওয়া কমাতে শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা (Check) নেবেন। কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কাজের ফল অপেক্ষা কাজের পদ্ধতিকে বেশী পুরস্কৃত করা। মৌখিক ও লিখিত নির্দ্দেশ এবং সামাজিক কাজকর্ম অনুসরণ করার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেই দক্ষতা বুঝতে ও উন্নতি করতে তারা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা-নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে। বাস্তব জীবনে কার্যে যে দক্ষতা ও ধারণার প্রয়োজন তার উপর বেশী গুরুত্বদান করা উচিত। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শব্দ ভাণ্ডারকেই লেখায় ব্যবহার করা শেখাতে হবে। বাস্তব বস্তু এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা উচিত কোন ধারণা (Concept) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। ধীরে ধীরে বিষয় বস্তু শিক্ষা দিতে হবে এবং তার পরীক্ষা মাঝে মাঝেই নিতে হবে। শিক্ষাদানের পুনরাবৃত্তি এবং কোন কাজ (Task) আয়ত্ত্ব না হওয়া পর্যন্ত অনুশীলন প্রয়োজন। প্রত্যেক পাঠ্যের জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব পাঠ হতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ধারণা (Concept) দিতে হবে। এটি শিক্ষকের সাহায্যে করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দিতে হবে যাতে সামাজিক নিঃসঙ্গতা কমে।

সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধীরা শ্রেণীর স্বাভাবিক বন্ধুদের দেখে অনুসরণ করতে পারে অথবা কর্ম সম্পাদন স্তর বাড়াতে পারে। অনেক সময় তাদের ভাবের আদান-প্রদান ক্ষমতার অভাব দলের গ্রহণযোগ্যতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা মাঝারি প্রকৃতির তাদের মধ্যে সামাজিক আচরণের সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

২.৪.৩ শ্রবণ অক্ষমতা (Hearing Impairment)

যে সমস্ত ছাত্র শ্রবণ অক্ষম তাদের পক্ষে (accommodate) উপযোগী সকল পদ্ধতি (adaptation) সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন হওয়া উচিত।

যোগাযোগ বা ভাবের আদান প্রদান (Communication)

শ্রবণ অক্ষমতা প্রধানত ভাবনার আদানপ্রদানের সমস্যা (Champie 1986)। শ্রবণ অক্ষমতার পরিমাণ ও ধরন ভাবনার আদান-প্রদানের ক্ষমতাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে সমস্ত লোকের শ্রবণ অক্ষমতা বেশী আছে তাদের জন্য নানা প্রকার ভাববিনিময় পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিগুলি মৌখিক, শারীরিক (manual) এবং সামগ্রিক (Total Communication)।

ভাববিনিময় মৌখিক পদ্ধতিতে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রকে বোঝানোর জন্য প্রয়োজন অবশিষ্ট শ্রবণশক্তির যন্ত্রের ব্যবহার এবং Speech reading অর্থাৎ মুখ ও ঠোঁট লক্ষ্য করে অন্য ব্যক্তিকে বোঝার। শিক্ষাদানে আত্ম-প্রকাশের জন্য সে সব ছাত্র মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে যাদের বাক্‌শক্তি রয়েছে।

মৌখিক ভাববিনিময় শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে যারা কথা বলার জন্য হস্তপ্রণালী ব্যবহার করতে পারে না তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সমর্থ করে। আঙ্গুলের দ্বারা বানান (finger spelling) ও প্রতীকী ভাষা (Signlauguage) ভাবের আদানপ্রদানের শারীরিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। Finger Spelling-এ প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটা করে গতি (movement) আছে। শব্দের বানান বিভিন্ন অক্ষরের জন্য গতি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে হয়। সামগ্রিক কথাবার্তা পদ্ধতি ঈসারার উপস্থাপন (আঙ্গুলের দ্বারা বানান সহ) এবং কথা (অবশিষ্ট শ্রবণ শক্তি দিয়ে শোনা ও মুখ ও ঠোঁটের ভাব দেখে কথা উপলব্ধি করা) এই মতবাদ নির্দেশ করে। মৌখিক এবং হস্ত প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা পারস্পরিক ব্যাপার।

গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে কোন একটা পদ্ধতি বা পদ্ধতিসমষ্টি ব্যক্তিগতভাবে শিশুর চাহিদা মেটাতে পারে না। ভাষার মৌখিক পদ্ধতির দ্বারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র শ্রেণীর বন্ধুদের বুঝতে পারে এবং বন্ধুরাও তাকে বুঝতে পারে এবং এইভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রকে শ্রেণীর মূলস্রোতের সঙ্গে থাকতে সহজসাধ্য করে।

অন্যান্য শিক্ষাদান কৌশলগুলি হল সাহায্যকারী শ্রুতিকৌশল, Cued Speech এবং telecommunication কৌশল cued Speech (ইঙ্গিতের মধ্যে কথা) এ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দৃশ্য ইঙ্গিত ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এক বক্তা যা বলা হচ্ছে তাকে ঈঙ্গিত দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

ভাবের আদানপ্রদান ঃ মৌখিক পদ্ধতি—ক্রমবর্ধমান শ্রবণক্ষমতা, শোনার যন্ত্র, এবং ওষ্ঠ পাঠের সম্মিলিত ব্যবহারই হল মৌখিক ব্যবহার।

শারীরিক পদ্ধতি ঃ অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা বানান এবং প্রতীকী ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত।

সামগ্রিক পদ্ধতি ঃ ইঙ্গিত ও কথার একই সঙ্গে ব্যবহার।

বিদ্যালয়গত/প্রতিষ্ঠানগত কৃতিত্ব বা ফলাফল (Academic Achievement)

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্রের মধ্যে ভাষা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা আনে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রেরা লেখা ও পড়াতে অসুবিধার জন্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে যেহেতু শ্রবণশক্তির ক্ষতি তাদের শব্দ এবং অক্ষরের সামঞ্জস্যের নির্ভুল উপস্থাপনের ক্ষমতাকে ব্যাহত করে (wray, Harlett,& Flexer, 1988)। ধারণার সীমাবদ্ধতার জন্য অন্যের ভাষার ব্যাখ্যা করার সমস্যা থাকতে পারে এবং মৌখিক ভাবে ও লেখার মধ্যে নিজেকে প্রকাশের অসুবিধা থাকে (degler, & Risko, 1979).

শ্রবণ অক্ষম ছাত্রদের লেখার দক্ষতা শেখানোর জন্য একটা পদ্ধতি হল শ্রবণযন্ত্র, Frequency modulation auditory training units মাধ্যমে চরম আকারে শোনা। ছাত্রদের তাকানোর পূর্বেই শুনতে

উৎসাহিত করতে হবে। লেখার কাজ চারটি স্তরে গঠিত—(১) প্রাক্‌লেখন পর্ব (২) লেখা, (৩) পুনর্বার দেখে সংশোধন এবং লেখা, (৪) শেষ খসড়া।

শিক্ষাদানের কৌশল—খুব বেশী শোনার ব্যবস্থা করা, Modulation Auditory Training unit ব্যবহার করে, ৪টি লেখার স্তর ঃ Prewriting, Drafting, editing and final drafting.

Social Integration

কতকগুলি গবেষণার মধ্যে দেখা যায়, শ্রবণ অক্ষম শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সময় তারা পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে বেশী উদ্যোগী হয়। ভাষার গঠনের সময়কালে এরূপ হয় না। সমাজে শিক্ষার্থীদের সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা করা উচিত। এবং এই ছাত্রেরা যাতে শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ছাত্রবন্ধুদের সংস্পর্শে আসার জন্য উদ্যোগী হয় তার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের ভাষার বৃদ্ধি ও উন্নতি কঠিন। তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার কৌশল হিসাবে Visual Stimuli তে বেশী মনোযোগ দেয়। উপযুক্ত বসার স্থান এবং যথেষ্ট দৃষ্টি সম্বন্ধীয় ইঙ্গিতের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে বসে তারা ভালভাবে দেখতে ও শুনতে পায় সেখানে বসাতে হবে। যতটা সম্ভব ছাত্র ও বক্তার মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে। ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। খুব জোরে কথা বলা নয়। কেন্দ্রস্থলে তাকে বসাতে হবে এবং মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী শব্দ হতে দূরে রাখতে হবে। মুখোমুখী কথাবার্তা হওয়া উচিত। কথাবার্তার সময় সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার অতিরিক্ত বিষয়বস্তু দেবে। প্রতিকাজের জন্য দেখা যায় এমন ইঙ্গিতের উপস্থাপন করতে হবে। কোন নতুন অধ্যায় আরম্ভ করার পূর্বে শব্দ তালিকা এবং তাদের ছবি শিশুদের দিতে হবে যাতে তারা শ্রেণীতে বুঝতে পারে। আবেগময় ধারণা এবং কঠিন Phrase শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক বিষয়টি অভিনয় করে দেখাতে পারেন। যেমন একটা শিশু কাঁদছে, একটা শিশু খুশী ইত্যাদি। শিক্ষাদানের পূর্বে শ্রবণ যন্ত্র যাতে চালু থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রবণ অক্ষম শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। কথাবলার সময় ছাত্রছাত্রীর সামনে মুখ রাখতে হবে। সম্ভব হলে, ব্লাকবোর্ডের পরিবর্তে O.H.P. ব্যবহার করতে হবে। বাড়ীতে অনুসরণের জন্য বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের জন্য টেপ করা যেতে পারে। স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং সামাজিক দক্ষতার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

দূরত্ব হ্রাস, ধীরে কথা বলা এবং স্পষ্ট উচ্চারণের উপর গুরুত্ব, মুখোমুখী সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনভাবে কাজে উৎসাহ এবং সামাজিক দক্ষতা শিক্ষাদান।

২.৪.৪ চলনে অক্ষম (Locomotor impairment)

অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন (Orthopaedically handicapped) শিশুদের শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাথমিক প্রয়োজন অন্যান্য শিশুদের মতই। অক্ষমতার জন্য তাদের কিছু প্রয়োজনের মাত্রা ও গুরুত্ব

স্বাভাবিকদের অপেক্ষা আলাদা। তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন বা চাহিদা থাকে এবং সেইজন্যই তারা আলাদা পরিকল্পনা বা কার্যসূচীর প্রয়োজন বোধ করে।

চলনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দিতে বৌদ্ধিক বিকাশ, শিক্ষামূলক সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সামগ্রিক সঙ্গতিবিধান সহজসাধ্য করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইসব শিশুদের আত্মনির্ভরতা, উদ্যোগী, পছন্দ করার ক্ষমতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। চলার (mobility) এবং চলার কাজে সাহায্যের (assistance) জন্যে তাদের পরিকল্পনা আগেই করা উচিত। দেহের বিভিন্ন অংশ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়া উচিত। আত্ম ধারণা গড়ে তুলতে অন্য স্বাভাবিক বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে সমর্থ হতে শিক্ষককে তাদের সাহায্য করতে হবে। শিক্ষক গান, নাটক, কবিতা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ ছাড়াই সৃষ্টিমূলক কাজে সাহায্য করবেন। এবং তারা নিজের উন্নতির জন্য সুযোগ দিতে হবে। কাজের জিনিস পত্র সহজলভ্য হতে হবে এবং প্রয়োজনে খাপখাইয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসা ও শারীরিক প্রয়োজনের জন্য ব্যবস্থা করতে (গৃহ) কাজের assignments-এর ধরনে পরিবর্ত্তন আনতে হবে। শ্রেণীর সকলকে জরুরী সময়ে করনীয় কর্ত্তব্য শেখাতে হবে।

ব্যক্তিগত অক্ষমতার ধরন ও পরিমাণের তীব্রতার উপর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবিধান (Instructional adaptation) নির্ভর করে। খোলা কাগজে না লিখে note pad-এ লেখার জন্য উৎসাহিত করা শিক্ষকের উচিত। কাগজগুলো ফিতে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া উচিত। লেখার পরিশ্রম কমাতে, এককথায় উত্তর বা multiple Choice-এর মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করা উচিত। লেখার জিনিস এমন হওয়া উচিত যাতে চাপ কম প্রয়াজন হয়। লেখা এবং গণনা করা অপেক্ষা Word Processor, Computer ও Typewriting বেশী উপকারী যে সমস্ত কার্যে লেখার প্রয়োজন হয় সেখানে পড়ার বন্ধুর (study buddies) ব্যবহার করতে হবে। কথাবার্তার সুবিধার জন্যে Electronic Communication Board ব্যবহার করা যেতে পারে। অক্ষম শিশুদের এটা বুঝতে সমর্থ করে তুলতে হবে যে তাদের অক্ষমতা তাদের জীবনের একটা দিক। প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সামাজিক কারণেই দলবদ্ধ কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করাতে হবে। যে সমস্ত শিশুর বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন এবং যারা স্বাভাবিক হতে চায় তাদের মধ্যে সমতাবিধান আছে সে সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষকের সচেতন হওয়া উচিৎ ও সাধ্যমতো তাকে বিস্তৃত করা উচিৎ যাতে শিক্ষার্থী ইতিবাচকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২.৪.৫ শিখন অক্ষমতা (Learning Disability)

শিখন অক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রদের তাদের বহুবিধ সমস্যার জন্য শিক্ষকের সামনে তারা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তাদের পরিচালনা এবং দক্ষতার বিকাশ সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ছাত্রেরা বিস্তারিত পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রয়োজন বোধ করে। নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হবে যাতে ছাত্র অত্যন্ত ভারাক্রান্ত না হয়। ছাত্রের কাছ হতে শিক্ষকের প্রত্যাশা খুব সরল ও সুস্পষ্ট হবে এবং সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। কাজ করার সময় ছাত্র যেন বিভ্রান্তিতে না ভোগে। তার সময়টাকে এমনভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে তার কাজ সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়।

শিখন অক্ষমদের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষতার বিকাশ

বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা।

কাজ শেষ করার সময়।

বিভ্রান্তি হ্রাস।

সফল প্রয়োগ বিধি এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন উপলব্ধি

অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শক্ত কাজের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম জটিল ও সহজসাধ্য কাজ সম্পন্ন পরিকল্পনা করতে হবে। নানাধরনের বিষয় দেওয়া হবে না। কাজ করার জন্য ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট জিনিস দেওয়া হবে যাতে তারা কাজে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সময় ব্যয় না করে সহজে কাজটা করতে পারে।

যদি এই হস্তক্ষেপ সফল হয় তবে ছাত্রেরা তাদের পরিবেশ এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন ব্যাখ্যা ও বুঝতে আরও ভালভাবে পারবে। দক্ষতা বিকাশ ঃ শিখনে অক্ষম ছাত্রেরা সাধারণত সয- শিক্ষায় উপকৃত হয়। অভাবগ্রস্ত ছাত্রেরা সঠিক শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। সঠিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবহার এবং তার পর্যালোচনা। সঠিক শিক্ষার দুটি প্রধান উপাদান লক্ষ্যকে নিখুঁতভাবে বলা এবং হস্তক্ষেপের ফলাফল মূল্যায়ন করা। প্রত্যক্ষ শিক্ষারও এইরূপ উপাদান আছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একই স্থান আছে (Haring and Schiefel busch ; 1976)।

শিক্ষাদানের রীতি ঃ নিখুঁত ও প্রত্যক্ষশিক্ষা। নিখুঁত ঃ পরিকল্পনা, ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের ফলাফল পর্যালোচনার কৌশল নির্দেশ ঃ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন। স্বল্প সময়ে উদ্দেশ্য। লক্ষ্য নির্দেশিত বস্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ / শিক্ষাদান আরও শক্তিশালী করার কৌশল পরিচালনার সফলতা।

(১) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন ছাত্রের বর্ত্তমান দক্ষতার স্তর প্রতিষ্ঠা / প্রমাণ করে।

(২) শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করে ছোট ছোট পর্যায়ের লক্ষ্য স্থির করা হয়।

(৩) চালনা করা এবং আর শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োগ করা হয়।

(৪) সময়সীমার মধ্যে কাজ করার জন্য লক্ষ্য অনুসারে উপকরণ।

(৫) শিক্ষাদান স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(৬) প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে ফলপ্রদ হয়।

(৭) দক্ষতা অর্জনের পরিমাণ মূল্যায়নের জন্য ছাত্রের সাফল্য অনবরত মনিটার করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত ছাত্রের শিখনের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে অন্যান্য পদ্ধতি (approch) গুলি হল Ability Training, Attack Strategy Training.

Ability Training : শিক্ষকেরা দক্ষতার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ (ability training) শুরু করার পূর্বে দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে। সাধারণত, যেসব শিশুর মধ্যে বিভিন্ন

ক্ষমতার অভাব থাকে তাদের ক্ষেত্রেই এটি করা হয়। শিশুদের দক্ষতার অভাবের ক্ষতি পূরণের জন্য কার্যকরীভাবে বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করার নির্দেশ লাভ করতে পারে। যেমন এটি শ্রবণ শক্তি অক্ষম শিশু যার শব্দের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা কম তাকে সমস্ত ভাষা পদ্ধতি ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

Attack Strategy training : এটি এক ধরনের প্রত্যক্ষশিক্ষা। এতে শিক্ষার্থীকে কোন দক্ষতার এবং রীতিবিষয়ে ছোট ছোট ধাপে শিক্ষা দিয়ে সমস্ত ধাপকে একত্রে অনুভব করার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য যে সমস্ত সমস্যা তারা সমাধান করেছে ঐরকম সমস্যা সমাধান করতে তারা যেন তাদের অর্জিত কৌশল (strategy) ব্যবহার করতে পারে (Loyd, 1980)।

দক্ষতার শিক্ষণ (Ability training) ঃ ক্ষমতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার ক্ষেত্রকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। পিছিয়ে থাকার জায়গাটাতেই বিশেষ য- নিতে হবে।

Attack Strategy training : প্রত্যক্ষ শিক্ষার একটা রূপ ছোট ছোট পদক্ষেপে দক্ষতা ও নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

পদ্ধতিটি নিম্ন উপায়ে কাজ করে ঃ

(১) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে যে দক্ষতা সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্ণয় করতে হয়।

(২) যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে দক্ষতার প্রয়োগ প্রয়োজন হয় তার জন্য কৌশল পরিকল্পনার শিক্ষা দেওয়া।

(৩) কিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং তার শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে স্থির করার জন্য পরিকল্পনার পর্যালোচনা।

(৪) পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং কার্য্য সম্পাদনের মূল্যায়ন।

শিখন কৌশল (Learning Strategies) : শিখনের পরিকল্পনা কৌশল, নীতি অথবা নিয়ম হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন অবস্থা এবং পরিবেশের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের এবং ঐ জ্ঞান ব্যবহারের, সমন্বিত করণের এবং ঐ জ্ঞান সঞ্চয় সুবিধা করে দেবে (Alley Deshler 1979) শিখন কৌশলের পাঠক্রমের লক্ষ্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেটা ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ে বাইরের পরিবেশে নতুন সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান করতে সমর্থ করবে। এই দক্ষতা ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক কোন অবস্থার মোকাবিলা করতে সমর্থ করবে। আবার অন্য অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ করবে।

গবেষণায় অনেক শিখনের কৌশল বের হয়েছে। নিজেকে পরিচালনা করার কৌশল (Self monitoring technique) : এমন এক কৌশল যাতে ব্যক্তি নিজের আচরণের পর্যবেক্ষণ করে কাজ করবে এবং সে তার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করবে। Clininal Prescriptive teaching, VAKT এবং movegenics খুব কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আত্ম-সংশোধন (Self correction) অন্য আর একটি কৌশল যেটা বিষয় বস্তু শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখানে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের এইসব কৌশল কি ভাবে শিখতে হয় তার উপর আলোক সম্পাত করে সেটা শেখা প্রয়োজন। গবেষণার ফলে অনেক কৌশলের সৃষ্টি হয়েছে যা শিখনে অক্ষম ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পড়াশুনোর সঙ্গে তাল রাখতে সমর্থ করে। শিক্ষাবিষয়ক কৌশল (Instructional Strategy) নিম্নের আটটি কৌশল অর্জনের এবং সাধারণভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা অনেক গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) ছাত্রের দক্ষতার স্তরের (level) প্রাক পরীক্ষা।

(২) যে কৌশল শিখতে হবে তার বর্ণনা।

(৩) ছাত্রদের জন্য কৌশলের মডেল।

(৪) কৌশলের স্তরগুলো মৌখিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা।

(৫) নিয়ন্ত্রিত উপকরণের (materials) মধ্যে অনুশীলন।

(৬) ক্রম অনুসারে উপযুক্ত উপকরণের মধ্যে অনুশীলন।

(৭) পরীক্ষা-উত্তর পর্ব।

(৮) অন্য উপকরণের সাধারণীকরণ এবং পরিবেশে সাধারণভাবে প্রয়োগ।

শিখন কৌশল (learning strategies) :
মূল সমস্যার পর্যবেক্ষণ, সামান্যীকরণ এবং সমাধান করতে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।
তথ্য অর্জন, পরিচালনা ও প্রকাশ করতে শিক্ষাবিষয়ক কৌশলের ব্যবহরা।
কৌশল ঃ স্মৃতিতে রাখতে সাহায্যকারী পদ্ধতি।

শিক্ষাদানের ক্রম ব্যবহার করে ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন, পরিচালনা বা সংগঠিত করার এবং প্রকাশের কৌশল ব্যবহার করতে শেখানো হয়। মনে রাখবার সহায়ক উপকরণ বা যন্ত্রের (aid) সাহায্যে যেগুলো সহজে মনে করা যায় সেভাবে প্রথমে কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন কোন শব্দের ক্ষেত্রে অক্ষর সূত্রগুলি ছাত্রেরা কৌশলের স্তর হিসেবে স্মরণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিভাবে প্রধান বিষয়ের Paraphrase/ সারসংক্ষেপ করতে হবে। এবং একটা Paragraph-এর বিস্তারিত বিবরণ শেখানোর কৌশল হল R-A-P। Read a paragraph. প্রধান বিষয় কি কি এবং দুটি বিস্তারিত বিষয় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রধান বিষয়টি এবং দুটি বিস্তারিত বিষয় নিজের শব্দে করে নিতে হবে। একইভাবে ছাত্রদের পড়ে বোঝার ক্ষমতা উন্নতি করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণের কৌশল (Compensatory techniques) :

অনেক শিখনে অক্ষম ছাত্রের উপলব্ধি এবং বিদ্যার্জনে অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকেরা ক্ষতিপূরণের কৌশল ব্যবহার করতে পারে ছাত্রদের দুর্বলতা বা অভাবের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করার জন্য বিশেষ করে যখন এই অভাবের ক্ষেত্রের প্রতিকার অসম্ভব বলে মনে হয়। কিংবা যখন তাদের প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় এবং

ঐ সময়ের মধ্যে অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার সুযোগ হারাতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেসমস্ত ছাত্রের পড়া বা লেখায় অসুবিধা আছে তাদের লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। কিংবা যে সমস্ত ছাত্রের ক্লাসের বক্তৃতা লিখে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে তাদের বক্তৃতার tape দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষতিপূরণের কৌশল (Compensatory techniques) :

অন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষাদানের মাধ্যমে অভাবের ক্ষেত্রটিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং ছাত্রকে প্রচেষ্টার সাহায্যে সময় ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঠিক ব্যবহার করতে শেখানো।

২.৪.৬ মনোযোগের অভাবে অসঙ্গতি/মনোযোগের অভাবে অতিসক্রিয়তার ফলে অসঙ্গতি (Attention Deficit Disorder / Attention Deficit Hyperactive Disorder) :

যে সমস্ত প্রয়োগ বিধি শিখন অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য করা হয় সেগুলোই ADD / ADHD ছাত্রদের জন্য করা হয়। কিছু কৌশল যেমন শিক্ষণ বা যথাযথ আচরণ গঠন, বিভিন্ন শিক্ষাদান কৌশল এবং কাজের শিখনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি একই এবং শিখনে অক্ষম ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মনোযোগের অভাবে অসঙ্গতি/মনোযোগের অভাবে অতি সক্রিয়তার ফলে অসঙ্গতি থাকা শিশুদের জন্য পেশাদাররা উন্নতি ঘটাতে ''Principles of remidiaion'' প্রতিকারের নীতি নির্ধারণ করেছেন তা বর্ণিত হলো (Children with Attention Deficit Disorders 1992).

অমনোযোগ (Inattention)

● কাজের দীর্ঘতা কমাতে হবে। কোন কাজকে ছোট ছোট ভাবে ভাগ করে নিয়ে তার অংশগুলো বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। গাণিতিক সমস্যা বা বানান শেখার কাজ কম দেওয়া হবে।

● মৌখিক নির্দেশ কম দেওয়া হবে। কাজ শেখার ক্ষেত্রে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে না দিয়ে কাজ ভাগ করে করার অভ্যাস করাতে হবে।

● ছাত্রদের যেসব কাজ দেওয়া হবে সেগুলোতে তাদের যেন আগ্রহ থাকে। বেশী এবং কম আগ্রহজনক কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। শিক্ষকের কাছে বসিয়ে দলে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। মাথার উপরে Projector এর ব্যবহার হিতকারী হতে পারে।

● পরবর্ত্তী সময়ে দীর্ঘ সময়ের কাজে নতুনত্ব বাড়াতে হবে। মুখস্থ করা বিষয়গুলো ভালভাবে শিখতে খেলার ব্যবহার করতে হবে। খেলার মধ্যেই কাজের ভুলের সংশোধন করতে হবে।

বাড়তি কাজকর্ম (Excessive Activity) :

● কার্যাবলীর পরিমান না কমিয়ে কার্যাবলীকে উপযুক্ত দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

● শ্রেণীকক্ষে নির্দেশিত চলাফেরা উৎসাহিত করতে হবে। বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো ভাবে নয়। বসে কাজে করার সময় বা শেষের দিকে ছাত্রকে দাঁড়াতে দেওয়া যেতে পারে।

ছাত্রকে কাজের মধ্যে যুক্ত করে রাখতে হবে। শিক্ষকের কাজ করে দেবার জন্য তাকে আদেশ দিতে হবে। কার্যাবলীকে পুরস্কারের মত ব্যবহার করতে হবে।

সক্রিয় প্রতিক্রিয়া যেমন কথা বলা, চলা, পরিচালনা করা, কাজ করা, লেখা, ছবি আঁকা, পড়া এবং বিভিন্ন শিক্ষাদান কাজে উৎসাহ দিতে হবে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহিত করতে হবে।

আবেগ প্রবণতা (Impulsivity)

● শ্রেণীতে নোট নেওয়ায় ছাত্রকে উৎসাহদান করতে হবে। এমনকি শুধু শব্দের সূত্র লিখলেও হবে। অপেক্ষারত অবস্থায় তাকে মৌখিক উত্তর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে উত্তর দিতে দেওয়া হবে। শিশুকে পুনরায় শিখতে অথবা নির্দেশগুলোর তলায় দাগ দিতে অথবা প্রাসঙ্গিক কোন সংবাদ রঙিন পেনসিল বা অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নিত করতে শেখাতে হবে। অবসর সময়ে হিজিবিজি দাগ কাটতে কিংবা কাদা ইত্যাদি নিয়ে খেলা বা পেপার ক্লিপিং এ উৎসাহ দিতে হবে।

প্রতিকারের নীতি (Principles of remediation for) :

অমনোযোগ

অত্যধিক কার্যকারিতা

আবেগপ্রবণতা

২.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

● পাঠক্রম রচনা দ্বি-স্তরীয় পদ্ধতি। প্রথম স্তরে পাঠক্রমের রচনা। এটি শিক্ষার্থীর প্রয়াজন ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর। দ্বিতীয় স্তর ব্যক্তিগত প্রয়োজন নির্ভর।

● IEP এর অন্তর্ভুক্ত (A) শিশুর শিক্ষাগত কৃতিত্বের বর্তমান স্তরের বর্ণনা, (B) বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্প সময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য, (C) এই ধরনের শিশুদের যেসব বিশেষ শিক্ষা পরিসেবা দেওয়া হবে তার বর্ণনা, (D) পরিসেবা আরম্ভ করার দিন এবং তার প্রত্যাশিত সময় কাল, (E) সঠিক উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করা হয়েছে কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য নির্ঘণ্ট।

● শিশুর সক্ষমতা ও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদানের উন্নতির পরিকল্পনা এবং IEP-করা।

● IEP এবং শিক্ষাদান পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রের প্রগতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

● দৃষ্টিগত অক্ষম শিশুদের জন্য Plus Curriculum activities এর লক্ষ্য তাদের দেহ ও মনের উন্নতিসাধন।

● দৈহিক ধারণা, গঠনমূলক পার্থক্য নির্ণয়, শব্দের প্রতি মনোযোগ এবং শব্দের প্রভেদ নির্ণয়, যথাযথ শিষ্টাচার, গণিত, দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দক্ষতা।

● মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু শিখনের জন্য সাহায্য প্রয়োজন বোধ করে এবং তাদের বন্ধুরা যে সব দক্ষতা শিখনে কোন বিশেষ শিক্ষার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করে না সে সব দক্ষতা শিখনের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

● শিখনের গতি মন্থর বলে তারা বিকল্প শিক্ষাদান উপস্থাপনার প্রয়োজন বোধ করে। অনুশীলনের জন্য বেশী সুযোগ, বাস্তব দৃষ্টান্ত, সহায়তামূলক ও সংশোধনমূলক সাহায্যদান, পরীক্ষার ও মূল্যায়নের পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান এবং ছোট ছোট অংশে শিক্ষাদান ও তার বারংবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন।

● শ্রবণ অক্ষম শিশুরা অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, বিদ্যাশিক্ষালাভ করতে এবং সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রায়শ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

● কথাবার্তা ঃ মৌখিক—অবশিষ্ট থাকা শ্রবণশক্তি, শ্রবণ যন্ত্র, বোঝার জন্য কথার ব্যাখ্যা (reading) আঙ্গুলের দ্বারা কৃত বানান এবং ইঙ্গিতের ভাষা। সামগ্রিক ভাবে ইঙ্গিত ও ভাষার উপস্থাপন।

● শিক্ষাদানের কৌশল ঃ শ্রবণশক্তির সর্বাধিক ব্যবহার, Modulation Auditory Training units ব্যবহার, লেখার চারটি ধাপ ঃ Pre-writing, drafting, editing এবং final drafting.

● চলনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দিতে বৌদ্ধিক বিকাশ, শিক্ষামূলক সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে খাপ খাইয়ে নেবার শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ।

● এইসব শিশুদের আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি, উদ্যোগগ্রহণ এবং পছন্দ ব্যক্ত করার ক্ষমতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। চলাফেরায় কিভাবে সাহায্য দান করা হবে সে বিষয়ে পূর্ব পরিকল্পনা থাকা দরকার।

● শিখন অক্ষমেরা পরিচালনা রীতি বা সংগঠন রীতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, বিস্তারিত পরিকল্পনা ক্ষমতা এবং নির্দেশনা বিকাশের প্রয়োজন বোধ করে। কাজ করার সময় তাদের বিভ্রান্তি হ্রাস করা প্রয়োজন। পরিবেশ ব্যাখ্যায় সফল নির্দেশ এবং শ্রেণীকক্ষে স্বতঃপ্রণোদনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার।

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) চলনে অক্ষম শিশুর জন্য কি কি শিক্ষা ব্যবস্থা আছে?

(২) শিখন অক্ষম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কি কি বিশেষ কৌশল (technique) ব্যবহার করা যেতে পারে?

(৩) ADD / ADHD দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠক্রমের উদ্বেগ কি কি?

(৪) মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্য কি কি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে?

(৫) মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্য কি কি শিক্ষাদানের কৌশল বা পদ্ধতি আছে?

(৬) IEP কি? IEP-র বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি?

২.৭ বাড়ির কাজ (Assignment)

(১) শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে যে কি কি বিশেষ পদ্ধতি তিনি ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করেন।

(২) IEP-এর একটা কপি হস্তগত করে অভাবের ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণ এং শিখনের বিষয়বস্তু সুপারিশ, সাধারণভাবে প্রয়োগ এবং নতুন সমস্যা সমাধান।

(৪) ADD / ADHD শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি প্রবন্ধ (article) বের করতে হবে যেগুলো বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে।

(৪) নিজেকে মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ভেবে তিনি কার্যসূচী নির্দেশ করবেন এবং সেটা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও শিখন বৃদ্ধি করবে।

(৫) বোধশক্তির অক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। অন্তত ৫টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তত দুঘণ্টা কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে শিক্ষক হয়ে সাহায্য করবেন।

(৬) কিভাবে ইন্দ্রিয়গত অক্ষমতা (sensory disabilities) সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবে তা বুঝতে হবে। নীচের কাজগুলি করার চেষ্টা করতে হবে। এই ধরনের প্রতিবন্ধীরা কিভাবে পৃথিবীকে অনুভব করে তা সরাসরি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

যেমন, চোখ বন্ধ করে শ্রেণী কক্ষে ঘুরতে হবে যেখানে শিক্ষক শিক্ষাদান করতে যাবেন। A নামক বন্ধুর সঙ্গে ইঙ্গিতের সাহায্যে কথা বলতে হবে। দৃষ্টিশক্তি অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষকদের অন্ততত্রও দশটি ইঙ্গিত (tips) দিতে হবে।

(৭) নিজেকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষক ভেবে আপনাকে বলতে হবে আপনি ছাত্রদিগকে অধিক সফল হতে কি সাহায্যের সিদ্ধান্ত করবেন। ভাষা এবং ভূগোল শেখাতে আপনি কোন বিশেষ কার্যাবলীর ব্যবহার করে শিক্ষাদান সংশোধন করবেন। (modily)।

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion Clarification)

এককটি ভাল ভাবে পড়ার পর কোন বিষয়ের পর আপনি আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা পেতে ইচ্ছা করেন সেগুলো লিখুন।

২.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

২.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

২.৯ উৎস (Reference)

Alley, G. & Deshler, D. D. (1979), Teaching The learning disabled adolescent : strategies and methods, Denver, Love.

Cartwright, G. P., Cortwright, C. A. & Word, M. E. (1989) Educating special learners (3rd. ed.), C A : Wadswarth

Champie, J. (1986). Least restrictive environment for the deaf. *The Education Digest,* LII, (3), 43-45.

Children of Attention Deficit Disorder, (1992) *The teacher's challenge,*

The CH. A. D. D. ER Box, 5970, 14-15.

Degler, L. S., & Risko, V.J. 1979). Teaching reading to mainstreamed senscry impaired children. *Reading Teacher,* 32, (8), 921-925.

Lloyd, J. (1980) Academic instruction and cognitive behavior modification : The need for attack strategy training. *Exceptional Education Quarterly,* 1, 53-63.

Lydon, W. T., and Mcgraw, M.L. (1982). *COncept Development for Visually Handicapped Children.* New York : American Foundation for the Blind.

(Wray, D., Hazlett, J., & flexer, C. (1988). Strategies for teaching writing skills to hearing - impaired students. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools,* 19, (2) 182-189.

Yesseldyke, J. E., and Algozzine, B. (1984) *Introduction to special education* (2nd ed.). Boston : Houghton Mif.

Goodland, J. (1997). Curriculum Enquiry the study of curriculum Practices. New York : McGraw Hill.

Oliver, A. (1977), Curriculum Improvement A Guide to Problem, Principles and Pocess, New York : Harper and Row.

BLOCK - 4

CURRICULAR ADAPTATIONS : CURRICULUM PRACTICES AND OTHER BEHAVIOURAL ACTIVITIES

পাঠক্রমের অনুসৃজন : পাঠক্রম চর্চা এবং অন্যান্য আচরণগত কার্যাবলী

NOTES